

ব্রহ্মচর্য্য

প্রথম ভাগ

ভগিনী ডোরা

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. C. DATTA,
AT THE B. M. PRESS, 13, CORNWALLIS
STREET.

1887.

মূল্য ।৶৹

ইহ-পর-লোকবাসিনী

সহৃদয়া ও ধর্ম্মপরায়ণা

যে সকল রমণী

বঙ্গগৃহের ভূষণস্বরূপা,

তাঁহাদের প্রীতির জন্য

এই গ্রন্থ খানি

সাদরে উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

ব্রহ্মচর্য্য প্রথম ভাগ, বিলাতের কুমারী মার্‌গারেট্ লন্‌স্‌ডেল্ প্রণীত 'ভগিনী ডোরার জীবন চরিত' অবলম্বনে লিখিত হইল।

ভগিনী ডোরার স্মরণার্থ তথায় একটী রোগী আশ্রম নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। কুমারী লন্‌স্‌ডেল্ যে জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত ব্যয় বাদে উক্ত পুস্তক হইতে প্রায় ১৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থ উক্ত আশ্রমেই ব্যয়িত হইবে। কুমারী লন্‌স্‌ডেল্ আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে এই সাধু অনুষ্ঠানে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

আমার শ্রদ্ধাভাজন ও সোদরসম স্নেহশীল কোন বন্ধু আদ্যোপান্ত দেখিয়া না দিলে আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

কলিকাতা
১লা আগষ্ট, ১৮৮৭

The Close.
LICHFIELD,
May 26th, 1887.

SIR,

Messrs-Chatto and Windus have referred your request to me—their interest in my book of "Sister Dora" is merely a publishing one, and the copyright belongs to me. I am very glad to give permission to you to publish a Bengali edition of my book and shall not require any direct pecuniary acknowledgment; but I venture to suggest to you that you should make a special effort to direct the attention of your Indian readers to the appeal, which I have made in the concluding chapter on behalf of the Memorial Convalescent Home. Many of your readers will have the power and perhaps also the desire to respond liberally to that appeal, and I need not add the pleasure which it would give me to know that women of Indian nationality join with their English sisters in doing honor to Sister Dora's memorial.

* * * * * Will youkindly send me one or two copies of your book, as soon as it is published, as I have some AngloIndian friends in this country who will like to see it.

I am, Sir,
Your's faithfully
(Sd.) L. MARGARET LONSDALE.

ছু ২১৭

ব্রহ্মচর্য্য।

ভগিনী ডোরা।

জন্মবিবরণ ও বাল্যাবস্থা।

১৮৩২—১৮৫২।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি, ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কসায়ার-ভুক্ত হক্রোয়েল নামক গ্রামে, ডোরোথী উইণ্ডলো পাটিসনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মার্ক পাটিসন। মার্ক পাটিসন বহুকাল ধরিয়া হক্রোয়েল গ্রামের যাজকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ডোরোথী পিতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ তনয়া। মার্ক পাটিসনের দশটী কন্যা এবং দুইটী পুত্র হয়; সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান দুইটী পুত্র। সুতরাং ডোরোথী পিতার দশম কন্যা। ডোরোথী আপন জননীর ন্যায় খুব সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁহার শরীরের গঠন তদীয় পিতার ন্যায় সুদৃঢ় ও সুঠাম ছিল। ফলতঃ শরীরের গঠন ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে তিনি সর্ব্বাবয়বসম্পন্না ছিলেন।

ডোরোথী যে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তদীয় চরিত্রের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। হক্রো-

য়েল গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র এবং একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের এক পার্শ্বে অবস্থিত। পর্ব্বতের এই পার্শ্বভূমি হইতে দক্ষিণে বহুদূর বিল ও জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রামে সর্ব্বসমেত দুই তিন শত অধিবাসী। মার্ক পাটিসনের বাসগৃহটী ক্ষুদ্র—একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আশ্রম তুল্য; উপাসনালয় হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। স্থানটী চারিদিকে ঘন তরুলতা বেষ্টিত। এই স্থানে নগরের কোলাহল নাই; চারিদিকে শান্তি ও নিস্তব্ধতা চির-বিরাজ করিতেছে। আবার বর্ষার সময় যখন চারিদিকের বিল খাল পূরিয়া যায়—পর্ব্বত হইতে যখন চারিধার বহিয়া জলের স্রোত প্রবাহিত হয়—তখনকার দৃশ্য আরও গম্ভীর ও ভয়াবহ। ডোরোথী যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই ধীরে ধীরে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

শরীর সুদৃঢ় হইলেও ডোরোথী বাল্যকালে বড়ই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বড় ভগিনীরা অতি যত্নের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা না করিলে তাঁহার জীবন অত্যন্ত ক্লেশকর হইত। ডোরোথীর সহোদরাগণ তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন।

এই উৎকট রোগের সময় বুকে রাখিয়া ভগিনীর সেবা করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডোরোথা বহুকাল রোগ ভোগ করিয়া এক দিনের জন্যও আপন সহোদরাগণের উপর ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হইতেন না। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, ক্রমাগত রোগ ভোগ করিয়া অনেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আপন চিত্তের শান্তি ও স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলেন। একটু ক্রটী হইলেই ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; এমন কি রোগীর এই অবস্থায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার নিকটে জোরে কথা কহিতেও সাহস করেন না। কিন্তু বালিকা ডোরোথীর চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ক্রমাগত উৎকট রোগ ভোগ করিয়া ক্রমশই সহিষ্ণু ও ধীর হইয়া উঠিলেন। শান্তভাবে রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিখিলেন; তাঁহার চরিত্র সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাবীজীবনে সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে তাঁহাকে যে কঠিন পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। তাহারই সূচনাস্বরূপ যেন ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাকে এই রোগ এবং রোগ হইতে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ডোরোথী একদিকে এইরূপ শান্ত ও ধীর হইলেও দুষ্ট বালকের ন্যায় সময়ে সময়ে বড়ই উৎপাত করিতেন! বাল্যকালে

তাঁহার শরীর এইরূপ অসুস্থ ছিল বলিয়া তাঁহাকে রীতিমত পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি এমন প্রখর ছিল যে, কোন বিষয় শ্রবণ মাত্র তাহা শিখিয়া ফেলিতেন। এইরূপে তিনি রীতি-পূর্ব্বক শিক্ষা না পাইলেও প্রতিদিনের ঘটনাবলী হইতে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ডোরোথী সকল বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি যাহা কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন, তৎসমস্তই বিশেষ করিয়া অনু-সন্ধান করিতেন এবং অনুসন্ধান করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতেন, অতি যত্নের সহিত তাহা হৃদয়ে পূরিয়া রাখি-তেন। তাঁহার বড় একটী চমৎকার অভ্যাস ছিল; তিনি সমস্ত বিষয়েরই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যস্ত হইতেন। ঠিক্ হউক আর না হউক, তিনি প্রত্যেক ঘটনার একটা না একটা মীমাংসা করিতেন; কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না; তাঁহার মস্তিষ্ক কোন না কোন বিষয়ের বিচারে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত।

ডোরোথী ক্রমে একটী শান্ত, সুবোধ, সুশীল ও নিঃস্বার্থপ্রকৃতি বালিকা হইয়া উঠিলেন। একদিকে

ডোরোথীর প্রকৃতি এইরূপ কোমল হইলেও তাঁহার মনের তেজ ও সংকল্পের দৃঢ়তা অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি যখন কোনও কার্য্য করিবেন বলিয়া একবার মনে মনে সংকল্প করিতেন, সহস্র বাধা বিঘ্ন আসিলেও তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। কোন কারণে যদিও প্রথম প্রথম বিফল মনোরথ হইতেন বা সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ না পাইতেন, তাহা হইলেও অন্তরে অন্তরে তাহা পুষিয়া রাখিতেন এবং পুনরায় সুযোগ আসিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, ছোট ছোট বালক বালিকারা কোনও কাজ করিতে বা কোন দ্রব্য পাইতে যদি বাধা পায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া ফেলে; আমরা বলি 'রোদনই বালকের বল।' কিন্তু ডোরোথী কি করিতেন? তিনি কোনও কাজে বাধা পাইলে বা কোনও দ্রব্য চাহিয়া না পাইলে, কাঁদা দূরে থাকুক, মনে মনে যাহাতে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তজ্জন্য আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতেন।

একবার এক রবিবারে তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও তাঁহার ভগিনীকে তাহাদের পছন্দমত খুব ভাল টুপী না পরাইয়া উপাসনালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। পছন্দমত

টুপী না পাইয়া দুই ভগিনীতে যার পর নাই অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন ; সে প্রকার টুপী পরিয়া যাইবেন না বলিয়া কত রাগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল না। অগত্যা তাঁহাদিগকে সেই টুপী পরিয়াই যাইতে হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ডোরোথী একদিকে শান্তস্বভাব হইলেও বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপলতা একবারে যে তাঁহার ছিল না, এমন নয়। সময়ে সময়ে এই চাপল্য-প্রযুক্ত তাঁহার মনে এমন ভয়ানক জেদ উপস্থিত হইত যে, তাহা সংসাধন জন্য তিনি সর্ব্বদাই উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এখনও তাই মাতাকে জব্দ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিন ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে, জননীও বাড়ীতে নাই ; এই সুযোগে ডোরোথী দৌড়িয়া ভগিনীর নিকট গিয়া বলিলেন, "এস আমরা এই বেলা টুপীর দফা শেষ করি !" এই বলিয়া মাথায় টুপী পরিয়া জানালা দিয়া বৃষ্টিতে মাথা পাতিয়া রাখিলেন, আর টুপীগুলি যখন জলে উত্তমরূপে ভিজিয়া গেল, তখন আস্তে আস্তে সেগুলিকে বাক্সর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এদিকে জননীর শাসনও কম ছিল না ! তিনি তার পর এক রবিবার নয় কয়েক

রবিবার ধরিয়া কন্যাদিগকে সেই পচা টুপী পরাইয়া উপাসনা স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। ডোরোথার শরীর সর্ব্বদাই রুগ্ন ও অসুস্থ হইত বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া জননী তাঁহাকে আদর দিয়া তাঁহার পরকাল নষ্ট করেন নাই। মাতার কঠিন শাসনে থাকিয়া ডোরোথী ভাল পথে রক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তাঁহার এক কঠিন পীড়া হয়। তিনি কয়েক মাস ধরিয়া এই রোগ ভোগ করিয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষার পর রোগ হইতে মুক্ত হইলেন এবং এই আরোগ্যের পর হইতে ক্রমশই তাঁহার শরীর সারিয়া উঠিতে লাগিল।

ডোরোথীর শরীর এখন আস্তে আস্তে সুস্থ হইতে লাগিল; মন এখন শান্তভাবে জীবনের কথা ভাবিতে সমর্থ হইল। ভাবী জীবনে তিনি যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন তাহার দিকে অন্ততঃ একটু মনের গতি যাইবার কথা। কিন্তু এখনও ডোরোথীর মনে রোগীর সেবা করিবার ঝোঁক দেখা যায় না।

রোগীর সেবার দিকে বিশেষ আগ্রহ না জন্মাইলেও পাটিসন তনয়ারা আর একটী সুন্দর কার্য্যে ব্রতী হইলেন। দরিদ্রদিগের জন্য তাঁহাদের কোমল প্রাণে ব্যথা

উপস্থিত হইল। তাঁহারা প্রায়ই দুইটী সহোদরায় একত্রিত হইয়া কিছু না কিছু খাবার জিনিস ডালায় পূরিয়া গ্রামস্থ দরিদ্রদিগের বাড়ী বাড়ী দিয়া আসিতেন। এই কার্য্যেও ডোরোথী যে অপরাপর ভগিনীগণ অপেক্ষা বেশী কিছু সহৃদয়তা, উৎসাহ বা আগ্রহ দেখাইতেন, তাহা নহে। ফলতঃ, ডোরোথী যে জন্য জগতে এত প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার যে অসাধারণ সদ্‌গুণে জগৎ বিমোহিত হইতেছে, বাল্যকালে তাহার কোনও পরিচয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পাটিসন পরিবার যে মুক্তহস্ততা ও উদারতার জন্য বহুকাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আসিয়াছিল, পাটিসন তনয়াগণ সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে সেই সমুদায় সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে কেবল খুবই সহৃদয় ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু কি ধনী, কি দুঃখী যে কেহ তাঁহাদের আলয়ে আসিত, সকলকেই তাঁহারা অতি যত্নের সহিত পান ভোজন ও সর্ব্বোপরি মিষ্টভাব দ্বারা সুখী ও সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহাদের গৃহে যথার্থ সুখ অথবা সুখের উপাদানের অভাব ছিল না। ডোরোথী ও তাঁহাদের সহোদরাগণ সর্ব্বদাই দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করিতেন। আপনাদের পুরাতন ও ছিন্ন বস্ত্রগুলি

যত্নপূর্ব্বক গুছাইয়া সেলাই করিয়া ও তালি দিয়া পরিধান করিতেন, আর কাপড় না কিনিয়া কাপড়ের দামে দরিদ্রদিগকে তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিষ কিনিয়া দিতেন! জগতের কয়টী পরিবারের তনয়ারা এতদূর পরদুঃখকাতর! সংসারের দুই আনা পরিবারের বালিকারা যদি দীন দরিদ্রের প্রতি এইরূপ সদয় হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক কষ্ট হ্রাস হইত! কিন্তু মানুষ এমনই স্বার্থপর যে, অপরের জন্য নিজের একটু পানের চুণ কম করিতে চায় না! এই খানেই এই দেবকন্যাদিগের গুণের শেষ নহে। দুঃখীর জন্য তাঁহাদিগের প্রাণ এতদূর কাতর হইত যে, তাঁহারা বহুদিন আপনাদের আহারীয়—আপনাদের মুখের গ্রাস ক্ষুধার্ত্তকে প্রদান করিয়া অনাহারে বা অল্পাহারে সন্তুষ্ট হইতেন! তাঁহারা বলিতেন, "নিজকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে না দিলে প্রাণে তেমন সুখ হয় না!" তাঁহারা আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সতত অপরের জন্য সমস্ত দ্রব্য ও অর্থ অর্পণ করাকেই জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেন এবং ইহাতেই তাঁহাদের প্রচুর সুখ ও আনন্দ হইত। তাঁহারা শরীর মনের শক্তি দ্বারা, সদুপদেশ

দ্বারা, এবং সর্ব্বোপরি স্নেহ ও ভালবাসা দ্বারা সকলের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। লোকসাধারণও পাটিসন তনয়াদিগের সদ্ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের জন্য সর্ব্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিত। কি সুন্দর ছবি! পরমেশ্বর মানব-হৃদয়ে যে প্রেম প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি রমণীয় সামগ্রী! কোমল-হৃদয়া পবিত্র-প্রাণা বালিকা ডোরোথী সেই স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন।

ডোরোথী স্নেহ দ্বারা অপরকে কেমন করিয়া মুগ্ধ করিতেন, সে বিষয়ের একটী বর্ণনা আছে। ডোরোথী একবার দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার একটী অত্যন্ত প্রিয় ও স্নেহাস্পদ বালক বাত-জ্বরে পীড়িত হয়। বালকটী হুক্সোয়েল বিদ্যালয়ে পড়িত এবং ডোরোথীর বড়ই অনুরক্ত ছিল। বালক রোগ-শয্যায় পড়িয়া একটীবার "কুমারী ডোরাকে" দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র হইতে লাগিল যে, ক্রমে তাহার রোগ যতই বাড়িতে লাগিল, আর যতই ডোরোথীর বাড়ী আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, বালক "কুমারী ডোরা", "কুমারী ডোরা" করিয়া ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বালকের নিতান্ত ইচ্ছা যে, অন্ততঃ একটীবার

ডোরোথীকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ যেন আরও দুদিন বাঁচিয়া থাকে! অবশেষে যে দিন তাঁহার আগমনের সংবাদ পাওয়া গেল, সে দিন বালক উঠিয়া বালিস ঠেস দিয়া শয্যায় বসিয়া ডোরোথীর জন্য পথ চাহিয়া রহিল এবং অপর কেহ তাঁহার গাড়ীর শব্দ শুনিবার অগ্রে "ঐ তিনি আস্চেন! ঐ কুমারী ডোরা"। বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ক্লান্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল! কোমলহৃদয়া ডোরোথী, সন্তানবৎসলা জননীর ন্যায় তদ্দণ্ডেই বালকের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং মরণ পর্য্যন্ত বালকের সেবায় রত রহিলেন!

উপরের ঘটনায় কেহ এমন মনে করিবেন না যে, রোগীর সেবায় ব্রতী হইবার ডোরোথীর জীবনে এই প্রারম্ভ। কেননা আমরা তাঁহার জীবনে অনেক দিন পর্য্যন্ত এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখিতে পাইতেছি না। বালকটীকে ভাল বাসিতেন তাই তাহার জন্য একটু খাটিয়াছিলেন, এইমাত্র; নতুবা এখনও রোগীর সেবা করিবেন বলিয়া তাঁহার মনের একটা কোন ঝোঁকের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়ে ডোরোথী কিছুদিন সঙ্গীত-চর্চ্চায় বড়ই মন দেন।

হক্সোয়েল উপাসনালয়ের সঙ্গীতের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং খুব উৎসাহের সহিত সুমিষ্ট ও সুস্বর ধর্ম্মসঙ্গীত দ্বারা উপাসকদিগের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

ডোরোথীর শরীর যখন ক্রমে বলিষ্ঠ হইতে লাগিল, তখন তিনি অশ্বারোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি একজন খুব ভাল সাহসী ঘোড়সওয়ার হইয়া উঠিলেন। পরিষ্কার বায়ুতে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অশ্বারোহণে বেড়াইতে লাগিলেন,—শরীরের স্বাস্থ্য-জনক আরও কত প্রকার ব্যায়াম করিতে লাগিলেন, এবং অচিরেই তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই খুব দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই সকল পুরুষোচিত ব্যায়ামে নিযুক্ত হইয়া তিনি বেশ চালাক চতুর হইয়া উঠিলেন; চরিত্রে স্বাধীনতার বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি সাহসী শিকারীর ন্যায় কুকুর সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে যাইতেন। শিকারে তিনি অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। এতদ্ভিন্ন দৌড়াদৌড়ি লাফা-লাফিতেও খুব পাকা হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও পুরুষের ন্যায় খুব সবল ও সাহসী হইয়া উঠিলেন।

ডোরোথীর বয়স যখন কুড়ি বৎসর হইল, তখন তিনি আর বাল্যকালের ন্যায় রোগা রহিলেন না, কিন্তু খুব শক্ত, সমর্থ ও সুস্থকায় স্ত্রীলোক হইয়া উঠিলেন। কি কার্য্য, কি ক্রীড়া সকল বিষয়েই তাঁহার খুব উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল। এখন আর অলস হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না, এক মুহূর্ত্ত হাতে কাজ না থাকিলে ডোরোথীর প্রাণ যেন ছট্ ফট করিতে থাকে,—কিছুই ভাল লাগে না।

ডোরোথী এই সময় হইতে আপনাকে ডোরা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ডোরা সর্ব্বদা হাসি বিদ্রূপ করিতে বড়ই পটু হইলেন; সকল বিষয় লইয়াই তিনি লোককে হাসাইতে সক্ষম হইতেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ডোরার হাসি যেন এখনও তাঁহার কাণে বাজিতেছে! কিন্তু এই সকলের মধ্যেও এখন হইতে তাঁহার অন্তরে ভাবী জীবনের চিন্তা আরম্ভ হইল। তিনি যে বাল্যকালে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই তাহার জন্য এখন মনে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল, সংসারের বিষয় এখন তাঁহার নিকট কল্পনার বস্তু হইয়া পড়িল। নিশ্চিন্ত মনে প্রথম বয়স কাটাইয়া দিয়াছেন; এখন

আর বালিকা নহেন; মানবজীবনের দায়িত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন; সুতরাং সংসারে কোন্ পথে চলিবেন, তাহারই চিন্তা ডোরোথীর প্রাণকে এখন গভীররূপে আন্দোলিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ডোরোথী আপন জননীর ন্যায় খুব সুন্দরী ও পিতার ন্যায় দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। এখন আবার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে ডোরার আকার সুদীর্ঘ, ললাট প্রশস্ত ও বাহু যুগল সুগোল ও সুদৃঢ় হইল। ফলতঃ, তিনি একজন পরম রূপবতী স্ত্রীলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সুন্দর ও সুমিষ্ট প্রকৃতি সকলের প্রশংসা ও অনুরাগ লাভ করিতে লাগিল। তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেমন লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত, তেমনি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া, তাঁহার সহৃদয়তা ও পরদুঃখকার্তরতা দেখিয়া লোকে তাঁহার খুবই গুণানুরাগী হইয়া পড়িল। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রসন্নতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইত। দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে ডোরা কখনই কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। পরের জন্য খাটিতে তিনি এত ভাল বাসিতেন যে, আপনার ক্ষতি করিয়া পরের সুখ সাধন করিতে না পারিলে তাঁহার

চিত্ত কখনই তৃপ্ত হইত না। ডোরোথী এই সকল সদ্‌-গুণের আধার হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংসার প্রবেশ।

১৮৬১—১৮৬৭

কুড়ি বৎসর বয়সের পরও ডোরোথী মনোমত কার্য্য না পাইয়া বাধ্য হইয়া আরও নয় বৎসর কাল পিতৃ-গৃহে উদ্বিগ্নমনে বাস করিতে লাগিলেন; সুতরাং কুড়ি হইতে উনত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে আর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ডোরোথী পল্লীতে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ই শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে বা ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু তিনি এখন জীবনের পথে পদার্পণ করিবার জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; জীবনের এই বিষম নিষ্ক্রিয়ভাব এখন আর তাঁহার নিকট ভাল লাগিত না। তাঁহার মন যখন এইরূপে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছে, সেই সময়ে একদিন হঠাৎ জানিতে পারিলেন যে, কুমারী নাইটিঙ্গেল কতকগুলি রমণীকে

সঙ্গে লইয়া ক্রীমিয়ার সমর-ক্ষেত্রে যাইয়া আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ডোরোথীর নির্ভীকচিত্ত উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি কুমারী নাইটিঙ্গেলের অধীনে গিয়া আহত সৈনিকদিগের পরিচর্য্যা করিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ আপন পিতার নিকট এই মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং তিনি যাহাতে তাঁহাকে তথায় যাইতে অনুমতি করেন, বিশেষ বিনীত ভাবে তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ ও বহুদর্শী পিতা তনয়াকে সে সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন। পিতার নিষেধ করিবার আর কোনও কারণ ছিল না; তিনি ভাবিলেন, ভীষণ সমরক্ষেত্রে গিয়া আহতদিগের সেবা করা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ—ডোরার এতদুভয়ের কিছুই ছিল না। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া ডোরার দ্বারা বিশেষ সাহায্য না হইয়া অপর রমণীগণের বরং আরও অধিকতর বিপদে জড়িত হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য পিতা বলিলেন, “মা, তোমার এখনও এরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইবার সময় হয় নাই; তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তুমি বাড়ীতে

থাকিয়াই কত ভাল ভাল কাজ করিতে পার।” ডোরা পিতার এই নিষেধ বাক্যের উপর আর কথা কহিতে পারিলেন না। মনে মনে বড়ই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন, এবং নিরাশা আসিয়া অল্পে অল্পে তাঁহার হৃদয়কে ঢাকিতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার দ্বারা সংসারের কোন কার্য্যই হইবে না। এই বিস্তীর্ণ সংসারে তিনি যেন নীরবে আসিয়া নীরবে চলিয়া যাইবেন। উৎসাহপূর্ণ কার্য্যক্ষম মানব হৃদয়ের পক্ষে এচিন্তা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। ডোরোথী এই ভাবনায় অতিশয় অধীর হইয়া যারপরনাই মনের ক্লেশে ও দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অন্তরে এইরূপ ভাবনা প্রবল থাকিলেও ডোরা একদিনের জন্যও আপন পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করেন নাই। তাঁহার জননী চিররোগী ছিলেন। ডোরা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা প্রাণপণে মাতার সেবা করিতেন। ক্রমে ক্রমে ডোরোথী গৃহের শোভা ও পিতার অতি আদরের সামগ্রী হইতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে যেমন ভাল বাসিতেন, তাঁহার দুই সহোদরাও তাঁহাকে তেমনি স্নেহ করিতেন। কখনও কখনও ডোরা আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত, স্কুলের অবসর কালে,

দীর্ঘকাল একত্র বাস করিতেন এবং তাঁহার কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। ডোরা এইরূপে দাদার সহ-বাসে থাকিয়া তাঁহার সহিত ভাল বিষয়ের কথা-বার্ত্তায় ও সদালোচনায় বিশেষ উপকার লাভ করিতেন।

ডোরা একবার এই প্রকার দাদার নিকটে গিয়া বাস করিতেছেন; তাঁহার অসুস্থ মনটা বাড়ীতে পড়িয়া আছে; এই অবস্থায় হঠাৎ তিনি উপরি উপরি দুই রাত্রি মাকে স্বপ্নে দেখিলেন। ডোরা তখন কয়েকদিন মাতার কোনও সংবাদ পান নাই,সুতরাং স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। তিনি বাড়ীর চিঠি পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে যখন বাড়ী হইতে পত্র আসিল, তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার জননীর কঠিন রোগ জন্মিয়াছে। ডোরা অবিলম্বে গৃহে গমন করিলেন এবং গিয়া দেখিলেন যে, মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান! ডোরা বাড়ী পৌঁছিবার অল্পদিন পরেই জননী পরলোক গমন করিলেন!

জননীর মৃত্যুর পর ডোরার প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল! এতদিন তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ ধীর ভাবে সময় কাটাইতেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার

মৃত্যু হওয়ায় ডোরার গৃহের বন্ধন যেন ছিঁড়িয়া গেল! তিনি 'কাজ' 'কাজ' করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

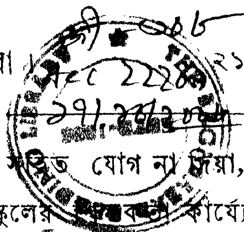
এই সময় ডোরা একবার রেড্কার নগরে বেড়াইতে যান। তথায় এক ভগিনী সম্প্রদায়ের কতকগুলি রমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। এই রমণীগণ রোগীর সেবা ও অন্য বহুপ্রকারের পরসেবারূপ সুমহৎ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের ভিতর নানা স্থানে ইঁহারা এই সকল কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সরলস্বভাবা ডোরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা! ইঁহারা কেমন মনের সাধে কাজ করিতেছেন! জগতে পরসেবার তুল্য কি আর কাজ আছে? ইঁহারাই ধন্য! আমারও ইচ্ছা হয় ইঁহাদের মত হই!"

এই প্রকার চিন্তা হৃদয়ে লইয়া নিশ্চিন্ত ও অলসভাবে গৃহবাস করা ডোরার পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। তিনি একবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে গৃহে রাখা পিতার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। ডোরা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বাহির হন, পিতার তেমন ইচ্ছা ছিল না সুতরাং তিনি অতি সাবধানে কন্যাকে এই সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কন্যার এই বয়সে ইচ্ছার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে

অভীপ্সিত পথ হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া রাখা পিতার যে কর্ত্তব্য নহে—মার্ক পাটিসন্ তাহা অতি উত্তমরূপ জানিতেন; এই জন্যই অতি সাবধানে পথের বিপদগুলি একটী একটী করিয়া ডোরার চক্ষের সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ডোরা বিপদগুলি বুঝিতে পারিয়া এই গুরুতর সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডোরার প্রাণ তখন স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। সংসারের বিলাসিতায় তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। পিতার স্নেহসূচক উপদেশও তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল না। ডোরা সংসারে বৃথা জীবন যাপন করিতে চাহিলেন না।

অবশেষে ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৮৬১ সালের অক্টোবর মাসে ডোরা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। আজ ডোরার জীবনের এক নূতন দিন! তাঁহার রূপ ছিল, গৃহিণী হইবার মত সদ্‌গুণ তাঁহার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি সে পথ চাহিলেন না! সংসারে একটা কিছু কাজ করিতে হইবে! তিনি সংসারের একজন মানুষ, সুতরাং বৃথা জীবন কাটাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। পরসেবায় জীবন নিয়োগ করিতে হইবে, এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি পিতার ভবন পরিত্যাগ করিলেন।





কিন্তু প্রথমে [illegible] সম্প্রদায়ের সহিত যোগ না দিয়া, উল্‌স্টন্ নাম[illegible]ক, গ্রাম্য স্কুলের [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি এই কার্য্যে অতি সামান্য বেতন পাইতেন, এবং তাঁহার পিতাও তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ দিতেন। এইরূপে অতি সামান্য ভাবে সামান্য অর্থ দ্বারা তাঁহার দিনপাত হইতে লাগিল। ডোরা চির-কালই ভোগবিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে বড়ই বিরক্ত ছিলেন। তিনি অতি কষ্টে ও দীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং তাহাতে গৌরব মনে করিতেন। তিনি অতি সুখের সহিত তিন বৎসর কাল উল্‌স্টনে বাস করিলেন। তাঁহার অন্তরে যে সংগ্রামই থাকুক না কেন, বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। অতি সুখ্যাতির সহিত শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া, তিনি উল্‌স্টনে সুনাম উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেন; চাকর বাকর কেহই ছিল না; সমস্ত কাজ স্বহস্তে করি-তেন। ডোরা যখন প্রথম উল্‌স্টনে আসিয়াছিলেন, তখন স্কুলের শিক্ষকতা ভিন্ন অপর কোন কাজ করিতেন না। কিন্তু উল্‌স্টন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা

তাঁহাকে শীঘ্রই চিনিয়া লইল ; সকলেই বলিতে লাগিল "ভগিনী নিশ্চয়ই একজন অতি শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী।" হক্সোয়েলে অবস্থিতি কালে লোকে তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিত, এখানেও তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার সৎস্বভাব ও সুমিষ্ট প্রকৃতি দর্শন করিয়া সকলে অতিশয় প্রীত ও মুগ্ধ হইল। এখানে ক্রমেই তাঁহার সদ্‌গুণরাশির বিকাশ হইতে লাগিল। লোকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্পণ করিতে লাগিল। তিনি দূরে থাকিয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হন ; সুতরাং স্থানীয় লোকেরা তাঁহার বিষয় কিছুই জানিত না। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত স্থানে আসিয়া নিজের গুণে কিছুকালের মধ্যেই লোকের অনুরাগ কুড়াইয়া ফেলিলেন।

ডোরা যখন কথা কহিতেন, বা গল্প করিতেন, লোকে অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। ছোট ছোট শিশু সন্তানেরা তাঁহার ভালবাসায় একবারে ভুলিয়া গেল ; তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিবার সময় তাহাদের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের কর্ণে শুনিতেন। এরূপ শক্তি লাভ করা বড় সাধারণ কথা নহে ; কিন্তু ডোরার এবিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যাইত।

সরলহৃদয়া ডোরা ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের সহিত যখন ক্রীড়া কৌতুক করিতেন, তখন তিনি ঠিক্ যেন একটী শিশু হইয়া যাইতেন; কখনও হয়ত শিশুর মত লাফালাফি বা দৌড়াদৌড়ি করিতেন, কখনও বা হয়ত একটী গাধার ডাক শুনিয়া ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে করতালি দিতেন, কখনও বা একটী ফুল দেখিয়া পাগলের মত ছুটিয়া তাহা তুলিতে যাইতেন। ফলতঃ ক্ষুদ্র ও সামান্য বিষয়ের সহিত তাঁহার হৃদয়ের শিশু সুলভ এক অতি বিচিত্র যোগ ছিল। বিদ্যালয়ে ডোরা বালক বালিকাদিগের শিক্ষক; গৃহে তাহাদের ক্রীড়ার সঙ্গী—রোগ-শয্যায় তাহাদের নিত্য সেবিকা। ডোরার এইরূপ আচরণে অভিভাবকেরা তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং ডোরাও তাঁহাদের সঙ্গে যত্নের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেন। উল্‌স্টনবাসী দরিদ্র ও পীড়িত লোকেরাও ডোরার সাহায্য লাভ করিয়া পরম সুখী হইত। ফলতঃ ডোরার ভাবী জীবনের প্রথম বিকাশ উল্‌স্টনেই প্রথম আরম্ভ হয়।

ডোরা একাকী আপন কুটীরে বাস করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার ভৃত্যাদি কিছুই ছিল না,

তিনি স্বহস্তে ভৃত্যের কাজ করিতেন। পল্লীর লোকেরা তাঁহাকে এই ভাবে বাস করিতে দেখিয়া অবাক্ হইত। দরিদ্র উল্‌স্‌টনবাসীরা তাঁহাকে একজন প্রকৃত রাজকন্যা মনে করিয়াছিল; সুতরাং সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা হইয়া অথবা তদপেক্ষাও অধিক—রাজকুমারী হইয়া ডোরা যে কেমন করিয়া স্বহস্তে গৃহ মার্জ্জনাদি করিতেন, সরল কৃষকেরা তাহা ধারণা করিতে পারিত না।

নিকটবর্ত্তী পল্লীর জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী ডোরার আচরণে তাঁহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কিছু ধন সম্পত্তি ছিল; কিন্তু সন্তানাদি কিছুই না থাকাতে উক্ত ভদ্রলোক ডোরাকে আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার মানস করিয়াছিলেন। ডোরা উল্‌স্‌টন হইতে চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রতিবৎসর তাঁহাকে একশত করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন এবং বলিতেন "মা, তুমি ইহা পরোপকারার্থ দান স্বরূপ মনে না করিয়া ইচ্ছামত ব্যয় করিও।" ডোরা কিন্তু কদাচই তাহা শুনিতেন না। রীতিমত দান স্বীকার করিয়া উক্ত অর্থ তিনি দরিদ্র-দিগের সাহায্যার্থ বিতরণ করিয়া ফেলিতেন। ডোরা কখনও আপন আয় হইতে চারি আনার অধিক পয়সা

কাছে রাখিতেন না। চারি আনার অধিক যাহা বাঁচিত, অমনি তাহা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ডোরার শরীর পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িল। শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত তাঁহার শরীর অসুস্থ হইবার অপর কারণ থাকাও বিচিত্র নহে। পরসেবায় তাঁহার যত খাটা উচিত বলিয়া মনে করিতেন, অথবা তিনি আপন সবল শরীর মন লইয়া যেভাবে এই সুমহৎ ব্রতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন, সেভাবে খাটিবার সুযোগ না পাওয়াতে বোধ হয় তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন থাকিত। তিনি ভগিনী সম্প্রদায়ের ব্রত গ্রহণ করিবার অভিলাষ বোধ হয় সর্ব্বদাই মনে মনে পোষণ করিতেন। এতদুভয়ের যে কোন কারণেই হউক,ডোরার শরীর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

ডোরা এখনও সাবধান হইতে পারিলেন না; তিনি এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ক্রমে পাঁজরে ব্যথা হইল, তথাপি ডোরার পরিশ্রমের বিরাম নাই; তিনি এই অবস্থাতেও দিবসে স্কুলের কাজ, ও রজনীতে রোগীর বাড়ী গিয়া সারা রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। ওদিকে আবার উল্‌স্‌টনের যাজক মহাশয় ক্রমাগত তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম

করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। একেইত ডোরা কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাহার উপর যাজক মহাশয়ের উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া তিনি শরীরের স্বাস্থ্যের উপর সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ক্রমাগত খাটিয়া চলিলেন। কিন্তু শরীরের স্বাস্থ্য একবার ভাঙ্গিয়া পড়িলে শরীর আর কত দিন বয়। হঠাৎ এক দিন প্রাতে দেখা গেল, ডোরা শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছেন না—শরীর একেবারে অবসন্ন! চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন "পীড়া কঠিন! একটু শরীর সবল হইলেই স্থানান্তরে পাঠাইতে হইবে।" ক্রমে চিকিৎসাদি দ্বারা যখন তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইল, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য বিধানের নিমিত্ত তাঁহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত রেড্কার নামক স্থানে প্রেরণ করা হইল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ডোরা এই রেড্কারে গিয়াই ভগিনী সম্প্রদায়ের রমণীগণের সহিত প্রথম পরিচিত হন এবং তাঁহাদের জীবনের ব্রত দর্শন করিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। এখন আবার সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার অন্তরের পুরাতন চিন্তা জাগিয়া উঠিল। এবারে আর তিনি কোন বাধা মানিলেন না; ভগিনী সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হওয়াই স্থির করিলেন। স্কুলের

কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। উল্‌স্‌টনে গিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত দেখা শুনা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৪ সালের শেষ ভাগে ডোরা ভগিনী সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। তাঁহার পিতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নীরব রহিলেন; তিনি এবারে আর কোন মতামতই প্রকাশ করিলেন না। ডোরা পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিবার-বর্গের কেহই এই পথের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ভগিনী সম্প্রদায়ের সহিত ডোরা খুব মিশিয়া গেলেন। উল্‌স্‌টনের লোকেরা তাঁহার সদ্ভাবে যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখানেও তদ্রূপ সকলেই তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও ডোরার মনের ভাব এখানে অন্যরূপ। তিনি নিয়ত স্ত্রীলোকের সহবাসে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। এমন কি তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে, স্ত্রীজাতি শারীরিক ও মানসিক শক্তির চালনা করেন না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। তিনি মানব-জীবনের মূল্য বুঝিতেন। এই জন্য আপনার জীবনেরও মূল্য বুঝিতেন। তাঁহার অন্তরে আত্মমর্য্যাদার ভাব খুব প্রবল ছিল। ডোরার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরি-

হাস ও কৌতুক করিবার শক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার এবিষয়ে এমন অসাধারণ শক্তি ছিল যে, তিনি অতি আশ্চর্য্যরূপে সর্ব্বদাই সকলকে হাসাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রফুল্ল ভাবের মধ্যেও প্রাণের ভিতরে একটা ভাব বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সেই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তিনি যে কেবল কার্য্যের অনুরোধেই কার্য্য করিতেন তাহা নহে; প্রাণে যেন আর এক পীড়া আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিতে লাগিল এবং তিনিও সেই পীড়াকে চাপিয়া রাখিবার জন্য দ্বিগুণ বলের সহিত খাটিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা এই ভাবটাকে চাপিয়া রাখেন, কিন্তু হায়, সে চেষ্টা বৃথা হইল!

ডোরার ধর্ম্ম-বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছিল! উল্‌স্‌টনে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণের ধর্ম্মবিশ্বাস বড়ই আঘাত পাইয়াছিল। ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি চলিয়া গেল—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক তাঁহার নিকট আর দৈবশাস্ত্র বলিয়া প্রতীত হইল না। ডোরার অন্তর এই অবিশ্বাসের বিষময় দংশনে বহুকাল দগ্ধ হইয়াছিল! এতদ্ভিন্ন তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসার-

ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেন। ডোরার হৃদয়ে ইহাও এক গভীর সংগ্রাম।

ডোরা ভগিনী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া অবধি "ভগিনী ডোরা" নামে অভিহিত হইলেন। এই সম্প্রদায়ের রমণীগণকে সর্ব্বদাই কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হইত। নিজের ইচ্ছামত কেহ কোন কাজ করিতে পারিতেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন কর্ত্রী ছিলেন তাঁহারই আদেশানুসারে সকলকে চলিতে হইত। তিনি যখন যাহা বলিতেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিতে হইত। কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে গুরুর মত মান্য করাই ইঁহাদের প্রধান ব্রত। এই ব্রত গ্রহণে স্বীকৃত না হইলে কোন রমণীই ভগিনী সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারিতেন না। ফলতঃ যে সকল রমণী ভগিনী সম্প্রদায় ভুক্ত হইতেন,তাঁহাদের দুইটী গুণ না থাকিলেই হইত না,—অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্রি পরিশ্রম করিবার শক্তি এবং বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশ প্রতিপালনে সম্মতি। সুতরাং স্বাধীনপ্রকৃতি ডোরার পক্ষে এখন বড়ই গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইল।

এখন ডোরাকে যারপর নাই কঠোর শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে রাখা হইল। ডোরা আশ্রমের পরিচারিকা

হইলেন। তাঁহাকে বিছানা করিতে হইত, পাক করিতে হইত। এক দিন ডোরা শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এমন সময় জনৈক কর্তৃপক্ষ আসিয়া দেখিলেন যে, শয্যা ভাল করিয়া পাতা হয় নাই, অমনি তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তিনি সমস্ত বিছানা টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ডোরা অনেক পরিশ্রম করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং যথাসাধ্য ভাল করিয়াই করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ভোগবিলাসে বাসনা ছিল না, বেশী পারিপাট্য কিছুই তিনি বুঝিতেন না; সুতরাং ডোরা কর্তৃপক্ষের এই আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মনের দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রথম প্রথম তিনি এইরূপ কষ্টে পড়িয়া প্রায়ই ক্রন্দন করিতেন। কি করিবেন আবার বিছানা কুড়াইয়া লইয়া শয্যা প্রস্তুত করিতেন।

এইরূপে ভগিনী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রণালী ও আচরণে ডোরা অত্যন্ত অসুখের সহিত ভগিনীর কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যে কার্য্যে তাঁহার বিশেষ রুচি ছিল, উল্‌স্‌টনে অবস্থিতিকালে সে কার্য্যের যেমন সুযোগ ও সুবিধা ছিল, এখানে সেরূপ সুবিধা বা সুযোগ না পাইয়া, তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইতে

লাগিলেন। অবশেষে কিছু দিন পরে তিনি অর্ম্মস্‌বী রোগী-আশ্রমে প্রেরিত হইলেন। অর্ম্মস্‌বী আশ্রমে অধিক সংখ্যক রোগী না থাকিলেও ভগিনী ডোরা এখানে রীতিমত রোগীর সেবা করিতে সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এখানে ইঁহাকে কখনও একা আর কখনও বা অপর ভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতে হইত।

অর্ম্মস্‌বীতে গমন করিয়া কিছুদিন পরে উল্‌স্‌টনের জনৈক বন্ধুকে তিনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে বুঝা যায় এখনও উল্‌স্‌টনের দিকে তাঁহার প্রাণের কতখানি টান রহিয়াছিল; সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত বিষয়ের তিনি সংবাদ লইতেন।

১৮৬৩ সালের শেষভাগে দক্ষিণ ষ্টাফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত, বিখ্যাত বার্মিংহাম্‌ নগরের তিন ক্রোশ দূরে ওয়াল্‌সল্‌ নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র রোগী-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ওয়াল্‌সলে প্রায় ৩৫০০০ সহস্র লোকের বাস। এখানে বহুদূর বিস্তৃত কয়লা ও লৌহের খনি। এই সকল খনিতে সচরাচর লোক আহত হয় বলিয়াই এখানে এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালের প্রারম্ভেই ভগিনী ডোরা ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রমে

আহত শ্রমজীবীদিগের সেবা করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন।

এই স্থানটী অগ্রে অতি রমণীয় ছিল। চারিদিকে অতি সুন্দর বিজন অরণ্যরাজি বিরাজ করিত। আবার এই সকল অরণ্যরাজির মধ্যদিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নদী সকল প্রবাহিত হইত। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিজন অরণ্যও সজন নগরীতে পরিণত হয়। তাই এখন আর এখানে স্বভাবের সৌন্দর্য্য নাই; এখন লক্ষ লক্ষ লোক এই স্থানে খাটিতেছে। ভূগর্ভ হইতে রাশি রাশি কয়লা ও লৌহ উঠান হইতেছে।

আমাদের দেশে ঠিক্ ইহার সদৃশ দৃশ্য না থাকিলেও কতক পরিমাণে ইহার মত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে রেলপথে একশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী, হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত করহরবাড়ী নামক স্থানে প্রচুর কয়লা আছে। এখানে এই সকল কয়লা ভূগর্ভ হইতে বাহির করিবার জন্য অনেক দূর বিস্তৃত গভীর অরণ্য সকল পরিষ্কার করা হইয়াছে। যেখানে অগ্রে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয়ে মানুষ পথ চলিতে শঙ্কিত হইত, এখন সেখানে এই বাণিজ্যের প্রসাদে কেমন প্রশস্ত পথ

প্রস্তুত হইয়াছে। এখন লোকে স্বচ্ছন্দে এই সকল স্থানে স্বাস্থ্যলাভের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিয়া থাকে। এখানে প্রায় দশ পনর সহস্র লোক, প্রতিদিন ঘোর কোলাহল করিয়া পরিশ্রম করিতেছে।

এই সকল শ্রমজীবীদিগের অবস্থা বড়ই ভয়ানক! ইহারা যখন খনির মধ্যে কাজ করে, তখন ইহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হয়। ইহাদিগকে ভূগর্ভে বহু নিম্নে প্রবেশ করিয়া, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া এক একটী আলোকের সাহায্যে, ভীমবলে রাশি রাশি কয়লা কাটিতে হয়। এখানে বায়ুর চলাচল অতি সামান্য; এবং অন্ধকার এমনই ভয়ানক যে, যাঁহারা কয়লার খনি দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে সে অন্ধকারের বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। ইহাই একমাত্র বিপদের কারণ নহে। সময়ে সময়ে খনির ছাদ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। অবার কখনও কখনও খনির মধ্যে এমন এক প্রকার বাষ্প জমিয়া থাকে, যাহা অগ্নিসংস্পর্শে হঠাৎ মহাবেগে ও বজ্ররবে জ্বলিয়া উঠে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল খনিতে এই সমস্ত বিপদ সংঘটিত হয়, তথায় একবারে মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় সর্ব্বদাই কাহারও হাত ভাঙ্গিতেছে—

কাহারওবা পা ভাঙ্গিতেছে—শিকল ছিঁড়িয়া, পাথরের উপর পড়িয়া গিয়া, কাহারওবা মাথা ফাটিয়া যাইতেছে! এই প্রকারে খনির শ্রমজীবীরা প্রায়ই হত এবং আহত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রমজীবিগণের সাহায্যার্থই ওয়াল্‌সলে রোগীআশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের কার্য্য-ভার ভগিনী-সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হয়। ভগিনী ডোরা সেই জন্যই ভগিনীসম্প্রদায় কর্তৃক ওয়াল্‌সলে প্রেরিত হন।

এই সকল শ্রমজীবীর অবস্থা কিরূপ? আমাদের দেশের ইতর লোকের অবস্থার সহিত তুলনায় ইহাদিগের অর্থাৎ বিলাতের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা আরও ভয়ানক। আমাদের দেশে যখন খোলাভাটী ছিল না, তখন ইহাদের অবস্থা তত শোচনীয় ছিল না; কিন্তু খোলাভাটীর সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লোকের অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার অধিকাংশই সুরাপানে ব্যয় করে। স্ত্রী পরিজনেরা আহার ও বস্ত্র অভাবে অতি কষ্টে জীবন যাপন করে। ইহাদিগের নীতি ও চরিত্র অত্যন্ত দূষিত। কিন্তু তথাপি ইহাদের কাছে ধর্ম্মের কথা বলিলে, ইহারা কাণ পাতিয়া শুনে এবং উপদেশ

অনুসারে কাজ করুক আর নাই করুক, অনেক সময় ইহারা উপদেশ শুনিতে ভাল বাসে।

বিলাতের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। তাহারা প্রায় কোনও ধর্ম্মই মানে না। আমাদের দেশে এমন সম্প্রদায়ই নাই,যাহারা একটা না একটা ধর্ম্ম মানে না। আমাদের দেশের সকল জাতিরই দৈবশক্তিতে বিশ্বাস আছে। অতি বন্য ও বর্ব্বর সাঁওতাল জাতিও এমন সত্যবাদী যে, আমরাও তাহাদের নিকট এবিষয়ে অতি চমৎকার শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ইহারা প্রায়ই মিথ্যা কথা কহিতে জানে না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল সভ্যজাতি ও সভ্যলোকের সঙ্গে মিশিয়া, ইহারা ক্রমেই একটু একটু করিয়া এই সত্য ধর্ম্ম হারাইয়া ফেলিতেছে। তথাপি ইহাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত সত্যের বিশেষ আদর আছে।

আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর কোন কোন ইতর জাতি, নীতি সম্বন্ধে বিলাতের শ্রমজীবিগণ অপেক্ষা ভাল হইলেও,কি বিলাতে কি এদেশে,সর্ব্বত্রই শ্রমজীবীদিগের দুরবস্থার সীমা নাই। কিন্তু প্রভেদ এই যে, বিলাতের অনেক সহৃদয় মহাত্মা, এই নিম্নশ্রেণীর উদ্ধার কামনায়, প্রাণপণে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাহাদিগকে

জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার জন্য, বিলাতের এই সহৃদয় ও সদাশয় লোকদিগের দ্বারা নানা প্রকার উপায় ও আয়োজন হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ আয়োজনও নাই,এবং আয়োজনের কোন চেষ্টাও নাই। দেশের কত নিরক্ষর দরিদ্রলোক, কত প্রকারে ক্লেশ পাইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে? আমাদের দেশে এমন কত ধনীলোক আছেন, যাঁহারা এই সকল নিম্ন-শ্রেণীর উন্নতি কল্পে অনায়াসে প্রচুর অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া, জগতের ও আপনার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

আমরা বিষয়ান্তরে গিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু দরিদ্র-দিগের এই দুরবস্থা দর্শনে কোমলপ্রাণা ডোরার অন্তর ব্যথিত হইয়াছিল বলিয়াই, তিনি তাহাদের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; সুতরাং আমরা দরিদ্র-দিগের দুঃখের কথা একটু নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মৌখিক ভাল বাসায় মানুষকে ভুলান যায় না। বিশেষতঃ এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ভালবাসা না পাইলে কখনই বশীভূত হয় না। যদি ইহারা দেখিতে পায় যে, কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই ইহাদিগের

দুঃখে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতেছে; অথবা ইহাদিগের সুখের জন্য নিজের স্বার্থনাশ ও সুখ পরিত্যাগ করিতেছে, তাহা হইলে ইহারা সেই উপকারীর অনুগত না হইয়া থাকিতে পারে না। ভগিনী ডোরার চরিত্রে এই স্বর্গীয় গুণের অভাব ছিল না, তাই তিনি এই সকল লোকের বড়ই স্নেহ ও আদরের সামগ্রী হইয়াছিলেন।

ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রম যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তথায় চারিটীমাত্র রোগীর থাকিবার মত বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ক্রমেই রোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই চৌদ্দটী রোগীর থাকিবার মত বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগিনীসম্প্রদায়ের উপরই এই আশ্রমের সমস্ত ভার অর্পিত হয়। ভগিনী মেরী নাম্নী একটী রমণী, বিশেষ পরিশ্রম সহকারে এই আশ্রমের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল, সুতরাং তাঁহার স্থানে অপর ভগিনীর আসা আবশ্যক হইল। এই সময়েই ভগিনী ডোরা অর্ম্মস্‌বী আশ্রম হইতে এখানে প্রেরিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে আসিবার কিছুদিন পরেই ডোরা

বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে এই সময় একখানি স্বতন্ত্র ঘরে রাখা হয়। ডোরাকে স্বতন্ত্র গৃহে আবদ্ধ রাখাতে একটী বিপদ উপস্থিত হইল। প্রোটে-ষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে জনরব উঠিল যে, উক্ত গৃহে পূজার্থ মেরী মাতার প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। এই জনরবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দুষ্ট লোকে রোগী আশ্রমের জানালার ভিতর দিয়া ইট্ পাথর প্রভৃতি ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। আশ্রমবাসী লোকদিগের উপর আরও অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচার হইতে লাগিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ভগিনী ডোরা আরোগ্য লাভ করিলেন, এবং এই সমুদয় আপদের শান্তি হইয়া গেল।

জগতে দেবাসুরের সংগ্রাম সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই প্রকার মহৎ অনুষ্ঠানের উপরও কোন কোন লোকের বিরাগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ওয়াল্সল্ আশ্রম যাহাতে না থাকে,এজন্য কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু সাধু অনুষ্ঠানের সহায় স্বয়ং ভগবান। ভগিনী ডোরার সরল ও অমায়িক আচরণে ক্রমেই শত্রুগণও মিত্র হইয়া আসিল। ডোরার অকৃত্রিম সদ্ভাবে

অতিশয় মন্দ প্রকৃতির লোকও ক্রমে তাঁহার অনুগত হইয়া আসিতে লাগিল।

এই স্থানে একবার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠে, এবং ভদ্রলোকদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে। এই হাঙ্গামার সময়, একদিন সন্ধ্যার পর, ডোরা একাকী পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পথের অপর পার্শ্ব হইতে একটী ইতর বালক একখানি পাথর ছুড়িয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। পাথর লাগিয়া ডোরার কপাল কাটিয়া গেল। এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই, ঐ বালক কয়লা খাতে কাজ করিতে করিতে ভয়ানক আহত হইয়া চিকিৎসালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। বালক চিকিৎসালয়ে আসিবামাত্রই ডোরা তাহাকে চিনিতে পারেন। কিন্তু ডোরা তখন তাহাকে কিছুই না বলিয়া, অতিশয় যত্ন ও স্নেহের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে যখন সেই বালক সারিয়া উঠিতে লাগিল, তখন একদিন রাত্রিতে ডোরা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, বালকটী চুপে চুপে কাঁদিতেছে। ডোরা তখনও কোন কথা বলিলেন না। তারপর তিনি ধীরে ধীরে তাহার

মাথায় হাত দিবামাত্র সে কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিয়া ফেলিল, "ভগিনী! আমিই আপনাকে পাথর ছুড়িয়া মারিয়াছিলাম।" তখন ডোরা বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই? তুমি এখানে আসিবামাত্র আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম।" বালক ভগিনী ডোরার এই কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে যেরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিয়াও যে, তিনি এত যত্ন ও স্নেহের সহিত তাহার সেবা করিবেন, সে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সুতরাং ডোরা যে তাহার অসদাচরণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি এরূপ সদাচরণ করিলেন, ইহাতেই সে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া গেল।

১৮৬৫ সালের এপ্রেল মাসে, ডোরা ভগিনী সম্প্রদায়ের প্রধান আবাসস্থান, রেড্‌কারের নিকটবর্ত্তী কোয়াথামে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হইলেন। ডোরার বয়স এখন ৩৩ বৎসর। কিন্তু তাঁহার এমনই পুরুষোচিত স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, অপরাপর ভগিনীগণের মত শিষ্ট ও শান্ত হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে যেন এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন।

এক দিন ভগিনীদিগের আশ্রমের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাধা আনা হইল। গাধাটী দেখিতে অতি সুন্দর —দেখিলেই চাপিতে লোভ হয়; কিন্তু সে এমনি দুরন্ত যে, তাহার উপর চাপিলেই সে তৎক্ষণাৎ লাথি ছুঁড়িয়া তাহার পিঠ হইতে মানুষকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু ডোরার সাহস অতিশয় প্রবল। এই গাধা দেখিয়া, তাহার উপর চাপিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ হইল; তিনি দৌড়িয়া গিয়া সেই ভগিনীর পরিচ্ছদেই তাহার খালি পিঠের উপর চাপিলেন। গাধা ক্রমাগত লাফালাফি করিয়া ও লাথি ছুঁড়িয়া বহুকষ্টে ডোরাকে আপনার পিঠ হইতে ফেলিয়া দিল। ডোরা বিলক্ষণ আঘাত পাইলেন।

আমাদের চক্ষে এরূপ আচরণ আরও কেমন লাগে। স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, আমাদের মধ্যে কয়জন পুরুষে এমন সাহস করিয়া থাকেন? ডোরার আচরণ ও সাহস দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। পাছে আর আর ভগিনীরা এই বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার নিন্দা করেন, এই ভয়ে তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, অতি যত্নের সহিত তাহা গোপন রাখিলেন। ফলতঃ আশ্রমের অপর কেহ

এই ঘটনা জানিতে পারিলে ব্যাপার অতিশয় গুরুতর হইয়া উঠিত।

এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই জনৈক ভদ্রলোক, একটী উন্মাদরোগগ্রস্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যার জন্য কোয়াথাম্ আশ্রম হইতে একজন ভগিনী চাহিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে তাঁহার নিকট যে ভগিনী প্রেরিত হন, তাঁহার তাঁহাকে পছন্দ হয় না। অবশেষে তিনি স্বয়ং আশ্রমের মধ্যে নীত হইলেন। আশ্রমের ভিতর ভগিনীগণ যেখানে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, ভগিনী ডোরা মহা উৎসাহের সহিত রন্ধনশালায় পাক করিতেছেন। আর আর ভগিনীদিগের মধ্যে তিনি ডোরাকেই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ডোরা উক্ত স্থানে প্রেরিত হইলেন।

এই রোগীর বাসস্থান ভগিনী-আশ্রমের অতি নিকট। ডোরা রাত্রিকালে রোগীর নিকট থাকিয়া দিবসে পুনরায় আশ্রমে আসিয়া নিদ্রা যাইতেন। এই প্রকারে কিছুদিন সেবা শুশ্রূষার পর রোগীর অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল। রোগী ক্রমেই ধীর ও শান্ত হইতে লাগিল। ডোরা বৃদ্ধা রমণীকে ধীরে

ধীরে সুস্থ হইতে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। কিন্তু তিনি রোগীর সম্বন্ধে যেমন একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, অমনি হঠাৎ একদিন রাত্রিতে গৃহস্থ আত্মীয় স্বজন নিদ্রাভিভূত হইলে পর, বৃদ্ধা রমণী চুপে চুপে ডোরাকে বলিল "আমার বিছানার নীচে একটা বাক্স আছে বাহির করিয়া দাও।" ডোরা তৎক্ষণাৎ বাক্সটী বাহির করিয়া আনিলেন। বৃদ্ধা উন্মাদ হইলেও ডোরার আচরণে এতদূর প্রীত হইয়াছিল যে, আপনার বাক্স খুলিয়া তাহাতে যে সমস্ত বহুমূল্য হীরকাদি অলঙ্কার ছিল, সেই সমস্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। ডোরা সে সমস্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিল, "তুমি যদি আমার এই উপহার গ্রহণ না কর, আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব।" ডোরা কোন মতেই উপহার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সে রাত্রির ঘটনা এই রূপেই শেষ হইল।

কিন্তু বৃদ্ধার মনের ঝোঁক ডোরাকে রত্নাভরণগুলি প্রদান করিয়া সুখী হয়, সুতরাং কিছুতেই তাহার সে ঝোঁক গেল না। পরদিন রাত্রিতে ডোরা দেখিলেন বৃদ্ধা স্থির হইয়া নিদ্রা যাইতেছে; তখন তিনি অবসর পাইয়া

একটু নিশ্চিন্ত মনে, জানালার ধারে বসিয়া, উদাসভাবে নিশীথ রাত্রির গাম্ভীর্য্যে ডুবিয়া গিয়া, নক্ষত্রালোকে আলোকিত, শান্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে যাইতে না যাইতেই বৃদ্ধা শয্যা হইতে চুপে চুপে উঠিয়া, দক্ষিণ হস্তে একখানা প্রকাণ্ড ছুরি লইয়া, বামহস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ডোরার গলা ধরিল এবং বিকট মূর্ত্তিতে তাঁহার মাথার উপর ছুরি ঘুরাইতে লাগিল! ডোরা ভীত বা চকিত না হইয়া, ধীর ও শান্ত ভাবে, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, একটীও কথা বলিলেন না। তখন বৃদ্ধা বলিল, "আমি তোমাকে ভয় দেখাইতে পারি কি না, তাই দেখিতে ছিলাম!" এই বলিয়াই সে আপনা হইতে ডোরাকে ছাড়িয়া দিল এবং ছুরিখানি রাখিয়া দিল। বৃদ্ধা এই সময় হইতে আর একদিনও ডোরার সহিত এরূপ আচরণ করিত না, বরং তাঁহার প্রতি খুব স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিত। কিন্তু ডোরাকে মধ্যে মধ্যে উপহার গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত করিতে ক্ষান্ত হইত না। অবশেষে ডোরা যখন বুঝিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি উপহার গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা সুখী হয়, তখন তিনি তাহার চিত্তে শান্তি আনিবার জন্য, রাত্রিতে উপহার গ্রহণ করিতেন এবং

পরদিন প্রাতে, বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে তাহার আত্মীয়গণকে সমুদায় দ্রব্য ফিরাইয়া দিতেন।

ঐ বৎসরই অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের নবেম্বর মাসে, ডোরা পুনরায় ওয়াল্‌সল্‌ রোগী-আশ্রমে প্রেরিত হইলেন। ইহার পর মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে, কোন কোন রোগীর সেবা করিতে যাইতে হইলেও, তিনি এখন হইতে ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রমের রোগীর সেবায় অধিক সময় ও যত্নদানে অবসর পাইলেন। ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রমের সমুদয় কার্য্যভার এখনও ভগিনী ডোরার উপর অর্পিত হয় নাই; তাহার কারণ এই যে, ডোরা রোগী-আশ্রমের কার্য্যে এখনও তাদৃশ পরিপক্ক হন নাই; বিশেষতঃ ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রমের কার্য্য খুব গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহা অপেক্ষা অভিজ্ঞ জনৈক বৃদ্ধা ভগিনীর উপর এই আশ্রমের সমুদয় ভার দেওয়া হইল—ডোরা তাঁহার সহকারী স্বরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। রোগীর সেবা করিতে, রোগীর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাহার বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে, যে প্রকার প্রণালীতে কাজ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। ডোরার এতদুভয়ে সমধিক পরিপক্কতা না থাকিলেও নিজের বুদ্ধি

ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি এমন কাজ করিতে লাগিলেন যে, চিকিৎসকেরা তাঁহার কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কমিটীর সভ্যগণ তাঁহাকে ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রম হইতে স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। ডিসেম্বর মাসে ভগিনী-সম্প্রদায় হইতে যখন অনুমতি আসিল যে, ডোরাকে ওয়াল্‌সল্‌ পরিত্যাগ করিয়া মিডল্‌স্‌বর যাইতে হইবে, তখন কমিটীর সভ্যগণ ও চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "ভগিনী ডোরা ওয়াল্‌সল্‌ পরিত্যাগ করিলে আশ্রমের সমূহ ক্ষতি হইবে।" সুতরাং ডোরার আর কোথায়ও যাওয়া হইল না।

অবশেষে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ডোরাকে, ইংলণ্ডের দক্ষিণভাগে একটী রোগীর সেবা করিতে যাইবার জন্য আদেশ হইল। এই কার্য্যে ডোরাকে যদিও দিন কয়েকের জন্য পাঠান হইতেছিল, তথাপি তাঁহার উপর আশ্রমের চিকিৎসকের ও কমিটীর সভ্যগণের এতদূর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা এই জন্য দিন কয়েক মাত্রও ডোরাকে ছাড়িতে রাজি হইলেন না। তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমরা ডোরার মত উপযুক্ত ভগিনী আর পাইব না। সুতরাং তাঁহাকে আমরা

একদিনের জন্যও ছাড়িয়া দিতে পারিব না।” এই বিষয় লইয়া কোয়াথামের ভগিনী-আশ্রমের কর্তৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদ হইতে লাগিল। কিন্তু এবিষয় মীমাংসা হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল যে, ডোরার পিতার কঠিন পীড়া হইয়াছে—পীড়া আরোগ্য হওয়ার আশা নাই—তিনি ডোরাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। ডোরা শশব্যস্তে ভগিনী-আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে তারে সংবাদ দিয়া, তাঁহার পিতার শেষ দিনে, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য হক্সোয়েল যাইবার অনুমতি চাহিলেন। ডোরা তারযোগে সেই সংবাদ পাঠাইয়া অনুমতি পাইবার আশায় পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি যে উত্তর পাইলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল! উত্তর আসিল, “না তুমি বাড়ী যাইতে পাইবে না! এখনই তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ডিবনশায়ার চলিয়া যাও!”

ভগিনী ডোরা স্বয়ং যাচিয়া যে ব্রত মস্তকের উপর তুলিয়া লইয়াছিলেন, এই বিপদেও তাহা সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইতে ইচ্ছুক হইলেন না। স্বকৃত প্রভুগণের আদেশ মস্তকে লইয়া তিনি আদিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। ডোরা উক্ত স্থানে পৌঁছিবামাত্রই পিতার

স্বর্গারোহণের সংবাদ পাইলেন! যখন কর্ত্তৃপক্ষেরা শুনিলেন যে, ভগিনী ডোরার পিতার সত্য সত্যই মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাঁহারা তাঁহাকে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে যাইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু ডোরা ইহাতে সম্মত না হইয়া অতিশয় ব্যথিত হৃদয়ে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যখন জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দেন নাই, তখন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বাড়ী যাইতে ইচ্ছুক নহেন। ডোরার আত্মীয়গণ তাঁহাকে এই উপলক্ষে বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি গৃহে যাইতে সম্মত হইলেন না।

ডোরা ওয়াল্‌সলে ফিরিয়া আসিলেন। এবারে তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি অতিশয় নিশ্চেষ্টভাবে ওয়াল্‌সল্ চিকিৎসালয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। কাজ করিতে যেন আর ইচ্ছাই নাই! ভগিনী-সম্প্রদায়ের এই নির্দ্দয় আচরণে ডোরার অন্তর অতিশয় বিষণ্ণ হইল! তিনি যে পিতার অনুমতি না লইয়া, তাঁহার ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া ভগিনী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অন্তরে ক্ষণকালের জন্য ক্ষোভ উপস্থিত হইল। তিনি ক্রমেই দিন দিন

কোয়াথামের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন।

কিন্তু বুদ্ধিমতী ডোরা দেখিলেন যে, তিনি যদি একবার আপনার অন্তরকে এই বিষময় চিন্তার হস্তে অবাধে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। তিনি ভাবিলেন, অনবরত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবিরাম পরিশ্রম করাই, এই মানসিক চিন্তা ও মনঃপীড়া দমনের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ। এই অভিপ্রায়ে তিনি ওয়াল্‌সলে প্রত্যাগমন করিয়া, এই সকল ভাবনা ও চিন্তার পর, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। ওয়াল্‌সলের দরিদ্র প্রতিবেশিগণের প্রতি তাঁহার যে অতি গুরুতর কর্ত্তব্য ছিল, তিনি আপনার হৃদয়ের মর্ম্মপীড়া এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়া, তাহারই পশ্চাতে শরীর মন ছাড়িয়া দিলেন; দিন নাই, রাত্রি নাই, অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তাহাদের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "আমি লেখাপড়া শিখি নাই, অথচ এখন যে গুরুতর কার্য্যভার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা কেমন করিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব? অস্ত্র-চিকিৎসা না জানিয়া কেমন

করিয়া এই আশ্রমের উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক হইব?” ডোরার মনে এই চিন্তা উদয় হইবামাত্র তিনি অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অতি উত্তম বিষয়-জ্ঞান ছিল। সুতরাং তিনি অচিরেই সুবিজ্ঞ অস্ত্রচিকিৎসকের কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করিলেন। তিনি অতি সহজেই ক্ষত ও আহত স্থানের প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ হইলেন।

ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রমে রোগীর সংখ্যা দিন দিন খুবই বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসকগণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহারা অনবরত পরিশ্রম করিয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহারা ভগিনীদিগের নিকট হইতে সামান্য সামান্য চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য পাইবার আশায়, ডোরাকে বিশেষভাবে আহ্বান করিলেন। ডোরা তাঁহাদের উৎসাহ পাইয়া, অচিরকাল মধ্যেই অস্ত্র-চিকিৎসায় আরও পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন। এখন হইতে তিনি বিশেষভাবে চিকিৎসকের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অধ্যবসায় ও যত্নে কি না হইতে পারে? ডোরার অধ্যবসায় ও যত্নের ত্রুটি ছিল না; সুতরাং তিনি একজন বিলক্ষণ কার্য্যপটু ধাত্রী ও চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন।

স্ত্রীলোকের পক্ষে চিকিৎসালয়ে থাকিয়া রোগীর সেবা করা যে নিতান্ত সহজ কথা নহে, এ কথা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। স্ত্রীলোক কেন, আমরাই যদি কখনও কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসালয়ে গমন করি, এবং তথাকার রোগীদিগের দারুণ যন্ত্রণা ও তাহাদের ক্ষত বিক্ষত শরীর দর্শন করি, তাহা হইলে আমাদেরই প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠে—যেন মনে হয়,"এ দৃশ্য দেখিতে পারা যায় না!" সময়ে সময়ে আবার এমন সকল বিকটমূর্ত্তি রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে যে, তাহাদিগকে দেখিলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। এতদ্ভিন্ন কোন রোগীর পা কাটিতে হইতেছে, কাহারও হাত কাটিতে হইতেছে, কাহারও বা গলা কাটিতে হইতেছে! এই সকল আপাত-নিষ্ঠুর ব্যাপার দর্শন করিয়া অন্তরের ভাব কিরূপ হয়? এক ত এই সকল ব্যাপার চক্ষে দেখাই অত্যন্ত কষ্টকর—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে, তাহার উপর যদি আবার ক্রমাগত এই সকল দৃশ্য দেখা যায় এবং তাহার মধ্যে বাস করা যায়, তাহা হইলে মানবহৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির দশা কেমন হয়? এ প্রশ্ন অতি গুরুতর।

ডোরা যে রোগী-আশ্রমে থাকিতেন, তথায় অন-

বরতই আহত পুরুষ ও বালক দলে দলে চিকিৎসার জন্য আগমন করিত। তাঁহার পক্ষে এই সকল দৃশ্য দর্শন করা অত্যন্ত ক্লেশজনক হইলেও, একটী কারণে তিনি এই দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর একদিকে যেমন লোকের এই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইত, অপর দিকে তেমনি আবার তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এমন কষ্ট উপস্থিত হইত যে, তিনি তাহাদিগকে সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার জন্য, নিয়ত তাহাদিগের পরিচর্য্যা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। রোগীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে মনুষ্যপ্রকৃতিসুলভ দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া সে দৃশ্য হইতে পলায়ন করা এক কথা, আর সেই আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া যাহাতে রোগী সেই প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায় তাহার জন্য উপায় বিধান করা, আর এক কথা।.ডোরা রোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া আপনার অন্তরে তীব্র যাতনা অনুভব করিতেন বটে, কিন্তু আবার তাহাদের সেই যাতনার কারণ দূর করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইতেন। এই জন্যই তাঁহাকে সাহস করিয়া, পুরুষোচিত বীরতার সহিত, চিকিৎসালয়ের এই সমস্ত ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে বাস করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন আর এক

কারণেও ডোরার অন্তরে এই প্রকার কাঠিন্যের সঞ্চার হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ডোরার ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাব হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরে পরমেশ্বরের দয়া সম্বন্ধে যে ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল,তাহাতে তাহার প্রাণে অতিশয় অশান্তি উপস্থিত হয়। তিনি ওয়াল্‌সলে খুব পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। মনে মনে আশা এই যে, সময়ে এই সন্দেহ চলিয়া যাইবে ; অথবা সর্ব্বশক্তি-মান্ দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার অন্তর কাঁপাইয়া—আপনার দুঃখী কন্যাকে তাঁহার মহৎ ভাব বুঝাইয়া দিবেন!

পূর্ব্বে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ডোরার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করেন। ডোরা এ প্রশ্নটীরও সহজে মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ভগিনী-সম্প্রদায়ের অপরাপর রমণীগণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেন। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাব লইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বিবাহের দিকে তাঁহার এত ঝোঁক হইল না যে, তিনি সেই ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া ভগিনী-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন। বিবাহিত হইয়া, এই ভাবে সংসারের সেবায় আপন

জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন কি না, জীবনের এই ব্রত অক্ষুণ্ণভাবে চিরদিন প্রতিপালন করিতে পারিবেন কি না, তিনি ইহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

তাঁহার সম্মুখে দুইটী পথ ছিল। এক চিরজীবন রোগীর সহিত বাস করিয়া দুঃখী, দরিদ্র, আহত ও আতুর ব্যক্তিগণের চক্ষের জলের সহিত নিজচক্ষের জল মিশাইয়া, তাহাদের দুঃখ ক্লেশ মোচনের চেষ্টা করিতে করিতে জীবনপাত করা;—আর এক বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, সংসারের সুখ দুঃখের তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দেওয়া। ডোরা অতিশয় সন্তান-বৎসলা ছিলেন। নিজের সন্তান না থাকিলেও রোগী-আশ্রমে যে সকল শিশু বালক বালিকা আসিত, তিনি তাহাদিগকে নিজ সন্তাননির্ব্বিশেষে যত্ন ও স্নেহ করিতেন! কিন্তু অপরের সন্তান লালন পালন করিয়া তাঁহার প্রাণ যেন তৃপ্ত হইত না। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন, "যদি আমি সংসারী হইবার সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলে ভাল হইত।" ভগিনী ডোরা পুরুষোচিত কঠোর কার্য্যে স্বীয় জীবন যাপন করিয়াও যে আপন হৃদয়ের স্ত্রী-স্বভাবসুলভ স্নেহ-প্রবণতা ও কোমলতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা কেমন চমৎকার!

ডোরাকে যদিও মৃত্যুকালে সংসারধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছিল, তথাপি প্রথম বয়সে যে তাঁহার সেদিকে ততদূর মনের ঝোঁক ছিল, তাহা নহে। তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে নিয়তই বলিতেন, "ভগিনি, তুমি বিবাহ কর। কেন সংসারের এই কঠোর কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, আপনার অন্তরের কোমল ভাবগুলি নষ্ট করিতেছ! ঈশ্বর তোমার অন্তরে যে সকল সুন্দর হৃদয়-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তুমি সংসারে আদর্শ গৃহিণী হইতে পার।" তাঁহারা আরও বলিতেন যে, মনুষ্য যদি আপনা হইতে নিকৃষ্ট-স্বভাব লোকের সহিত চিরদিন বাস করে, তাহা হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। বাস্তবিক ইহা অতিশয় সত্য কথা যে, উন্নত চরিত্র ও সাধুস্বভাব লোকের সহিত বাস করিলে মানুষ আপনার চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে। এইজন্য ডোরার বন্ধুগণ তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তাঁহার পক্ষে মূর্খ, দরিদ্র ও নীচস্বভাব লোকের সঙ্গে বাস করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, ডোরার অন্তরে এমন এক শক্তি ছিল, যাহার প্রভাবে তিনি আপনাকে নীচ না করিয়া, নীচকে আপন চরিত্রের বলে

উপরে তুলিয়া লইতেন। বাস্তবিক যদি চরিত্রের বল না থাকে, তাহা হইলে অসৎ-সংসর্গে পড়িয়া মানুষের ভয়ানক অধোগতি হয়। অসৎ ও নীচ সংসর্গে বাস করিব, অথচ অসৎ ও নীচ লোকের চরিত্রের কলঙ্ক আমাকে স্পর্শ করিবে না, ইহা সহজ ব্যাপার নহে। ডোরার চরিত্রের তেজ অগ্নি-সদৃশ; তাহার সংস্পর্শে যাহারা আসিত, তাহাদের চরিত্রের সমুদয় মলিনতা ও সমুদয় আবর্জ্জনা পুড়িয়া যাইত,—চরিত্র বিশুদ্ধ হইত।

এত বুঝাইয়াও ডোরার বন্ধুগণ তাঁহাকে কোন প্রকারেই অবলম্বিত পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। তিনি এক্ষণে জীবনের ব্রত উত্তমরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য রোগীর সেবায় মনের বিপুল শক্তি, জ্বলন্ত উৎসাহ ও অশেষ অধ্যবসায় ঢালিয়া দিলেন। ভগিনী ডোরা প্রাণের আবেগে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া, এই নিঃস্বার্থ জীবন-ব্রত সম্পন্ন করিবার জন্য, শরীর ও মন উভয়ই তাহাতে অর্পণ করিলেন।

ডোরা যদিও ধর্ম্ম-বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, তথাপি অতি সরল ভাবে তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে ঈশ্বরে তাঁহার অনুরাগ হইল। যাহারা সরল অবিশ্বাসী ভগবান্ অচিরেই

তাহাদিগকে বিশ্বাস প্রদান করেন। ভগিনী ডোরা কুটিল নাস্তিক ছিলেন না। তিনি যদিও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন,তথাপি তিনি সরল নাস্তিক ছিলেন; তাঁহার অন্তর নিয়তই ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া যেন বলিতেছিল, "আমার ধর্ম্মবিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে! হে বিশ্বাসীর ঈশ্বর! তুমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস আনিয়া দাও।" সরলহৃদয়া ডোরার প্রাণে নিয়তই এই প্রার্থনার উদ্রেক হইতেছিল; প্রার্থনার বলে তাঁহার অন্তরের নাস্তিকতা চলিয়া গেল। ডোরা ধীরে ধীরে স্বর্গের আলোকে আপনার জীবনের পথ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম যখন জাগিয়া উঠিল, তখন ডোরা আপনার সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য তাঁহার চরণে অর্পণ করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইলেন যে, তিনি বিধিপূর্ব্বক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

ডোরা যে ভগিনী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে রমণীগণের বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল না। তাঁহারা যতদিন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিবেন, ততদিন যথাযথ পরিশ্রম করিয়া সম্প্রদায়ের কার্য্য করিবেন, পরসেবায় জীবন যাপন করিবেন। আবার যখনই বিবাহাদি

করিয়া সংসারী হইবার ইচ্ছা হইবে,তখনই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিবেন,—সম্প্রদায়ের এই বিধি ছিল। সুতরাং ভগিনী ডোরা ইচ্ছা করিলে, এ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহার অন্তর স্বর্গীয় অনুরাগে রঞ্জিত হইল, ও পরসেবাই জীবনের পবিত্র ও মহৎ ব্রত বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন, তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, এমন এক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে হইবে, যথায় রমণীগণ আজীবন চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য।

পশ্চিম দেশে অনেককাল হইতে এই প্রকার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে পুরুষগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী হইয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে প্রায়ই এই প্রকার ব্রত ধারণ করিতে দেখা যায় না। ডোরা আপনার জীবন, আপনার অধীনে না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে উক্ত প্রকার আশ্রমের অধীনে ন্যস্ত করিবার অভিলাষ করিলেন। কিন্তু জনৈক বৃদ্ধা সুহৃদের বিশেষ প্রযত্নে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। এই রমণী অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত ভগিনী-সম্প্রদায়েই রক্ষা করিয়াছিলেন।

ডোরা অন্তরে স্বর্গীয় বল লাভ করিয়া, অটল সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পরমেশ্বরের সেবায় রত হইলেন। প্রথম প্রথম তিনি এমনই শান্তভাবে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে,চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া বলেন যে, ডোরা যখন প্রথমে রোগীর আশ্রমে আসিয়া প্রবেশ করেন, তখন কেহই তাঁহাকে চিনিত না, কেহই তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিত না। তখন কুৎসিত পল্লীর লোকেরাই কেবল তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিল; কারণ তিনি অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বাড়ী যাইতেন, আবশ্যক হইলে পীড়িতদের সেবা করিতেন এবং তাহাদিগকে ঔষধ দিয়া আসিতেন। কিন্তু তিনি কখনই আড়ম্বরের সহিত ঢাক বাজাইয়া এই কার্য্য করিতেন না। কাজে কাজেই পদস্থ লোকেরা তাঁহার নাম জানিতে পারিতেন না। যে সকল দরিদ্র ও দুঃখী লোক এই সময়ে তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া সুখী হইত, তাহারাও এক প্রকার ভদ্রসমাজ-বহির্ভূত; সুতরাং ডোরার নাম বাহির হইবার তখন কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু সংসারে যাহাকে লইয়া কারবার হইয়া পড়ে, তাহাকে মানুষ আর কতদিন ছাড়িয়া থাকিতে পারে? ডোরাকে

লইয়া যাহাদের কারবার দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তাঁহার অভাবে তাহাদের যে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

১৮৬৬ সালে ডোরার অতিশয় কঠিন রোগ জন্মে। রোগের কারণ শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পরদুঃখে ডোরার অন্তর এমনই ব্যথিত হইত যে, তাহাদের কষ্ট দূর করা ও তাহাদের সেবা করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য সাধন হইয়া উঠিয়াছিল। সকল লোকেই চিকিৎসালয়ে আসিয়া আপন আপন আবশ্যক জ্ঞাপন করিয়া, অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত ডোরার নিকট উপস্থিত হইত। কোনও রমণী হয়ত আপনার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে গৃহে একাকী রাখিয়া আসিয়াছে; কোনও হতভাগ্য হয়ত কয়লা খাদের কাজ করিতে করিতে এমনই আহত হইয়াছে যে, তাহার চিকিৎসা করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে জীবন সংশয় হইয়া উঠে। এই সকল অবস্থায় ডোরা আপনার শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া তাহাদেরই সেবায় নিযুক্ত হইতেন। এইজন্য কখনও কখনও এমন ঘটনা উপস্থিত হইত যে, তাঁহাকে প্রায়ই আর্দ্র বস্ত্রে থাকিতে হইত। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে যে সময়টুকু

যাইবে, পাছে তাহাতে রোগীর পক্ষে কিছু ক্ষতি হয়, এই ভাবনায় তিনি কাপড় না ছাড়িয়াই রোগীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি বলিতেন, "আমার কাপড়ের জল আমার গায়ে মরিয়া গেলে কোন ক্ষতি হইবে না,—কিন্তু মা ছাড়া শিশু গৃহে কাঁদিবে, ইহা আমার সহ্য হয় না। অতএব আমি মাতাকে বিদায় না করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিতে পারি না।" তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আর কেহই তাঁহাকে ওরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। কিন্তু এই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধে ডোরা কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন। ডোরা যখন রোগশয্যায় বাস করিতেছিলেন, তখন পল্লীর দরিদ্র লোকেরা দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। রোগী-আশ্রম লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিত। সকলেরই মুখে 'ভগিনী ডোরা কেমন আছেন' এই কথা। এইরূপে তিনি এক্ষণে সকলের জানিত হইয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকেরা এখন ইঁহাকে চিনিতে পারিলেন।

রোগশয্যায় ডোরার অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইল। তিনি বাল্যকাল হইতেই রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। জনৈক যাজক ও তাঁহার এক

কন্যা এই সময়ে সদা সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। যাজক মহাশয় ডোরার শারীরিক যাতনা দর্শনে যত না ক্লেশ পাইয়াছিলেন, প্রফুল্ল মুখে তাঁহার সেই যাতনা সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া ততোধিক প্রীত হইয়াছিলেন।

একদিন কন্যা ও পিতা উভয়েই একত্রে ভগিনী ডোরাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। যাজক মহাশয় তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় ডোরা বলিলেন, "মহাশয়! একটু থামুন।" এই কথা বলিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে সেই হাসি-হাসি মুখখানি ফিরাইয়া লইলেন, এবং তাহার পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন; তাঁহার সমস্ত শরীরে তাড়িত সঞ্চারের ন্যায় ভীষণ রোগের যাতনা পরিব্যাপ্ত হইল,—শরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল,—মুখ বিকৃত হইল। কন্যা অপর পার্শ্বে বসিয়া এই ব্যাপার দর্শন করিলেন। তিনি ডোরার যাতনা দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য যে, মুহূর্ত্ত পরে ডোরা আবার সেই হাসি-হাসি মুখখানি ফিরাইয়া, যাজক মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, "পড়ুন"। আমাদের এই কথাগুলি লিখিতে যতটুকু সময় লাগিল, ডোরা

তাহার চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যেই ভীষণ যাতনা সম্বরণ করিয়া, প্রফুল্লমুখে যাজক মহাশয়ের ধর্ম্ম কথা শুনিতে প্রস্তুত হইলেন। যাজক মহাশয় এই রহস্য কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার কন্যার মুখে এই ব্যাপারের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

যাহা হউক, ভগিনী ডোরা ধীরে ধীরে এই কঠিন রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ওয়াল্‌সল্‌-বাসী ছোট বড় সকলেই তাঁহার রোগের সময় অত্যন্ত সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদের নিকট এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় সর্ব্বোপরি একটী অতি উচ্চতর ও মহত্তর ভাবে পরিপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, "উপাসনালয়ে আমার রোগোপশমের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল বলিয়াই, আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি।" এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে শান্তিসুখ আনয়ন করিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

রোগী-আশ্রম।

১৮৬৭—১৮৭৪

বৎসরের পর বৎসর রোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, ওয়াল্‌সল্‌ চিকিৎসালয়ের সংকীর্ণ স্থানে আর কুলাইয়া উঠে না। আরও অধিক রোগীর থাকিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে স্থানে বায়ুর তাদৃশ চলাচল না থাকাতে রোগীরা শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারিত না। নানা প্রকার ক্ষতরোগী বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া, সহজে সুস্থ হইতে পারিত না। যে ক্ষত দশ দিনে ভাল হইবার কথা, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে সে ক্ষত ভাল হইতে একমাস কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। তথাপি রোগী ভাল হইতে পারে না। অবশেষে চিকিৎসালয়ের মধ্যে এক-প্রকার কঠিন সংক্রামক রোগ দেখা দিল। তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, একটী স্বাস্থ্যকর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত রোগী-আশ্রম নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন।

ওয়াল্‌সল্ নগর একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পাহাড়ের এক স্থানে কতকটা যায়গা বেশ খোলা ছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ এই স্থানটী মনোনীত করিয়া ক্রয় করিলেন। নূতন রোগী-আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইল ; কিন্তু ভগিনী ডোরা স্বয়ংই এই সুমহৎ অনুষ্ঠানে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করাতে, আর আর অনেকেই আহ্লাদের সহিত অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। কাজেই অর্থাভাব আর রহিল না। "যে সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য সাধু, তাহার সহায় স্বয়ং ভগবান্।"

নূতন চিকিৎসালয়ে ২৮ জন নিয়মিত রোগী থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইল, এবং আবশ্যক হইলে আরও রোগী থাকিতে পারে, এমন স্থান রাখা হইল। সুন্দর ও সুপ্রশস্ত নূতন রোগী-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, ভগিনী ডোরার আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমের চারিধারে সুন্দর ও সবুজবর্ণের মনোহর বৃক্ষলতা পরিপূরিত উদ্যান প্রস্তুত হইল। চিকিৎসালয়ের তলদেশ দিয়াই রেলপথ গিয়াছে। উদ্যান থাকাতে রোগীদের যেমন নয়ন ও মন তৃপ্ত হইত, সম্মুখেই আবার রেলপথ থাকাতে গাড়ী যাতায়াতের সময় রোগীরা যারপর নাই আনন্দ

অনুভব করিত। ফলতঃ অতি রমণীয় স্থানেই এবার চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৬৮ সালে পুরাতন আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নূতন আশ্রমে যাওয়া হইল। নূতন আশ্রমে অধিক রোগী আসিল, সুতরাং ডোরার পরিশ্রম আরও বাড়িয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষগণ এবার তাঁহার উপর এই চিকিৎসালয়ের রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও আহারাদির তত্ত্বাবধানের সমুদয় ভার অর্পণ করিলেন।

নূতন চিকিৎসালয়ে আসিবার অব্যবহিত পরেই, ওয়ালস্‌ল্‌ নগরে ভয়ানক বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইল। যে সকল পল্লীতে লোকসংখ্যা যত বেশী, সেই সকল পল্লীতেই তত অধিক পরিমাণে এই রোগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রোগের প্রকোপ এক একবার একটু কমিয়া আসে, আবার হঠাৎ নূতন আকারে দেখা দেয়; এইরূপে সমস্ত অধিবাসীকে মহা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ক্রমাগত কয়েক মাস ধরিয়া লোকে এই ভয়ঙ্কর বসন্তরোগে ক্লেশ পাইতে লাগিল। পাছে চিকিৎসালয়ের রোগীগণের মধ্যে এই রোগ প্রবেশ করে, এই জন্য ডোরাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলা হইল। কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। শীঘ্র শীঘ্র

আশ্রমের কাজ শেষ করিয়া, এবং তাড়াতাড়ি আধ-পেটা কিছু আহার করিয়া, যখনই কোনও প্রকারে একটু সময় করিতে পারিতেন, তখনই তিনি লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া রোগীর সেবা করিয়া আসিতেন। কখনও কখনও রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিত। ডোরা জানিতে পারিলে, সেই সকল হতভাগ্য রোগীর নিকট গমন করিতেন, এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

এক দিন রাত্রিতে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, জনৈক দরিদ্রলোক ভয়ানক কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সে ব্যক্তি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। ডোরাও তাহাকে ভাল বাসিতেন; সুতরাং তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। রোগীর তখন আর বাঁচিবার আশা ছিল না। এই অবস্থায় তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; কেবল একটী প্রতিবেশী স্ত্রীলোক সাধ্যমত তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিল। ভগিনী ডোরা তথায় গিয়া দেখিলেন যে, সমস্ত রাত্রি জ্বলিবার মত আলোর বন্দোবস্ত

নাই ; তিনি সেই রমণীকে কিছু পয়সা দিয়া আলোর বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। রমণী পয়সা লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল, কিন্তু আর ফিরিল না। সুতরাং ভগিনী ডোরা একাকী সেই মুমূর্ষু রোগীর নিকট বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হতভাগ্য রোগী অতি কষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বলিল, "ভগিনি! আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি একটিবার আমাকে চুম্বন কর!" কোমল-হৃদয়া ডোরা তৎক্ষণাৎ সেই মলিন, এবং বিষাক্ত বসন্ত ও ক্ষত-পরিপূর্ণ দেহখানি, আপন বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া, আদর করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন, এবং সন্তান-বৎসলা জননীর ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহের সহিত তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন! তদ্দণ্ডেই গৃহের প্রদীপটী নিবিয়া গেল; তাঁহারা উভয়ে অন্ধকারে বসিয়া রহিলেন! যাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ, তাহারাই যখন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন অপরে কেনই বা তাহাকে পরিত্যাগ না করিবে? এই সন্দেহ করিয়া, ডোরার হৃদয় যে দয়ার ভাণ্ডার তাহা জানিয়াও, অবোধ রোগী অতি কাতর-ভাবে কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিল, "ভগিনি! আমি যত-ক্ষণ না মরিয়া যাই, তুমি ততক্ষণ আমার কাছে বসিয়া থাক! আমি রিয়া গেলেম তুমি চলিয়া যাইও!"

তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া দেবী ভগিনী ডোরার প্রাণ যেন দুঃখে ভাঙ্গিয়া গেল! তিনি মুমূর্ষুকে সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন। তখন রাত্রি দুই প্রহর। তার পর যতক্ষণ না রোগীর প্রাণবায়ু বাহির হইল, ততক্ষণ দেবী ডোরা জননীর মত রোগীর কাছে বসিয়া রহিলেন! সে দেহে এখন আর প্রাণ নাই, তথাপি দেবী ডোরা সেই জড় শরীরের পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। প্রদীপ ছিল না বলিয়া রোগী জীবিত কি মৃত, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। অবশেষে অতি প্রত্যূষে যখন জানিতে পারিলেন যে,তাহার মৃত্যু হইয়াছে,তখন প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া, তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনাহারে অনিদ্রায় অবিরাম পরিশ্রম করিতে ভগিনী ডোরা এত পটু ছিলেন যে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার অন্তর যেন কোমলতাময় ছিল! কাহারও রোগের কথা শুনিলে, তিনি সেখানে না গিয়া থাকিতে পারিতেন না। হয়ত কখনও আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, কোন রোগী তাঁহাকে ডাকিয়াছে; অমনি ডোরার প্রাণ

ব্যথিত হইল,তিনি আর আহার করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গমন করিলেন। এইরূপে কতদিন যে তাঁহার আহার নিদ্রা হইত না, কে তাহার সংখ্যা করিবে? বিশেষতঃ যে বসন্ত রোগের কথা বলা যাইতেছে, এই রোগের সময় তাঁহার মনে একপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে,তিনি নিশ্চয়ই বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া মারা যাইবেন। যদি জীবনই শেষ হয়—তবে ত আর খাটিবার সুযোগ থাকিবে না; সুতরাং ভগিনী এবারে প্রাণপণ করিয়া খাটিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভগিনী ডোরার মমতায় আকৃষ্ট হইয়া, পাটিসন পরিবারের জনৈক দাসী, ওয়াল্‌সল্ চিকিৎসালয়ে ধাত্রীর কার্য্য করিতে গিয়াছিল। এই ধাত্রী ক্রমে ক্রমে আপন কার্য্যে বেশ নিপুণ হইয়া, ডোরার প্রচুর সাহায্য করিতে লাগিল। ইহার সাহায্যে ডোরার অনেক সময় বাঁচিয়া যাইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ওয়াল্‌সলের চিকিৎসালয়ে যে সকল রোগী আসিত, তাহাদের অধিকাংশই হাত পা ভাঙ্গিয়া বা মাথা ফাটাইয়া আসিত। কয়লাখাতে এইরূপ দুর্ঘটনা সচরাচরই হইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ অধিকাংশ স্থলেই এই সকল হাত পা কাটিয়া ফেলিয়া

দেন। কিন্তু ভগিনী ডোরার কোমলপ্রাণে বড়ই ব্যথা হইত। চিকিৎসকেরা রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহার মত ব্যবস্থা করিতেন,—সহজে যাহাতে রোগীর প্রাণ বাঁচাইতে পারেন, তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু গরিব লোকেরা হাত পা হারাইয়া পরিশ্রমে অক্ষম হইয়া যে,কত কষ্টে দিনপাত করে, অতি অল্প চিকিৎসকেই তাহার সংবাদ লইয়া থাকেন। ভগিনী ডোরা দরিদ্রদিগের সহিত মিশিতেন, তাহাদের সমস্ত তত্ত্ব লইতেন,—কেমন করিয়া তাহাদের দিনপাত হয়, এই সমস্ত বিষয় খুব ভাল করিয়া জানিতেন। তিনি দেখিতেন যে, অনেক লোক হাতখানির অভাবে পরিশ্রমে বিমুখ হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে—তাহাদের পরিবারবর্গ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। তিনি দরিদ্রগণের এই প্রকার ক্লেশ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেন যে, যদি কোন উপায়ে এই সকল লোকের হাত পা রাখিতে পারা যাইত,তাহা হইলে ইহারা খাটিয়া খাইতে পারিত, এবং তাহা হইলে ইহাদের এত কষ্ট হইত না। সেই জন্য তিনি তাহাদিগের হাত পা কাটিয়া ফেলিয়া না দিয়া, চিকিৎসককে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, সময়ে সময়ে সেগুলি তদবস্থায় রাখিয়া দিতেন, এবং ঔষধ দ্বারা

ভাল করিতে চেষ্টা করিতেন। এই প্রকারে ভগিনী কেমন আশ্চর্য্যরূপে জনৈক যুবার একখানি হাত ভাল করিয়াছিলেন, তাহার একটী অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

এক দিবস রাত্রিতে,জনৈক সবল ও সুস্থকায় যুবক, কয়লাখাতে কাজ করিতে করিতে, আপনার একখানি হাতে ভয়ানক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ডোরার নিকট উপস্থিত হইল; চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ হাতখানি কাটিয়া দিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু হাত কাটিয়া ফেলিবার কথা শুনিয়া যুবকের প্রাণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল,—সে ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল, "ভগিনি! যদি আমার হাতখানি কাটিয়া দেন, তবে আমাকে একবারে মারিয়া ফেলুন! আমার হাতখানি গেলে আমি কেমন করিয়া খাটিয়া খাইব, আর পরিবারেরাই বা কি খাইবে?" যুবকের কথাগুলি ডোরার অন্তরে গিয়া যেন বিঁধিতে লাগিল। ডোরা তখন তীব্রদৃষ্টিতে তাহার হাতের দিকে তাকাইলেন; ডোরার সেই চক্ষু যেন অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া, হাতখানির অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ দিকে যুবক ছল ছল নেত্রে ব্যাকুল হইয়া, একবার ভগিনীর মুখের দিকে তাকায়, আর একবার হতাশ হইয়া, সজল নয়নে চিকিৎসকের মুখের দিকে

চাহিয়া থাকে। অবশেষে ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তের মত কাঁদিয়া বলিল, "দোহাই ভগিনি! আপনি আমার হাতখানি ভাল করিয়া দিন! আমার ডান হাতখানি গেলে আমার বাঁচিয়া সুখ নাই!" ডোরা হাতখানির অবস্থা ও যুবকের সবল শরীর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনি যদি আমাকে অনুমতি করেন, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, ভাল করিতে পারি কি না। আমার বিশ্বাস, আমি এ হাত খানি ভাল করিতে পারিব।" চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? কোন মতেই এ হাত কাটিয়া ফেলা ভিন্ন গতি নাই। এখনই এ হাত পচিতে আরম্ভ করিবে—কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। আর একবার পচিতে আরম্ভ করিলে রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে।" ভগিনী ডোরা তখন রোগীকে বলিলেন, "বাপু, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমার হাতখানি ঔষধ দ্বারা ভাল করিতে চেষ্টা করি।" যুবক ডোরার মিষ্ট কথা ও মিষ্টভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ডোরার উপর চিকিৎসার ভার দিতে স্বীকৃত হইল।

চিকিৎসক মহাশয় ভগিনীর উপর যারপর নাই

ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি এই হাতের চিকিৎসা কর—আমি ইহার কিছুই জানি না। যুবকের প্রাণ নষ্ট করিতে যদি তোমার বিবেকে না বাধে, স্বচ্ছন্দে তোমার যাহা ইচ্ছা কর,—আমি বাধা দিব না। কিন্তু তুমি বেশ জেন, যুবকের মৃত্যুর জন্ত আমি দায়ী নই; আমার কোনও অপরাধ নাই; আরও জেন আমি তোমাকে এ বিষয়ে একটুও সাহায্য করিব না।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

মানুষের উপর ভার না পড়িলে মানুষ, মানুষ হয় না। পরমেশ্বর আপন ভক্ত সন্তানের উপর সাধু ও গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পদবীতে লইয়া যান। ডোরা চিকিৎসকের এই প্রকার তাড়নায় কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। তিনি অতি যত্ন ও সাবধানতার সহিত, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা উভয়ই করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই পক্ষ কাল দিবা রাত্রি ভুলিয়া, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে, চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অন্তর এই কয়েক দিন একেবারে শান্তিহারা হইয়াছিল। তিনি এই সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে দিন কাটাইতেছিলেন। ডোরা শুধু যে কেবল চিকিৎসা ও সেবার উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়াছিলেন,

তাহা নয়; তিনি ব্যাকুল হইয়া হাত খানির জন্য ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতেন।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাল অতীত হইলে পর, ভগিনী ডোরা যখন দেখিলেন, চিকিৎসক মহাশয়ের মন একটু নরম হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাকে একবার হাত খানি দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। চিকিৎসক অনুরোধ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু একটু বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন।

চিকিৎসকেরবিরক্তির কারণ যথেষ্ট ছিল। তিনি মনে করিতেন, ডোরা এক জন ধাত্রী মাত্র; রোগীর সেবা ও শুশ্রূষা করা—চিকিৎসকের আজ্ঞামতে কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। তিনি কিছু কিছু চিকিৎসা শিখিলেও, এ প্রকার কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ততা থাকা, তাঁহার পক্ষে ততদূর সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি একজন ধাত্রীর পক্ষে এই প্রকার সাহসিকতাকে যে, বাতুলতা ও বাহাদুরী কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক—অবাধ্যতা মনে করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ডোরার মিষ্ট ভাবে কেহই তাঁহার উপর বহুকাল ধরিয়া অসন্তুষ্ট থাকিতে পারিত না। চিকিৎসক তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি

বরং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রোগীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ভগিনী ডোরা হাতের বাঁধন খুলিয়া দিলেন। চিকিৎসক মহাশয় তখন অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, শীঘ্রই হাতখানি সারিয়া উঠিবে, আর কোন আশঙ্কাই নাই। তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, "তুমি হাতখানিকে যে সত্য সত্যই ভাল করিলে! গরিব বেচারা এখন বহুকাল হাত খানি লইয়া করিয়া খাইতে পারিবে।" চিকিৎসকের মুখে এই কথা শুনিয়া ভগিনী ডোরা, আনন্দগদগদ ভাবে মনে মনে পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন, এবং তাঁহার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন!

চিকিৎসক মহাশয় তখন আপন ছাত্রীর গুণপনায়, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। তিনি যে ডোরাকে চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন, আজ তাহাতে অতি আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি চিকিৎসালয়ের অপরাপর কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া হাত খানি দেখাইতে লাগিলেন। যুবককে সকলেই "ভগিনীর হাত" বলিয়া ডাকিতে লাগিল! যুবক

ভগিনী ডোরার নিকট চির জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া রহিল! ভগিনী ডোরা তাঁহাকে আরও কিছুকাল রোগী আশ্রমে রাখিয়াছিলেন; যখন হাতখানি বেশ কার্য্যক্ষম হইল, তখন তাহাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন। যুবক চিকিৎসালয় হইতে চলিয়া যাইবার পরও প্রায়ই হাত দেখাইবার ওজরে, ভগিনী ডোরাকে দেখিতে আসিত! তাঁহাকে দেখিলে যুবকের চক্ষে জল আসিত!

তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, উল্লিখিত একটী মাত্র ঘটনাতেই যে তাঁহার এই প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে; তিনি অনেক স্থলেই এইরূপে দরিদ্রগণের হাত পা বাঁচাইয়া দিতেন।

পাটিসন পরিবারের যে দাসীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ভগিনী ডোরা তাহার সাহায্য ও যত্নে বিশেষ সুখী হইতে লাগিলেন। তাহার সাহায্যে ডোরা যে সময়টুকু বাঁচাইতে পারিতেন, কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমতি লইয়া সেই সময়টুকুর মধ্যে তিনি কতকগুলি ছাত্রীকে শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

শিশু সন্তানেরা ডোরাকে যে কিরূপ ভাল বাসিত, তাহা প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন আবার

চিকিৎসালয়ে যে সকল শিশু বা বালক বালিকা আসিত, তাহাদিগের সঙ্গেও তিনি আশ্চর্য্য ভালবাসা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলের কাছে অস্ত্র লইয়া যাইবামাত্র তাহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে; কিন্তু ডোরা এমনি গুণ জানিতেন যে, তাহাদের শরীরে কোন প্রকার অস্ত্রাঘাত করিতে হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, "দেখ, এই থানটা কাটিয়া দিলে, তোমার সব অসুখ ভাল হইবে; দেখ' যেন কেঁদনা!" অস্ত্র করিবার সময় তাহারা যখন কাঁদিত, তিনি তখন চুপ করিতে বলিলে, তাহারা অমনি তৎক্ষণাৎ চুপ করিত। এইরূপে অতি ভয়ানক ভয়ানক স্থলেও, ছোট ছোট শিশুরা ডোরার কথায় অতি শান্ত-ভাবে অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যথা সহ্য করিত।

ছোট ছোট ছেলেরা যাতনায় অস্থির হইয়া যখন "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিত, ডোরা একবার তাহাদিগকে কোলে লইতেন, আর তাহাদের ক্রন্দন চলিয়া যাইত,—তাহারা মাকে ভুলিয়া যাইত। ডোরার কোল তাহাদিগের এতই মিষ্ট লাগিত! হয়ত বা কোন শিশুর সমুদয় শরীর আগুণে পুড়িয়া গিয়াছে—জননী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া চিকিৎসালয়ে আসিয়াছেন। শিশুর

এতই যাতনা হইতেছে যে, সে ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। জননী কোন প্রকারেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না। ভগিনী ডোরা অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীর ক্রোড় হইতে সেই মলিন, অর্দ্ধদগ্ধ শিশুকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া মাতাকে বলিতেন, "যাও! এখনই পলাও, এ যেন তোমাকে আর না দেখিতে পায়! ছেলেরা আমাকে বড়ই ভাল ভাসে! এখনই এ আমাকে পাইয়া শান্ত হইবে! তুমি রাত্রিতে আসিয়া দেখিবে যে,তোমার ছেলে ঘুমুচ্চে!"

জননী চলিয়া গেলে, ভগিনী ডোরা শিশুকে কাপড়ে জড়াইয়া ক্রোড়ে করিয়া ভুলাইয়া বেড়াইতেন। কখনও কখনও তাহাকে শয্যায় না রাখিয়া, এক হস্তে তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, অপর হস্তে কাহারও পা বাঁধিয়া দিতেন, কাহারও বা ক্ষত ধুইয়া দিতেন; এইরূপেই তিনি চিকিৎসালয়ের কত কাজই করিতেন। এ দিকে শিশু ডোরার মিষ্ট ক্রোড় পাইয়া, সকল কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া সুখে নিদ্রা যাইত। কোন শিশু যদি ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া ক্রন্দন করিত, তিনি অমনিতাড়াতাড়ি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিতেন, "ক্ষেপা ছেলে!

কেঁদনা! ভগিনী তোমাকে কোলে করেছেন!” এইরূপে তিনি শিশুদিগকে সর্ব্বদাই সান্ত্বনা দিতেন। তাহাদের ক্রন্দন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, “ছেলেদের কান্না শুনিলে আমার অন্তর কেমন করে!” বিবিধ চেষ্টা ও নানাপ্রকার কৌশল করিয়া, তিনি শিশুদের মন ভুলাইয়া, তাহাদিগকে খুসী করিতেন। শিশু রোগের যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিলে তাঁহারও চক্ষে জল আসিত!

ভগিনী ডোরা শিশুগণকে এতই ভাল বাসিতেন যে, যদি তাহাদের মুখে মন্দ কথা,গালি বা কুৎসিত ভাষা শুনিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি যেন একবারে মর্ম্মাহত হইতেন। ছোট ছোট শিশুর অন্তর বরফের মত নির্ম্মল হইবে ইহাই স্বাভাবিক! কিন্তু সঙ্গ-দোষে তাহাদের অন্তরে বাল্যকাল হইতেই পাপের বীজ অঙ্কুরিত হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এতই দুর্নীতিপরায়ণ যে, তাহাদের সহবাসে থাকিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলিও অতি অশ্রাব্য কটু ও অপভাষায় গালি দিতে শিখে। তাহারা শৈশব হইতেই এই সকল বিষয়ে এক প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বলা যাইতে পারে।

এক দিবস বৈকালে বাহিরের রোগীরা ঔষধ লইয়া চলিয়া গেলে পর, তিন বৎসরের একটী বালক চিকিৎসালয়ে নীত হইল। বালকটী দেখিতে অতি সুন্দর; তাহার দুই জন আত্মীয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া চিকিৎসালয়ে আনিয়াছিল। তাহার মুখে এখনও ভাল করিয়া কথা ফুটে নাই। ভগিনী ডোরা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন, বালক আদরের লোভে ভগিনীর কাছে আসিল।

প্রায় এক মাস হইল, তাহার একখানি হাত ভাঙ্গিয়া যায়, আজও হাতখানি সারে নাই, তাই ভগিনীর নিকট আনা হইয়াছে। ডোরা যেই তাহার হাতের বাঁধন খুলিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি সেই ক্ষুদ্র শিশুর মুখ দিয়া অজস্র অশ্রাব্য কটু গালি বাহির হইতে লাগিল। একজন অভিভাবক শিশুর গালি শুনিয়া ভগিনী ডোরার সম্মুখে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল এবং তাড়াতাড়ি হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ্! ভগিনীকে ওসকল কথা শুনাইতে নাই।" কিন্তু ভগিনী ডোরা তাহাকে পীড়ন করিতে নিষেধকরিলেন। তিনি আস্তে আস্তে বালকের হাতখানিতে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

তার পর যে সকল লোক নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "শিশু এ প্রকার অশ্রাব্য কটু ভাষায় আপন নিষ্কলঙ্ক মুখ এমন করিয়া কলঙ্কিত করিতে কোথায় শিখিল? নির্ব্বোধ! তোমরা বল কি না 'ভগিনীর কাছে এ সকল কথা বলিতে নাই!' শিশুর মুখ দিয়া এ সকল কথা বাহির হওয়ায় দোষ?—না আমার শুনায় দোষ?"

ডোরা অতি ধীরে অথচ অতিশয় গম্ভীর ভাবে এই কথা গুলি বলিয়া চুপ করিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল; ক্রোধে চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল! সমাগত লোকেরা লজ্জায় অবনতমস্তক হইল! তাহাদের অন্তরে বাস্তবিকই অত্যন্ত ব্যথা উপস্থিত হইল। তাহারাই যে অবোধ শিশুর পবিত্র হৃদয়কে কলঙ্কিত করিয়াছে, কেহ কেহ তাহাও বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। ফলতঃ সকলেই ভগিনী ডোরার এই প্রকার বিরক্তিজনক মূর্ত্তি দেখিয়া নীরবে তথা হইতে চলিয়া গেল।

ওয়াল্‌সল্‌ রোগী আশ্রমে ইতর শ্রেণীর লোকই অধিক আসিত। তাহারা পরস্পরের সহিত যে প্রকার অপভাষায় আলাপ ও আমোদ প্রমোদ করিত,

তাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। কিন্তু ভগিনী ডোরার এ সকল বিষয়ে এমনই রাসভারি ছিল যে, তাহারা তাঁহার সাক্ষাতে সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া কথা কহিত। তিনি সম্মুখে আসিলে অতি দুরাচার লোকের মনেও যেন কেমন একটা ধাঁধা জন্মাইত— সে আর অভ্যস্ত ভাবে কথা বলিতে বা হাস্য পরিহাস করিতে সাহস করিত না। দুষ্টলোকদিগকে দমন করিবার তিনি আর একটী অতি চমৎকার ঔষধ জানিতেন। তিনি যদি দেখিতেন, কোন রোগী প্রার্থনার সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক গোল করিতেছে অথবা সর্ব্বদা ধর্ম্মের কথা লইয়া হাসি তামাসা করিতেছে,তাহা হইলে তিনি তাহার প্রতি এক চমৎকার ও অমোঘ বিদ্রূপাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন। তাহাকে দেখিলেই তিনি ঠাট্টা করিতেন, এবং এমন ভাবে তাহাকে সকলের নিকট অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ করিতেন যে, আর কখনও সে ওরূপ অভদ্র আচরণ করিতে সাহস করিত না।

একবার এইরূপ প্রকৃতির একজন লোক চিকিৎসালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ধর্ম্মের কথা লইয়া সর্ব্বদাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত; যখন ভগিনী ডোরা রোগীদিগকে লইয়া প্রার্থনা করিতেন, সেই বিদ্রূপকারী

তখন উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনায় বাধা জন্মাইয়া, পরমেশ্বরের নাম করিয়া পরিহাস করিত। আবার তাহাকে যদি চুপ করিতে বলা হইত, সে অমনি খবরের কাগজ লইয়া এমনি নাড়া চাড়া করিত যে, মুখের কথা বলায় যে গোলমাল না হইত, কাগজের খড় খড় শব্দে তদপেক্ষা অধিক গোল হইত। ভগিনী ডোরা কিছুদিন ত কোনমতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না।

কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহার রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল। ভগিনী ডোরা অষ্ট প্রহর তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কখনও বা তাহার হাতখানি তুলিয়া দেন—কখনও বা তাহাকে পাশ ফিরাইয়া দেন, কখনও বা তাহার বালিসটী উল্‌টাইয়া দেন—ফলতঃ যাহাতে তাহার একটু আরাম বোধ হয়—যাহাতে তাহার একটুও কষ্টের লাঘব হয়—তিনি সর্ব্বদাই তাহার কাছে বসিয়া সেইরূপ করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য রোগীর অন্তর এমনই পাষাণ—তাহার প্রকৃতি এমনই ইতর যে, ডোরার এই প্রকার সদাচরণেও সে তাঁহার প্রতি একটুও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত না।

অবশেষে যখন দেখিল যে, ডোরা রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার সেবা করিতেছেন, তখন একদিন বলিয়া উঠিল "তোমার এই কাজের জন্য তোমাকে খুব বেশী টাকা বেতন দেওয়ার কথা?" ডোরা বলিলেন "হাঁ তা আবার বলিতে! আমি এই কাজের জন্য খুব বেশী টাকা পাই।" দুষ্ট রোগী তখন বলিল "আচ্ছা বল ত তোমাকে কত টাকা দেয়? আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।" তখন ভগিনী ডোরা তাহার উত্তরে আপনার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত ভগিনী ডোরার মুখ হইতে তাঁহার জীবনের সমস্ত কথা শুনিয়া সেই দিন অবধি সে একটু ভদ্রভাব ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহার পর হইতে সে প্রার্থনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিল, এবং আর যে কয় দিন সে চিকিৎসালয়ে ছিল সে কয় দিন তাহাকে আর কোন বিশেষ উপদ্রব করিতে দেখা যাইত না।

আর একবার একজন এইরূপ বিকৃত প্রকৃতির লোক ভয়ানক আহত হইয়া চিকিৎসালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার আরামের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ভগিনী ডোরা অতি যত্নের সহিত সে সমস্তই নিজহস্তে

করিয়া দেন। কিন্তু তাহার স্বভাব এতই মন্দ যে, এত যত্ন সত্ত্বেও যখনই তাহার একটু যাতনা বৃদ্ধি হয়, তখনই সে ডোরার কাছেই বিশ্রী ভাষায় আপনার অসহ্য কষ্ট প্রকাশ করে। ডোরা একদিন বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন "চুপ কর, ওপ্রকার করিলে কি তোমার যাতনা কমিবে—ওসব কথা বলিয়া তবে লাভ কি?" লোকটা একটু চুপ করিয়া থাকিল, কিন্তু আবার সেইরূপ গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, "যখন বড় বেদনা হয়, তখন আমি কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না।" ডোরা তখন বলিলেন, "যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে ওরূপ ভাষা ব্যবহার না করিয়া বল, 'চিম্‌টা আর সাঁড়াসি' 'সাঁড়াসি আর চিম্‌টা'।" ইহার পর হইতে যখনই তাহার মুখে কুৎসিত ভাষা শুনা যাইত, তখনই ভগিনী সকলের সম্মুখে চীৎকার পূর্ব্বক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "আর কোন কথা না, কেবল বল 'চিম্‌টা আর সাঁড়াসি' 'সাঁড়াসি আর চিম্‌টা'।" অমনি সকলে সেই সুর ধরিত, আর হতভাগ্য রোগী প্রমাদ গণিয়া নিস্তব্ধ হইত।

ডোরা রেলপথে যাইতে হইলে সর্ব্বদাই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেন। তিনি বলিতেন, "আমি সাধারণ

লোকের সঙ্গে যাইতে বড়ই ভাল বাসি।" তিনি একবার এইরূপ সামান্য লোকের সঙ্গে একত্র বসিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একটা ষ্টেশনে কতকগুলি মাতাল আসিয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠিল এবং তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। তিনি একবার ভাবিলেন, সে গাড়ী ছাড়িয়া আর এক গাড়ীতে যান ; কিন্তু সে বন্দোবস্ত করিতে করিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তখন আর কি করেন, অগত্যা সেই গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদের সম্মানে তিনি বাঁচিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। তাহারা বিশ্রী কথাবার্ত্তা ও চীৎকার আরম্ভ করিল। কুৎসিত ভাষা শুনিলে তাঁহার আপাদ মস্তক যেন শিহরিয়া উঠিত। ডোরা ভাবিলেন, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন এবং পরের ষ্টেশনে নামিয়া অপর গাড়ীতে উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না, তাহারা ক্রমেই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। তখন তিনি ভাবিলেন, "আমি স্ত্রীলোক হইয়া—বিশেষতঃ ভগিনীর পরিচ্ছদে এই সকল অপভাষা নিঃশব্দে শ্রবণ করিলে ইহারা কি মনে করিবে? অতএব আমার এই দণ্ডেই ইহার প্রতিবাদ

করা উচিত।” এই বলিয়া তিনি সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “তোমরা ভগবানের নামে এইরূপে কটু ভাষা ব্যবহার করিবে, আমি তাঁহার সেবক হইয়া কখনই তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি না।” এই কথা বলিবামাত্র তাহারা হো হো শব্দে মহা কোলাহল করিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার যায়গায় বসাইয়া দিল। আবার মহা উৎসাহে তাহারা গালিবর্ষণ আরম্ভ করিল, একজন বলিয়া উঠিল—“এই ও মাগী, মুখ সাম্‌লা; নইলে এখনই তোর মুখ ছেঁচে দেব।” তাহারা দুই দিক্ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া চাপিয়া বসাইয়া রাখিল। তিনি আর গোলমাল না করিয়া আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেলেন। তিনি ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার পশ্চাৎ হইতে একটা লোক কর্কশ স্বরে ভগিনী ডোরাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “আসুন, আমরা কর-মর্দ্দন করি। আপনি খুব বাহাদুর; আপনি ঠিক্ বলিয়াছেন। আমাদেরই অন্যায় হইয়াছিল।” ভগিনী ডোরা তাহাকে হাত বাড়াইয়া দিলেন,

সে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া সঙ্গীদিগের বিদ্রূপের ভয়ে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল।

ভগিনী ডোরা পরসেবার জন্য সততই প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার মাথার উপর একটী ঘণ্টা ঝুলান থাকিত,যথনই গভীর রজনীতে কোন লোক বিশেষরূপে আহত হইয়া আসিয়া সেই ঘণ্টার শব্দ করিত, তথনই তিনি ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন!" বাস্তবিক যাঁহারা পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে এমন একটু স্থানও নাই, যেথানে ঈশ্বরের আসন সদা সর্ব্বদাই বিস্তৃত না রহিয়াছে।

চিকিৎসালয়ের উদ্যানে যে সকল ফল মূল জন্মিত, তাহা সম্পূর্ণরূপে রোগীদেরই আহারার্থ ব্যয় হইত। তিনি স্বহস্তে একটু একটু সুমিষ্ট ফল কাটিয়া লইয়া প্রত্যেক রোগীর নিকট গমন করিয়া কাহার কি থাইতে ভাল লাগে, অতি স্নেহের সহিত তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার যেমন ইচ্ছা হইত, সকলেই অসঙ্কোচে তাঁহার নিকট বলিত, এবং ডোরা মাতার ন্যায় সকলকে সেই ফল বণ্টন করিয়া দিতেন। যাহার

যেমন রুচি, তিনি তাহাকে সেই প্রকার ফল প্রদান করিতেন।

রোগীরা তাঁহার এই প্রকার অমায়িক আচরণে চিকিৎসালয় হইতে বিদায় হইয়া যাইবার পরও তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত হইয়া থাকিত। সন্তানবৎসলা জননীর ন্যায় ডোরা তাহাদের চিত্ত এমনই আকর্ষণ করিতেন যে, তাহারা তাঁহার ব্যবহারে আপনাদের কর্কশপ্রকৃতি ছাড়িয়া অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে এক নূতন প্রকৃতি লাভ করিয়া যাইত। তাহাদের নীচাশয়তা ও স্বার্থপরতা অনেক সময় চলিয়া যাইত।

একবার তিনি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে রোগীর শুশ্রূষা করিতে গমন করেন। পথে গাড়ী করিয়া যান। গৃহস্থের দ্বারে নামিয়া তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া গাড়োয়ানকে একটী সিকি দিতে গেলেন। গাড়োয়ান ভগিনীর মুখের দিকে ক্ষণকাল বিস্ময়ের সহিত তাকাইয়া রহিল। তার পর যখন তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তখন বলিল, "কি মা! আমি আপনার কাছে ভাড়া লইব? না, তাহা কখনই হইবে না। আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। যদি না চিনিতাম, তাহা হইলে ত কথাই ছিল না।" ভগিনী ডোরা তখন অবাক্ হইয়া মনে

মনে তাহার কৃতজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দমনে গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি যে কেঁবল রোগীদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেন,এমন নহে। গরিব দুঃখী লোক মাত্রেই তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিল। তাহাদের শারীরিক, নৈতিক ও সাংসারিক সকল প্রকার অভাব মোচন করিবার নিমিত্তই তিনি সতত ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে যেন কি এক স্বর্গীয়া শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিল তিল করিয়া এই প্রকারে আপনার শরীর মনের বলক্ষয় করিতে লাগিলেন।

ডোরা যখন লোকের সহিত মিশিতেন, অথবা তাহাদের সহিত সদালাপ করিতেন, তখন এরূপ ভাবে আচরণ করিতেন যে,দেখিলে মনে হইত, ঠিক্ যেন তিনি তাহাদের নিকট উপকৃত হইবেন বলিয়াই তাহাদের সহিত মিশিতেছেন। তিনি স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়াও শিষ্যের মত আচরণ করিতেন। কেমন সুন্দর ও মহৎ ভাব! এ সংসারে সকলেই উপদেষ্টা হইবার জন্য এত লালায়িত যে, শিষ্য পাওয়া দুরূহ। কিন্তু ভগিনী ভদ্রবংশীয়া কন্যা ও উপদেষ্টা হইয়াও সামান্য লোকের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার বাসনায় তাহাদের আলয়ে গমন

করিতেন। পরের উপকার কতখানি করিলেন সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজে কতটুকু উপকার লাভ করিলেন,সেই দিকেই তাঁহার অধিক দৃষ্টি থাকিত।

কোমলপ্রাণা ডোরার অন্তর সর্ব্বদাই যেন স্বর্গের কথা লইয়া থাকিতে ভাল বাসিত। যাহাতে মনকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইতে পারেন, তাহারই জন্য তিনি লালায়িত হইতেন। একদিন একটী নয় বৎসরের বালিকা চিকিৎসালয়ে আনীত হয়। বালিকাটীর সর্ব্ব শরীর একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; বাঁচিবার আর আশা নাই। তাহার এখন আর কোন যাতনাই ছিল না! মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত উপস্থিত! ভগিনী ডোরা তখন তাঁহার হাতের অপর কাজ জনৈক সহচরীর হস্তে দিয়া, বালিকার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া মার মত তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে পরমেশ্বরের প্রেমের কথা শুনাইতে লাগিলেন। বালিকাকে বলিলেন "তুমি শীঘ্রই এমন স্থানে যাইবে, যেখানে গেলে কোনও যন্ত্রণা থাকে না—ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না। তুমি সেই স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।" বালিকা ভগিনীর কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল,আবার সম্মুখস্থ একটী

ফুলের দিকে তাকাইল। তার পর বলিল "ভগিনি! আপনি যখন স্বর্গে যাইবেম, আমি এক তোড়া ফুল লইয়া স্বর্গের দ্বারে আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া বালিকা হাসিতে হাসিতে প্রাণত্যাগ করিল!

ওয়াল্‌সল্‌ চিকিৎসালয়ের জনৈক রোগী ভগিনী ডোরার সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিয়াছিল, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়।

১৮৬৯ সালের মে মাসে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, লৌহখনিতে কাজ করিতে করিতে ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হয়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিকিৎসালয়ে আনা হইল। তখন আশ্রমের সমুদয় শয্যাগুলিই রোগীতে পূর্ণ,—একটীও বিছানা খালি ছিল না। আশ্রমের অপরাপর লোকেরা, স্থানাভাব বশতঃ হতভাগ্য বালকটীকে ফিরাইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু ভগিনী ডোরা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বালকের অবস্থা দর্শন করিলেন। ভগিনীর কোমলপ্রাণ ব্যথিত হইল; তিনি তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দিলেন না। মেজেয় বিছানা করিয়া তাহাকে রাখিয়া দিলেন এবং অবিলম্বে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

কিছু দিন এই অবস্থায় থাকিবার পর যখন একটী শয্যা খালি হইল, তখন তাহাকে সেই শয্যায় আনা হইল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ডোরা তাহার গাত্র বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। প্রাতে এক প্রহর হইতে রাত্রিতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি নিয়ত তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ডোরা তাহার কাছে একটী ছোট ঘণ্টা রাখিয়া দিলেন। বালক আবশ্যক হইলেই সেই ঘণ্টা বাজাইত, আর অমনি মাতৃ-সমা ডোরা তাহার কাছে আসিয়া অতি মধুর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেন "তুমি কি চাও?" বালক অনেক সময় তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিত না, কেবল ছল ছল নেত্রে ডোরার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। বালক অসহ্য যাতনায় অধীর হইয়া আর কিছুই বলিতে না পারিয়া কখনও কখনও বলিত, "আমি কি চাই তা জানি না।" অমনি ডোরা বলিতেন, "তোমার বালিসটা কি একটু সরাইয়া দিব?" বালক কিছু না বুঝিয়া তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিত, "হাঁ বোধ হয়, তাহা হইলেই আমার আরাম হইবে।"

কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার সে ঘণ্টা বাজাইয়া ভগিনীকে ডাকিত। পূর্ব্বের মত ভগিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলে তাহার অভাবের কথা বিশেষ করিয়া কিছুই বলিতে পারিত না। অথচ ডোরা আবার হয় ত তাহার পাখানি সরাইয়া দিতেন, নাহয় হাঁতখানি নাড়িয়া দিতেন, নাহয় পাশ ফিরাইয়া দিতেন। বালকের প্রাণগত ইচ্ছা সে সর্ব্বদাই সেই মূর্ত্তিখানি অবলোকন করিয়া আপনার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি লাভ করে, তাই সে ডোরা চলিয়া যাইবার পর মুহূর্ত্তমধ্যেই ঘণ্টার শব্দ করিত। বালকের এই প্রকার আচরণ দেখিয়া অপরাপর রোগীরা বলিতে লাগিল যে, "ঘণ্টাটা একেবারে ক্ষয় না হইয়া গেলে এ বালক আর ক্ষান্ত হইবে না।" কিন্তু স্নেহময়ী ডোরা তাহাদিগকে বলিতেন, "কই না! আমার ত বোধ হয়, তত ঘন ঘন ঘণ্টা বাজান হয় না!"

এই রোগীর জন্য তাঁহার মন এতই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত থাকিত যে, কখনও কখনও রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া মনে করিতেন যেন বালক ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি স্বয়ং এই রোগীর রুচিমত আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া এতই যত্ন ও স্নেহের সহিত তাহাকে খাওয়াইতেন, এবং তাহার পরিচর্য্যা করিতেন যে, বোধ হইত যেন সেই একটী রোগী ভিন্ন তাঁহার

তত্ত্বাবধানে অপর রোগী আর কেহই ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রত্যেক রোগীকেই তিনি এই প্রকার যত্নসহকারে রক্ষা করিতেন, এবং তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন।

এক দিকে রোগীর পরিচর্য্যায় তাঁহাকে এই প্রকার পরিশ্রম ও সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে হইলেও, অপর দিকে আবার যদি কোন রকমে কোন দিন একটু অবসর পাইতেন, তাহা হইলে হয় ত কোন রোগীর বিছানা সেলাই করিতে বসিতেন, না হয় কাহারও বা জামা সেলাই করিয়া দিতেন। কখনও বা ভাল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন, এবং কখনও বা তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিয়া তাহাদের চিত্ত প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতেন।

এই সকল কার্য্যের মধ্যেও তিনি নিয়তই প্রার্থনাকে অবলম্বন করিয়া আপনার জীবনকে পরমেশ্বরের পদে রাখিতে বিশেষরূপে যত্নবতী হইতেন। তাঁহার নিকট যে সকল রমণী শুশ্রূষা শিক্ষা করিতে যাইত, তাহারা যে কেবল ক্ষত ধৌত করিতে অথবা তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে এবং চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেই শিখিয়া যাইত, তাহা নহে। সর্ব্বোপরি তাহারা

ভগিনী ডোরার নিকট ইহাই শিক্ষা করিয়া যাইত যে, ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম না জন্মিলে মানুষ মানবসাধারণের প্রতি অনুরাগ উপার্জ্জন করিতে পারে না। আর মানব যখন সৌভাগ্যবলে ঈশ্বরের প্রতি এই প্রগাঢ় প্রেম সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তখন সে জনসাধারণেরও সেবা করিতে সমর্থ হয়; নতুবা এমন কি সাধ্য যে, মানুষ ক্ষুদ্র ও নীচাশয় জীব হইয়াও স্বার্থ ভুলিয়া আপনার শরীর ও মন চিরদিনের জন্য নরসেবায় বিক্রয় করিতে পারে? তাহারা দেখিতে পাইত যে, ডোরা সামান্য স্ত্রীলোক হইলেও একমাত্র পরমেশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, কেমন অনুরাগের সহিত পরসেবায় রত রহিয়াছেন! তিনি একাকী কত প্রভূত বল ও উৎসাহের সহিত চিকিৎসালয়ের কার্য্য করিতেছেন! মূলে যদি পরমেশ্বরের প্রতি জীবন্ত অনুরাগ না থাকে, তাহা হইলে মানুষ কদাচই এই প্রকার মহৎ ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না।

ডোরার জনৈক বন্ধু একবার চিকিৎসালয়ের জন্য একজন দাসী নিয়োগ করিতেছিলেন। ডোরা তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "উহাকে বল, এ গৃহস্থের বাড়ী অথবা সামান্য চিকিৎসালয় নহে। তাহাকে বেশ

করিয়া বুঝাইয়া দাও, এখানে যে কেহ যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, সকলকেই একটী নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। সরলভাবে সেই নিয়মটী প্রতিপালন করিলেই তাহাদিগকে আর স্বতন্ত্রভাবে কর্ত্তব্যানুরাগ শিক্ষা করিতে হইবে না ; কর্ত্তব্যানুরাগ আপনা হইতেই আসিবে। সে নিয়ম কেবল মাত্র তিনটী কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, যথা—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম !"

তিনি আশ্রমের সকলকেই বিশেষভাবে প্রার্থনা-পরায়ণ হইতে অনুরোধ করিতেন। তিনি বলিতেন, "সতত সরল প্রার্থনা বিনা কেহই সুচারুরূপে আপন কর্ত্তব্যপ্রতিপালনে সক্ষম হইতে পারে না।" তিনি আরও বলিতেন যে,যদি সকলে মিলিয়া চিকিৎসা-লয়ের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা না করা যায়, তাহা হইলে কোন প্রকারেই ইহার কার্য্য ভাল করিয়া চলিতে পারে না। তিনি মুখে যে উপদেশ দিতেন,নিজ জীবনে তাহার তিল মাত্রও অন্যথাচরণ করিতেন না। অগ্রে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ না করিয়া তিনি কখনও কোন রোগীর ক্ষতস্থান স্পর্শ করিতেন না। সময়ে সময়ে ক্ষতস্থান ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, "হে ঈশ্বর! আমি তোমার অস্ত্র স্বরূপ ;

তুমিই যথার্থ চিকিৎসক,—তুমি এই ভগ্ন অস্থি ভাল করিয়া দাও!"

যখন চিকিৎসক আসিয়া রোগীর অঙ্গে অস্ত্রচালনা করিতেন, তখন ভগিনী ডোরাকে নিকটে থাকিয়া চিকিৎসকের উপদেশ মত অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য করিতে হইত। ডোরা এই সময়ে বাহিরে চিকিৎসকের আদেশমত কাজ করিতেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে প্রাণপণে সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

যতই বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, ডোরার জীবন ততই যেন প্রার্থনাময় হইতে লাগিল। তাঁহার সেই প্রার্থনা জীবন্ত বিশ্বাস-প্রসূত,—তাহাতে মরা কথা বা ভাষা ছিল না। প্রার্থনা মানবজীবনের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য,অথবা ইহা দ্বারা পরলোকে সুগতি হইবে, এই জন্য যে তিনি প্রার্থনা করিতেন, তাহা নহে। তিনি জানিতেন যে, সরলভাবে ঈশ্বরের নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়,—তাই তিনি সকল কার্য্যে ও সকল ব্যাপারে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রার্থনা অমোঘ অস্ত্র—মানুষ যদি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত এই অস্ত্র পরিচালনা করিতে পারিত, তাহা হইলে সংসারে আর কোন

কষ্টই থাকিত না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী পাইয়াও যে মানুষ দুঃখ দুর্গতির হাত এড়াইতে পারে না, অবিশ্বাসই তাহার একমাত্র কারণ। মানুষ প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত করিতে পারে না বলিয়াই সংসারের দুঃখ শোক দূর হয় না।” তিনি আরও বলিতেন যে, প্রকৃত বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা রোগীর পক্ষে মহৌষধ। রোগীর শরীর, মন ও আত্মা সমস্তই এই একমাত্র প্রার্থনার দ্বারা সুস্থ হইতে পারে। শরীর, মন বা আত্মা যাহাই কেন পীড়িত হউক না, সরল ও বিশ্বাসপূর্ণ অন্তরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, সকল রোগের শান্তি হইবে। প্রার্থনার তুল্য আর ঔষধ নাই।

চিকিৎসালয়ের ব্যাপার কি ভীষণ! কত লোক তথায় অচেতন অবস্থায় আনীত হয় এবং সেই অবস্থাতেই তাহাদের মৃত্যু হয়। ডোরা এই সকল রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে অতিশয় কাতরভাবে তাহাদের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে সারা রাত্রি এই প্রকার রোগীর নিকট বসিয়া প্রার্থনা করিতেন!

ধর্ম্ম রাজ্যের ব্যাপার অতিশয় অদ্ভুত। মানুষ যদি

পরমেশ্বরের একান্ত অনুগত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে মানুষের এমন এক ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হইয়া যায় যে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না।" যাঁহারা ঈশ্বরের এইরূপ যথার্থ ভক্ত, তাঁহাদের আচরণে এবং সংসারের লোকের আচরণে প্রায়ই মিল থাকে না তাঁহারা পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক খানি পাও সরাইয়া রাখেন না। আহার বিহার প্রভৃতি জীবনের সমস্ত কার্য্যে এই ভাব তাঁহাদের জীবনে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। শিশু সন্তানেরা যেমন সর্ব্বদাই পিতা মাতার আদেশে চলিয়া থাকে, সরল বিশ্বাসী নরনারীগণও সেইরূপ প্রতিনিয়ত পরমেশ্বরের আদেশে চলিয়া থাকেন।

ভগিনী ডোরা ক্রমে সরল শিশুর মত বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। এক দিবস রাত্রিতে তিনি রোগী-আশ্রমের সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ যেন শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "ডোরা! শীঘ্র উঠ, তোমার রোগী মারা যাইতেছে!" ডোরা অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে প্রতি দিন যেমন সমস্ত চিকিৎসালয়ের রোগীদিগের অবস্থা দেখিয়া আসিতেন, আজও তেমনি সকলের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া

নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। কোনও রোগীরই আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিয়া আসেন নাই। সুতরাং তিনি এই ডাক শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ রোগীদিগের নিকট গিয়া দেখিলেন যে, সে দিবস দিনের বেলা যে রোগীকে অস্ত্র করা হইয়াছিল, একটা বড় শিরার বাঁধন খুলিয়া গিয়া তাহার এমন রক্তস্রাব হইতেছে যে, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তিনি তাড়াতাড়ি শিরাটী ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া আবার শয়ন করিলেন। রোগী বাঁচিয়া গেল।

হৃদয়ের কোমল ভাব যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য ভগিনী ডোরা বড়ই সাবধান থাকিতেন। চিকিৎসালয়ে সর্ব্বদাই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই জন্য যাঁহারা তথায় বাস করেন, তাঁহাদের হৃদয় ক্রমে এমনই অসাড় হইয়া যায় যে, মৃত্যু তাঁহাদের কাছে একটা সামান্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। ডোরা নিজের জীবন সেইরূপে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইলেন। চিকিৎসালয়ে কোন রোগীর মৃত্যু হইবামাত্র তিনি অমনি সেই মৃতদেহ তথা হইতে সরাইয়া শবের ঘরে লইয়া যাইতেন। তার পর অতি যত্নে

সেই সকল শব নববস্ত্র ও পুষ্পাভরণে সাজাইয়া সমাধি-স্থানে পাঠাইয়া দিতেন।



চতুর্থ অধ্যায়।

বসন্ত রোগ।

১৮৭৫

১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে ওয়াল্‌সল্ নগরে আবার ভয়ানক বসন্ত রোগের প্রাদু-র্ভাব হইল। দেখিতে দেখিতে এই ভয়ানক সংক্রা-মক রোগ গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িল! ইতিপূর্ব্বে ১৮৬৮ সালে যখন ওয়াল্‌সল্ নগরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সময় নগরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নগরের সীমান্তে বসন্ত রোগীদিগের জন্য একটী আশ্রম প্রস্তুত করেন। ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার কোন কোন সংক্রা-মক রোগের সময় এই আশ্রম খোলা হয়, কিন্তু তখন লোকে ইহাতে আসিতে চায় নাই। পীড়িত লোক-দিগকে রোগী-আশ্রমে আনিতে গেলে তাহারা কোনও মতেই তথায় আসিতে রাজি হইত না।

রোগের প্রথম অবস্থায় যদি একটু ভাল রকম বন্দোবস্ত করিয়া রোগীদিগকে আশ্রমে রাখা যায়, তাহা হইলে বাহিরে রোগটা আর বেশী ছড়াইয়া পড়ে না, অধিক লোকের প্রাণও বিনষ্ট হয় না। কর্তৃপক্ষগণ সাধারণের হিতার্থে, এই সুবিধা করিবার জন্য পীড়িত লোকদিগকে আশ্রমে আনিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু নিরক্ষর দরিদ্র লোকে সাধারণের হিত তত বুঝে না। রোগের সময় আপনার ঘর ও আপনার স্ত্রী পরিজনের সঙ্গ ছাড়িয়া কেন তাহারা পরের কাছে রোগী-আশ্রমে আসিয়া বাস করিবে? মৃত্যুকালে আপনার আত্মীয় স্বজনের নিকটে থাকিয়া পর্ণকুটীরে বাস করাও তাহারা সুখময় বলিয়া মনে করিত। সুতরাং যে আশা করিয়া নাগরিক সমিতির কর্তৃপক্ষেরা এই আশ্রমটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে আশা ফলবতী হইল না। চারি দিকে বসন্ত রোগ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কর্তৃপক্ষগণ যখন এই বিষম সমস্যায় উপস্থিত হইয়া ভাবিতেছেন কি উপায় করিবেন, তখন ভগিনী ডোরা বলিলেন, "আমি বসন্ত-রোগী-আশ্রমে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

ইতিপূর্ব্বে যখন বসন্ত রোগে অনেক লোক মারা যায়, তখন ভগিনী ডোরা মনে মনে স্থির করিয়া-

ছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সংক্রামক রোগ দেখা দিলে প্রথমাবস্থাতেই তাহাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই জন্য তিনি যখন দেখিলেন যে, লোকে কর্ত্তৃপক্ষ ও পুলিসের ভয়ে পীড়া গোপন করিয়া, ভিতরে ভিতরে বহু লোককে রোগে সংক্রামিত করিতেছে, তখন তিনি নগরের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, অতি সত্বরে সংক্রামক রোগী-আশ্রম খোলা হউক। তিনি তাঁহার উপস্থিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, যতদিন আবশ্যক উক্ত চিকিৎসালয়ে গিয়া বাস করিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত আছেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই কথা অবগত হইবামাত্র অতি আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, ভগিনী ডোরার নাম শুনিলে লোকে ব্যস্ত হইয়া আশ্রমে আসিবে। তখন আর রোগীর আত্মীয় স্বজনকে অনুরোধ করিয়া রোগীকে চিকিৎসালয়ে আনিতে হইবে না।

কিন্তু একটী চিন্তা উদয় হইয়া তাঁহাদের অন্তরে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। এক দিকে যেমন এই আশু বিপদ হইতে বহু লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে বলিয়া তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অপর দিকে

আবার ভগিনী ডোরা যে বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণহানির সম্ভাবনা জানিয়া, তাঁহাদের মনে বিশেষ আশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু এখন আর সে চিন্তা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিবার সময় নাই। শত্রু আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এখন আর চুপ করিয়া থাকিবার অথবা ইতস্তত করিবার সময় নাই। অতএব ভগিনী ডোরাকে বসন্ত রোগী-আশ্রমে পাঠান স্থির হইল।

এদিকে ভগিনী ডোরা বসন্ত রোগী-আশ্রমে গমন করিবেন স্থির করিয়া ওয়াল্‌সল্‌ চিকিৎসালয়ের কি বন্দোবস্ত করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিনটী ছাত্রী ছিল, তন্মধ্যে একজনকে তাঁহার স্থানে রাখিলে কাজ চলিতে পারে, একবার এইরূপ ভাবিলেন। এই সময়ে আবার রোগী-আশ্রমে অনেকগুলি কঠিন রোগাক্রান্ত লোক বাস করিতেছিল। ডোরা অন্য সময় হইলে এই সকল রোগীকে কোন মতেই অপরের হাতে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া যাইতেন না, কিন্তু এখন আর সে ভাবনা ভাবিয়া বসন্তরোগীর সেবা করিতে পরাঙ্মুখ থাকিতে পারিলেন না। বরং অপর কেহ, চিকিৎসকের সাহায্যে ওয়াল্‌সল্‌ চিকিৎসালয়ের কাজ করিতে পারে,

কিন্তু বসন্তরোগীর সেবা করিবার জন্য লোক পাওয়া দুরূহ। ডোরা ইহাও বেশ বুঝিতেন যে, নাগরিক সমিতি হইতে যদি বহু অর্থব্যয় করিয়া, সমগ্র ইংলণ্ডের সুশিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণী রমণীদিগকে আনা হয় এবং পীড়িত লোকদিগকে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করা হয়, তাহা হইলেও একজন লোকও বসন্ত রোগী-আশ্রমে যাইবে না, সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে। কিন্তু যদি ভগিনী ডোরা স্বয়ং তথায় যান, তাহা হইলে তাঁহার নামের এমনই একটী মোহিনী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোক চিকিৎসালয়ে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। ডোরার পক্ষে এই অহঙ্কার বাস্তবিকই শোভা পায়। কেন না যখন প্রকাশ হইল যে, ভগিনী ডোরা বসন্ত রোগীর সেবা করিতে যাইতেছেন, তখন ছোট বড় সকল লোকেরই মুখে আনন্দের আভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলেরই মুখে সেই একই কথা—"ভগিনী ডোরা বসন্ত রোগীর সেবা করিতে যাইবেন!"

ডোরার যে কথা সেই কাজ। ডোরা অতি সত্বরে ওয়াল্‌সল্ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন স্থানে আগমন করিলেন। তিনি রোগী-আশ্রম পরিত্যাগ করিবার সময় বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই।

এই জন্য তিনি যাইবার পর তথায় সেরূপ সুব্যবস্থার সহিত কার্য্য হইত না। তিনি ইচ্ছা করিলে উপস্থিত লোকদিগের সাহায্যেই কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতেন ; কিন্তু তাঁহার মনে এমন একটা ধারণা ছিল যে, যেমনই বন্দোবস্ত করা যাউক না কেন, তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার মত সুচারুরূপে কেহই কাজ চালাইতে পারিবে না। এই বিশ্বাস থাকাতেই তিনি কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়াই, "যাহা হয় হইবে" এই ভাবিয়া নূতন আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ভগিনী ডোরা নূতন চিকিৎসালয়ে গমন করিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার এই আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, এবার হয়ত তাঁহাকে আর ফিরিতে হইবে না!

১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, এক দিন বৈকালে ওয়াল্সল্ রোগী-আশ্রমের চিকিৎসক ভগিনী ডোরাকে সঙ্গে করিয়া বসন্তরোগীর চিকিৎসালয়ে লইয়া গেলেন। এখানকার দৃশ্য অতিশয় ভয়ানক! যথন রোগীর সমস্ত শরীর পচিয়া চারি দিকে দুর্গন্ধ ছড়াইতে থাকে, সে ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। রোগীর শরীর যথন ক্রমে ক্রমে পচিতে আরম্ভ করে, তথনকার সেই বিকট আকার দেখিলে

কাহার না অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়? তাই আজ ডোরা এই চিকিৎসালয়ের দ্বারে পা দিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি হটাৎ পিছাইয়া পড়িলেন! মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অন্তরের সাহস চলিয়া গেল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "না! না! আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলুন! আমি এই ভয়ঙ্কর স্থানে থাকিতে পারিব না! আমি যখন এখানে আসিতে চাহিয়াছিলাম, তখন আমি জানিতাম না যে, এখানকার দৃশ্য এতই ভয়ানক!" ডাক্তার আর কিছুই না করিয়া কেবল স্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভিতরে এস!" ডোরা আর কথাটী না কহিয়া ধীরে ধীরে বসন্ত রোগীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আশ্রমের ভিতরে রোগীদিগের থাকিবার জন্য ভাল বন্দোবস্তই করা হইয়াছিল। ২৮টী রোগী থাকিবার মত ব্যবস্থা ছিল; শীঘ্রই ২৮টী শয্যা পূর্ণ হইয়া গেল। এখানে তিনি একাকীই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একজন ভৃত্য তাঁহার অনেকটা সাহায্য করিত বটে, কিন্তু সে সুযোগ পাইলেই সুরাপান করিবার জন্য প্রস্থান করিত। কখনও কখনও এই ব্যক্তি সারারাত্রি মাতলামি করিয়া বেড়াইত এবং ভগিনী ডোরা একাকী মৃতপ্রায় রোগীদিগকে লইয়া বাস করিতেন।

ডোরা এখানে থাকিয়া প্রথমে যে রবিবার পান, সেই রবিবারে ওয়াল্‌সল্‌ আশ্রমের জনৈক মহিলাকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

"প্রিয় ভগিনি! আজ রবিবার, তোমরা আজ উপাসনালয়ে কোন্‌ বিষয়ে উপদেশ শুনিলে? আমার জন্য কি আজ তোমাদের কোন চিন্তা হইতেছে না? মধ্যাহ্ন কালে প্রার্থনা করিতে কদাচই ভুলিও না। আমাকে লুকাইয়া তোমরা কোন ক্লেশই ভোগ করিও না। যখন যে অসুবিধা হইবে, আমাকে জানাইবে। আজ ডাক্তার আসিয়া বলিলেন যে, আমার ঘরে বসন্তের দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। আহা! ছোট ছোট ছেলেগুলির সর্ব্বশরীর বসন্তে পচিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদিগকে খুব যত্নের সহিত পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। আমার ভয়, পাছে তাহাদিগকে ধুইতে মুছিতে আমারও এই দারুণ রোগ উৎপন্ন হয়! একটী আঠার বৎসরের বালকের এমনই ভয়ানক বসন্ত হইয়াছে যে, তাহার উদরে কিছুই থাকে না, সে যাহা খায়, তাহাই বমি হইয়া যায়। সে সর্ব্বদাই প্রলাপ বকিতেছে, এবং সময়ে সময়ে শয্যা হইতে উঠিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। আমাকে রোগীদের জন্য জামা সেলাই করিতে হইতেছে। এখানে সহজে কিছুই

পাওয়া যায় না। আমি আজ প্রাতে যখন প্রার্থনা করিতেছিলাম, একটী স্ত্রীলোক তাহার পাপ স্মরণ করিয়া ভয়ানক ক্রন্দন করিতেছিল ; এখানে এমন একজন রোগীও নাই, যে আমাকে জানে না। আজ একজন পুলিসের লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে বলিল যে, তাহারা নগরের সকল স্থানে প্রচার করিয়া দিয়াছে যে, ভগিনী ডোরা যখন স্বয়ং বসন্ত-রোগী-আশ্রমে আসিয়াছেন, তখন আর বসন্তরোগকে ভয় নাই! সত্য কথা বলিতে কি, এই কথা শুনিয়া আমার অন্তরে বড়ই সুখ হইয়াছে। আমি আশ্রমের রোগীদিগকে যে পত্রখানি লিখিলাম, তুমি এই পত্রখানি তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইবে। আমি আমার বাসগৃহটীকে বেশ পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি।"

ভগিনী ডোরা রোগীদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—"প্রিয় সন্তানগণ! তোমাদের মাতা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন! আমি জানি না, তোমরা তাঁহার এই আচরণকে কি চক্ষে দেখিবে। কিন্তু আমি কি করিব? তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসা আমার পক্ষে এতই ক্লেশকর হইয়াছিল যে, আমি কোন মতেই তোমাদের সঙ্গে

দেখা করিয়া, বলিয়া কহিয়া বিদায় লইতে পারিলাম না। আমি তোমাদিগকে কত ভাল বাসি, তোমাদের জন্য কত ভাবি,তা তোমরা বেশ জান। তোমাদের জন্য ভাবি বলিয়াই তোমাদিগকে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছি। দেখ, নগরে যে প্রকার ভয়ঙ্করভাবে বসন্তরোগ ছড়াইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যদি প্রথম অবস্থাতেই এই রোগ সংক্রমণের গতি রোধ করা না যায়, তাহা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তোমাদের আত্মীয় পরিজনেরা এই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাইবে। আর আমি না থাকিলে কোন রোগীই এই চিকিৎসালয়ে আসিত না। এখানে অতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বসন্তরোগের কথা শুনিতে পাইতেছি, তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই তোমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইত।”

ইহার পর তিনি প্রত্যেক রোগীর নাম করিয়া সেই পত্রে তাহাদিগকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক রোগীর এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম রাখিতেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, রোগীরা এইরূপে নূতন নামের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পাপাচার ভুলিয়া গিয়া নূতন ভাবে জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করিবে।

বাস্তবিকই আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ

যখন অতীব গর্হিত আচরণ করিয়া আপনি আপনার নামকে কলঙ্কিত করে, তখন সে জনসমাজে প্রচ্ছন্ন থাকিবার জন্য কখনও কখনও একটী-নূতন নাম গ্রহণ করে। ভগিনী ডোরার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল,—তিনি লোককে প্রতারণার অভিপ্রায়ে এইরূপ নামকরণ করিতেন না; কিন্তু পাপানুষ্ঠানে কলঙ্কিত স্বভাবকে ভাল পথে আনিবার জন্য, পুরাতন নামটী ভুলাইয়া দিয়া লোকের নিকট নূতন নামে পরিচিত করিতেন।

উক্ত পত্রেই তিনি আর এক স্থানে তাঁহার একটী প্রিয় বালককে লিখিয়াছিলেন, "আমার আদরের সামকে আমি আর কি বলিব? আমার বড়ই সাধ হয় যে, সে আমার কাছে আইসে। আমি তাহাকে কুড়িটী চুম্বন পাঠাইলাম। আজ সে উপাসনালয়ে গিয়াছিল ত? তাহার উপাসনালয়ে যাইতে বিলম্ব হয় নাই ত? এখানে আমার কাছে অতি সুন্দর দুইটী শিশু আছে। তাহারা সর্ব্বদাই আমার কাছে ধর্ম্মসঙ্গীত করিয়া থাকে,—আমার তাহাতে অতি সুখে সময় কাটে। তোমরা আজ গান করিতেছ ত? আজ তোমরা একবার বিশেষভাবে "নিরাপদে আছি মোরা জননীর কোলে," এই গানটী করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিও। জীবনে ও

মরণে আমি তাঁহারই। হে প্রিয় সন্তানগণ! আমি তোমাদের সামান্য একটু সেবা করি, তাহাতেই তোমরা আমাকে কত ভাল বাস! কিন্তু স্বয়ং পরমেশ্বর তোমাদিগকে কত ভাল বাসেন, তিনি তোমাদিগকে সুখী করিবার জন্য নিয়ত যত্নবান্—তোমরা কি তাঁহাকে ভাল বাসিবে না? আমার বড় সাধ হয় যে, তোমরা প্রভু পরমেশ্বরকে তোমাদের এক মাত্র প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া চলিতে চেষ্টা কর। তোমরা রোগযাতনার মধ্যে সর্ব্বদাই প্রভু পরমেশ্বরের বিষয় চিন্তা করিবে। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করিবে। আমি জানি, তোমরা সকলেই স্বর্গে যাইতে বাসনা কর! কিন্তু বাসনা থাকিলেই স্বর্গে যাওয়া যায় না। এখনই এই পার্থিব জীবন ও সময় থাকিতে প্রকৃত শ্রেয়ঃপথ বাছিয়া লও। তোমরা যে রোগে পীড়িত হইয়া, অথবা শারীরিক আঘাত পাইয়া রোগী-আশ্রমে আসিয়াছ—ইহাতে তোমাদের প্রতি সেই দয়াময় পরমেশ্বরের অপার করুণার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া বিপথে বেড়াইতেছিলে—পরমেশ্বর দেখিলেন যে, তোমরা সম্পদের সময় তাঁহার দিকে চাহিলে না—শ্রেয়ঃপথ দেখিয়া লইলে না, তাই তিনি তোমাদিগকে এই কষ্টের ভিতর

দিয়া ধর্ম্মের পথে আনিতেছেন। এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। তোমাদের মাতা তোমাদের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করেন, প্রভু পরমেশ্বরের নিকট তোমাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমার বসন্তরোগে মৃত্যু হয়, তবে তোমরা এ জগতে তোমাদের মাকে আর দেখিতে পাইবে না। অতএব তোমরা যদি ধর্ম্মের পথে চল, তাহা হইলে আমাদের পুনরায় পরলোকে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। আমি প্রার্থনা করি, দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করুন।”

এখানে অনেকেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। চিকিৎসক মহাশয় ত সর্ব্বদাই আসিতেন, তদ্ভিন্ন ওয়াল্‌সল্‌ চিকিৎসালয়ের সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন বলিয়া, প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি তাঁহার নিকট আশ্রমের রোগীদিগের সংবাদ লইয়া আগমন করিতেন। তাঁহার জন্য ভাল ভাল পুস্তক, সুন্দর সুন্দর পুষ্প এবং যখন যে কোন দ্রব্যের তাঁহার আবশ্যক হইত, অথবা যাহাতে তাঁহার মন প্রফুল্ল থাকিত, তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাই আনিয়া দিতেন। এই

স্থানে তাঁহার পুরাতন রোগীরাও তাঁহাকে দেখিতে আসিতে ক্ষান্ত থাকিত না।

বেল নামক একজন লোক একবার ওয়াল্‌সল্‌ চিকিৎসালয়ে আসিয়া বাস করে। এখানে তাহাকে পা কাটাইয়া ক্রমাগত চারি মাস কাল ভগিনী ডোরার তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। এই ব্যক্তি যখন রোগী-আশ্রম পরিত্যাগ করে, ভগিনী ডোরা তাহাকে একখানি স্মৃতিপুস্তক দিয়া তাহাতে এই কয়টী কথা লিখিয়া দেন।

১। প্রতি মাসে একবার করিয়া ভগিনী ডোরাকে দেখিতে আসিব।

২। নিয়মিতরূপে উপাসনালয়ে যাইব।

৩। সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার পবিত্র ন্যায় সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইব।

আশ্রমে অবস্থান কালে ভগিনী ডোরা তাঁহাকে প্রত্যেক রবিবারে ও বুধবারে উপাসনালয়ে লইয়া যাইতেন। এই কারণে সে ভগিনী ডোরার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। কাজ করিয়া যখনই সে একটু অবসর পাইত, অমনি ভগিনী ডোরাকে এখানে দেখিতে আসিত। সে বলিত, "ভগিনী আমাকে যে কত স্নেহ ও যত্ন করেন, তাহা আমি কথায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না।"

পাছে তাহাদের এই রোগ জন্মে, এই ভয়ে, যে সকল রোগী এই বসন্তরোগের মধ্যে ভগিনী ডোরাকে দেখিতে আসিত, তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সেখানে আসিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি এই সকল সামান্য লোকের এমনই অনুরাগ হইয়াছিল যে, তাহারা মৃত্যুকে আশঙ্কা না করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতে যাইত। ডোরা কোনমতেই তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া নিবৃত্ত করিতে পারিতেন না।

বসন্ত-রোগী-আশ্রমে তাঁহার কাজ খুবই বেশী হইয়া পড়িল। তাঁহার আরও অনেক বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সাহায্য করিতে আসিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে তথায় আসিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমার ইচ্ছা নয় যে, আপনারা এখানে আসেন। এখানে বসন্ত রোগের এমনই দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে, এখানে আসিলেই আপনাদের এই রোগ জন্মিতে পারে। আজ আমার কি আনন্দের দিন যে, পরমেশ্বর অপার কৃপাগুণে তাঁহার অধম কন্যাকে এই সুমহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। হায়! এই সুমহৎ ব্রতে আসিয়া যদি আমার প্রাণ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে কত না আন-

ন্দের কথা! আমি তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিব, ইহা অপেক্ষা আমার উন্নত অধিকার আর কি হইতে পারে? আমার অন্তর তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইতেছে। আমি যখন রোগীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত থাকি, তখন যেন একটী স্বর সর্ব্বদাই আমার অন্তরে চুপে চুপে বলিতে থাকে, 'ডোরা, তুমি আমারই সেবা করিতেছ!'

তিনি এই ভয়ানক রোগাক্রান্ত স্থানে বাস করিতে করিতে আর একজন বন্ধুকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, "চারি দিকে মৃত্যু, চারি দিকে বিভীষিকা! আমি সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি। প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার অধম কন্যাকে কি গ্রহণ করিবেন? আমার অন্তর এখন শান্তি-সুখ-সাগরে ভাসিতেছে। আমি এখানে এমন সুখ শান্তিতে বাস করিতেছি যে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। আমি সংসারী হইলে কখনই এমন শান্তি পাইতাম না।"

তিনি সর্ব্বদাই দেনা পাওনা পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন, "সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল, কেন না, কখন শমন আসিবে কে বলিতে পারে?"

ভগিনী ডোরা এই চিকিৎসালয়ে যে সকল রোগী পাইতেন, তাহারা সকলেই প্রায় নিতান্ত নিরক্ষর এবং নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক। কিন্তু তাহারা ডোরাকে এতই ভাল বাসিত ও বিশ্বাস করিত যে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। অনেকেই এই উৎকট রোগের সময় আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা, এই ভীষণ আশ্রমে আসিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে বাস করা নিরাপদ মনে করিতে লাগিল।

তিনি রাত্রিতে পাছে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রোগীর ডাক শুনিতে না পান, তজ্জন্য প্রায়ই জাগিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে বিকারগ্রস্ত রোগীরা এমনি উপদ্রব করিত যে, তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখা কঠিন হইত। পাছে ঘর অপরিষ্কার হয়, এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতেন, এবং স্বহস্তে গৃহ পরিষ্কার করিতেন। ডোরা এখানে স্বহস্তে পাক করিয়া রোগীদিগকে আহার করাইতেন। কেমন করিয়া ভাল পাক হইবে, কিরূপে পাক করিলে রোগীর মুখ-রোচক হইবে, এই ভাবনায় তিনি খুব সাবধান হইয়া বিশেষ পরিশ্রম সহকারে পাক করিতেন।

ডোরার সাহস অদ্ভুত। তাঁহার যে একটী মাত্র

ভৃত্য ছিল, সে প্রায়ই সুরাপান করিতে যাইত এবং ডোরা একাকী মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতেন। একদিন রাত্রিতে ভগিনী ডোরা একাকী আশ্রমে বাস করিতেছেন, একটী রোগী আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। রোগী শেষ অবস্থায় ভগিনী ডোরাকে অত্যন্ত কাতর ভাবে তাহার গুরুকে ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সেখানে এমন আর এক জনও ছিল না, যাহাকে তিনি উক্ত গুরুকে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এদিকে রোগীটী বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিল; ডোরা তখন আর অন্য উপায় না দেখিয়া নিজেই সেই গভীর রাত্রিতে দৌড়িয়া গুরু ঠাকুরকে ডাকিতে গেলেন। গুরু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি রাত্রিতে একাকী কিরূপে আসিতে সাহস করিলেন? তখন ডোরা বলিলেন, "রাত্রি বলিয়া যে কোথায়ও একাকী যাইতে ভয় পাইব তাহা নহে, তবে রোগী ফেলিয়া কোথায়ও যাইতে আমার মন যায় না।"

কোন কোন লোক পীড়ার যাতনায় বহু কষ্ট ভোগ করিয়া এমনই আত্মীয় স্বজনের মায়ায় আবদ্ধ হইত যে, তাহারা কোন প্রকারেই আশ্রমে আসিতে সম্মত

হইত না। এই জন্য একখানি গাড়ী করিয়া স্বয়ং ভগিনী ডোরা লোকের বাড়ী গিয়া রোগী আনিতেন। তিনি যখন লোকের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন প্রায় সকলেই তাঁহার সহিত আসিতে ইচ্ছুক হইত। যদি ইহাতেও কখন কখন কেহ আসিতে না চাহিত, তাহা হইলে ভগিনী রোগীকে কোলে করিয়া উঠাইয়া গাড়ীতে পূরিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিতেন। বসন্ত রোগে পীড়িত হইয়া অনেক লোক জীবনী-শক্তি থাকিতেও এক প্রকার মৃতবৎ হইয়া যায়। একবার একটী রোগীর সর্ব্বশরীর এইরূপ হিম হইয়া গিয়াছে; মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ডোরা তখন অন্য উপায় না দেখিয়া তাহার বসন্ত-ক্ষতপূর্ণ মুখে মুখ দিয়া ফু দিতে লাগিলেন। ক্রমে রোগী সারিয়া উঠিল!

চারিদিকে আতুর রোগী সকল রোগের যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছে, ভগিনী ডোরা তাহারই মধ্যে উৎসাহের সহিত প্রফুল্ল অন্তরে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাহাদের সেবায় রত রহিয়াছেন। চারি দিকে তিনি যতই ভীষণ ব্যাপার সমুদয় দর্শন করিতেন, ততই তাঁহার মনে নূতন বল সঞ্চার হইত। যে সকল দৃশ্য দেখিলে

আমাদের হাত পা অসাড় হইয়া যায়, সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে তিনি আরও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

তিনি যে কেবল শুধুই শারীরিক সেবা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা নহে। যে সকল রোগী তাঁহার নিকট আসিত, সুযোগ পাইলেই তাঁহাদিগের নিকটে ধর্ম্মের কথা বলিতেন। সময়ে সময়ে তাহারা যখন ঈশ্বরের কথা শুনিবার জন্য অনুরাগ প্রকাশ করিত, তখন তিনি অতিশয় আনন্দের সহিত তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ভগিনী এইরূপে ক্রমাগত ছয় মাস কাল বসন্ত-রোগী-আশ্রমে বাস করিলেন। যখন আর একটীও বসন্তরোগী দেখা গেল না, তখন তিনি আবার ওয়াল্‌সল্ রোগী-আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

ধর্ম্মপ্রচার।

১৮৭৩—১৮৭৮।

আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে ভগিনী ডোরা বসন্ত-রোগী-আশ্রমের কার্য্য শেষ করিয়া আবার ওয়াল্‌সল্ রোগী-দিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে

আবার নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া যারপর নাই সুখী ও আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে যেন একটু বিষাদের রেখা দেখা দিল। তিনি সেই আশ্রমে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেন না, এই জন্যই তাঁহার মনে যেন কেমন একটু খটকা আসিল। তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন, "আমি কি প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্যে প্রাণ দিবার উপযুক্ত হইলাম না!" ডোরা যেন আব্‌দার করিয়া পরমেশ্বরের উপর এই জন্য অভিমান প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী সন্তান যাঁহারা, তাঁহাদের ভাব এইরূপই হইয়া থাকে। যাহা হউক, ভগিনী ডোরা আবার আপনার পূর্ব্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

একবার তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, রমণীর পক্ষে জীবনে কিরূপ কার্য্য বা কিরূপ পথ অবলম্বন করা উচিত। ভগিনী ডোরা তদুত্তরে বলেন, "পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া সন্তান প্রতিপালন করিবেন এবং অতিথি অভ্যাগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলের যথাসাধ্য কল্যাণ সাধন করিবেন, ইহাই অতি প্রশস্ত ও সুন্দর পথ। স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ সময়ই ছোট কথা, বৃথা আমোদ

ও গণ্ডগোল লইয়া অতিবাহিত করিয়া থাকেন। মানব-জীবনের মূল্য বুঝিয়া যাঁহার যে কাজ, তিনি যদি তাহাই করেন, তাহা হইলে সংসারে পথ দেখিয়া চলিবার ভাবনা থাকে না।” তিনি শেষে নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া উত্তর দিলেন যে, পরমেশ্বর তাঁহার দুঃখিনী কন্যাকে যে দয়া করিয়া তাঁহার পীড়িত ও আতুর সন্তানগণের কথঞ্চিৎ সেবা করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সেই স্বর্গীয় দেবতার নিকট চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তিনি আরও বলিলেন, “আমি যখন পীড়িত ও রুগ্ন নরনারীগণের অঙ্গ স্পর্শ করি, তখন আমার মনে হয়, যেন তাহাদের গাত্র ফুটিয়া ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাহির হইতেছেন। শরীররক্ষার জন্য স্নান আহার নিদ্রায় যে সময়টুকু যায়, তাহাও যেন আমার সহ্য হয় না। আমার হাতে এত কাজ যে, আমি একা দশ জন হইলে ভাল হইত। আমি যখন ভাবি, আমার ধর্ম্মভাবের অভাবে, আমার দ্বারা সংসারের কোনও কাজই হইতে পারিতেছে না; আমি যদি বিশ্বাসী ও প্রার্থনাপরায়ণ হইতাম, তাহা হইলে সংসারে অসাধ্য সাধন করিতে পারিতাম, তখন আমার অন্তরে দারুণ যাতনা উপস্থিত হইয়া আমাকে যারপর নাই ব্যথিত করে।”

ইতিপূর্ব্বে ওয়াল্‌সল্‌ নগরে একবার ধর্ম্ম-প্রচার-সমিতি সংগঠিত হয়। ভগিনী ডোরা এই সমিতিতে যোগদান করেন। প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় সমাগত নরনারীদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন,সেই সপ্তাহে যে উপাসনা হইবে, যাহাতে বহু লোকে আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়, এরূপ যত্ন করেন। ডোরার প্রাণ এমনি উৎসাহে পূর্ণ হইল যে, তিনি পর দিন রাত্রিতেই লোক ধরিবার জন্য পথে বাহির হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিলাতের ইতর লোকেরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও ভয়ানক। এখানে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা যীশু খ্রীষ্টের নামও শুনে নাই। যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের শরণাগত হওয়া ভিন্ন জীবের উদ্ধারের পথ নাই, যিনি ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া লোকহস্তে নিতান্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া হত হইয়াছিলেন, যিনি আজ ১৯ শত বৎসর হইল, সংসারের লোককে ধর্ম্মের কথা বলিয়া উন্মত্ত করিয়াছিলেন, তাহারা এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সেই মহাত্মার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই! কি ভয়ানক দুঃখের কথা!

ধর্ম্মপ্রাণা ডোরার অন্তর সর্ব্বদাই এই সকল লোকের

কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকিত। লোকে ধর্ম্ম ভুলিয়া, নীতি ভুলিয়া, নিতান্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করে, ইহাতে তাঁহার অন্তরে বড়ই আঘাত লাগিত। তিনি সেই জন্য সর্ব্বদাই এই সকল দুরন্ত ও মূর্খ লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ধর্ম্মের কথা শুনাইতেন। স্বয়ংই যে কেবল এইরূপে উপদেষ্টার কাজ করিতেন, তাহা নহে। ধর্ম্মাচার্য্যগণ উপাসনালয়ে ও দেবমন্দিরে যে সময়ে উপদেশ দিতেন, এবং ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, তিনি সেই সময়েও এই সকল লোককে তথায় ধরিয়া লইয়া যাইতেন।

আমরা জানি, মহাত্মা চৈতন্যদেব কিরূপে অধম জগাই মাধাইকে পরমেশ্বরের পথে লইয়া গিয়াছিলেন। দয়ালুহৃদয় চৈতন্য যখন এই দুই দুরন্ত মানব সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলেন, তখন এমন এক প্রবল ঐশ-প্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল যে, তাহার প্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পবিত্র ও মুক্তি-প্রদায়ক হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। পাপাসক্ত-চিত্ত জগাই মাধাই তাঁহাকে ভয়ানক আঘাত করিল—তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তপাত হইল—

কিন্তু তবুও তাঁহার অন্তরে বিরক্তি হইল না। তিনি যেন তাহাদের দুর্গতিতে আরও অধিক ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। কি বিচিত্র প্রেমের মহিমা! কি আশ্চর্য্য আচরণ!

ভগিনী ডোরার চরিত্রও এমনি আশ্চর্য্যজনক। তিনি স্ত্রীলোক হইয়া যে প্রকার অসমসাহসিকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ভগিনী ডোরা যে সকল লোককে ধর্ম্মের কথা এবং প্রভু পরমেশ্বরের মহিমার গান শুনিবার জন্য ডাকিতে যাইতেন, তাহারা দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই অপেক্ষাও দুর্দ্দান্ত। তিনি নির্ভয়ে স্বর্গীয় প্রেমবলে বলী হইয়া বিপদ আশঙ্কা না করিয়া এই সকল লোককে একপ্রকার জোর করিয়া ধরিয়া আনিতেন। সময়ে সময়ে তিনি এই সকল কার্য্যে অত্যন্ত অপমানিতও হইতেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আপনার কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইতেন।

বিলাতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান নগরেই এক একটী স্থান এমনি কদর্য্য যে, তথায় ভদ্রলোকেরা আদৌ যাতায়াত করেন না। নগরের যাবতীয় দুর্ব্বৃত্ত নরনারী এই স্থানে গিয়া বাস করে। ইহারা তথায় একটী ভীষণ

নরক সৃষ্টি করিয়া সেই নরকের মধ্যে আপনারা কৃমি হইয়া পড়িয়া থাকে। মিথ্যাচরণ ও প্রবঞ্চনা হইতে আরম্ভ করিয়া ভীষণ নরহত্যা পর্য্যন্ত সকল প্রকার পাপ ইহাদের দ্বারা এই সকল স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যের সহায় সুরাদেবী ইহাদের নিত্য সহচর। পুলিস ইহাদিগকে ভয় করে।

ভগিনী ডোরা মহা উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্নাভাবে লোক যখন হাহাকার করে, তখন দয়ালু হৃদয় নরনারী কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? যাঁহার যাহা সাধ্য, তাহা দিয়াই তাঁহারা ক্ষুধিতদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ভগিনী ডোরার সংসারে আর কি আছে? তিনি সংসারের সমুদয় অসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের সদ্‌গতির জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। তিনি যার পর নাই যত্নের সহিত যাহাদের শরীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন,—তাহারা যে সেই পবিত্র শরীর—সেই ঈশ্বরের দেবমন্দির লইয়া পাপ-কলঙ্কে নিমজ্জিত হইবে,—পাপের সেবার জন্য সেই শরীরকে নিযুক্ত রাখিবে,—পবিত্রপ্রাণা ভগিনী ডোরার

হৃদয়ে এত আঘাত সহ্য হইবে কেন? তাই তিনি প্রাণপণে তাহাদের উদ্ধার কামনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আজ রাত্রিতে যখন ওয়াল্‌সল্‌ নগরের সমস্ত অধিবাসী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত—যখন রাজপথে একটীও লোকের সমাগম নাই, তখন ভগিনী ডোরা দুইজন ধর্ম্মযাজককে সঙ্গে লইয়া ওল্‌সলের নিরয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন একজন পুলিসের চৌকিদার ডোরাকে বলিল, "ভগিনি, আপনি থামুন—আর অগ্রসর হইবেন না—আর যদি একান্তই যান, তবে আমি সঙ্গে থাকি।" ভগিনী ডোরা নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, "না, আমার আশঙ্কা নাই। তুমি সঙ্গে থাকিলে উহারা বুঝিবে আমরা ভয় পাইয়াছি, আর তাহা হইলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনটী স্বর্গের দূত যেন, ধীরে ধীরে অতি অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া নরকের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এই সময় ভগিনী ডোরা যাজক মহাশয়দিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার পশ্চাতে পশ্চাতে, আমার আড়ালে আড়ালে আসুন। খুব সাবধান! আমার গায়ে কেহই হাত

তুলিতে সাহস করিবে না—কিন্তু আপনাদিগকে হয় ত দেখিতে পাইলে একেবারেই মারিয়া ফেলিবে !”

তাঁহারা ধীরে ধীরে ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি একখানি ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের ভিতর বেশ আলো জ্বলিতেছিল। তিনি তখন যাজক মহাশয়-দিগকে বলিলেন, “দেখুন ! এই জানালার ভিতর দিয়া চুপে চুপে তাকান, সাবধান ! উহারা যেন আপনাদিগকে দেখিতে না পায়।” তাঁহারা দেখিলেন, একটা গোল মেজের চারি ধারে গোলাকার হইয়া কতকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, আর যমের মত একজন ভয়ঙ্কর পুরুষ তাহাদের সর্দ্দার হইয়া তাহাদিগকে কি আদেশ করি-তেছে ! এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল !

ভগিনী ডোরা তখন দ্বারে আঘাত করিলেন। প্রথমবার আঘাতের পর কোন উত্তরই আসিল না। ডোরা পুনরায় আঘাত করিলেন। তখন সেই ভীম মূর্ত্তি পুরুষ অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “কেও !” উত্তর, “ভগিনী ডোরা !” তার পর গৃহস্থ সকলেই বিরক্ত হইয়া কোলাহল করিয়া চারি দিক্ হইতে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, এবং জিজ্ঞাসা

করিল, "এখানে এত রাত্রিতে আসিবার তোমার প্রয়োজন কি ?" ভগিনী ডোরা ধীর ও গম্ভীর ভাবে কেবল মাত্র বলিলেন, "দরজা খোল। তোমা-দিগকে আমার কিছু বলিবার আছে।" এই লোকটী তখন গালি দিতে দিতে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভগিনী ডোরা ভিতরের সেই দৃশ্য দেখিয়া এমনই কাতর হইলেন যে, তিনি আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই স্ত্রীলোকগুলির দিকে তাকাইয়া, কাঁদ কাঁদ স্বরে ঐ পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বল ত কেন তুমি আজ আমার উপর এরূপ ব্যবহার করিতেছ ? তোমার আজ এমন ভাব দেখিতেছি কেন ? তুমি সে দিন যখন আমার কাছে মাথা দেখাইতে গিয়াছিলে, তখন তুমি আমাকে কি বলিয়াছিলে তোমার মনে নাই ?" হতভাগ্য পিশাচ তখনও ভয়ানক ক্রুদ্ধ ভাবে গালি দিতে দিতে জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে সব কথা এখন থাকুক। তুমি এখন কি চাও তাই শীঘ্র বল। ভগিনী বলিলেন, "আমি কি চাই, তা এখনই বলিতেছি।"

ইহা বলিয়া তিনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে সবগুলি স্ত্রীলোককে নমস্কার করিলেন এবং তাহা-

দের প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এই সকল স্ত্রীলোক তাঁহার পরিচিত। তাহারা চিকিৎসালয়ে ভগিনী ডোরার নিকট বাস করিয়া আসিয়াছিল। তদ্ভিন্ন পাপাচারী স্বভাবতঃ এমনই কাপুরুষ হয় যে, পবিত্রতার কাছে ও ধর্ম্মের কাছে সে কখনই মাথা তুলিতে সাহস করে না। যদি তাহাই না হইবে তবে কি আজ ভগিনী ডোরা সেই নরক-সমান স্থান হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতেন! মানব পাষণ্ড দানব হইলেও ধর্ম্ম-বলের নিকট সে তৃণের মত হইয়া যায়। তাহার উপর ভগিনী ডোরার এমনি কি এক তেজ ছিল যে, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাছে পাপী যেন জড় সড় হইয়া যাইত। তাই ইহারা রাক্ষসী হইয়াও আজ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া গেল। রাক্ষস সদৃশ ঐ দুরন্ত পুরুষটাও যেন মন্ত্রমুগ্ধ স্বর্পের মত তাঁহার সম্মুখে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তিনি তখন তাহাদের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস আমরা সকলে নতজানু হইয়া দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।" আশ্চর্য্য! তিনি এই কথা বলিবামাত্র সেই দুরন্ত রাক্ষসের দল তখনই সেই খানে হাঁটু পাতিয়া

বসিল। ভগিনী ডোরা যার পর নাই ব্যাকুল অন্তরে ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া পরমেশ্বরের নিকট ইহাদের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কি সুন্দর ছবি! নরকের ভিতর স্বর্গের দৃশ্য!

ধর্ম্মযাজক মহাশয়েরা এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ব্যাকুলতার সহিত যখন প্রার্থনা হয় —অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যখন প্রার্থনা বাহির হয়—দুঃখ কষ্টে প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেলে চক্ষের জলের সঙ্গে মানুষের হৃদয় ভেদ করিয়া যে প্রার্থনা বাহির হয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়; কেন না এই প্রকার প্রার্থনার সময় স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসন টলিয়া যায়! আজ তাই ভগিনী ডোরার ব্যাকুল প্রার্থনায় রাক্ষসসমান ঐ পুরুষের হৃদয়েও ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি বর্ষিত হইল। সে তখন নিজ অপরাধে লজ্জিত হইয়া অতিশয় বিনীত ভাবে ডোরার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমি আপনাকে বড়ই অপমানিত করিয়াছি। আপনি আমাকে কত ভাল বাসেন! আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে!" ভগিনী ডোরা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যদি যথার্থই আমার উপর অন্যায় আচরণ করিয়া দুঃখিত হইয়া থাক, তাহা

হইলে আমি যাহা বলিব তুমি তাহা করিবে?” সে উত্তর দিল, “হাঁ আমি এখনই তাহা করিব।” ডোরা বলিলেন, “তুমিও চল আর তোমার সঙ্গে এই সকল রমণীও চলুক্। এই কাছেই একটী ঘরে আমরা সকলে যাইব, সেখানে আমার কোন কোন বন্ধু তোমাদিগকে কিছু বলিবেন।” মার কথায় শিশু যেমন চলিয়া যায়, ঠিক্ সেইরূপ সেই দুরন্ত পুরুষ প্রেমময়ী ভগিনী ডোরার অনুগমন করিল। রমণীরাও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

এ দিকে উল্লিখিত দুই জন ধর্ম্মযাজক ইহাদের গমনের কথা শুনিয়া শশব্যস্তে উক্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় যাইতে না যাইতে গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। এই ব্যক্তি মহা কোলাহল করিয়া বলপূর্ব্বক কাহাকেও ঠেলিয়া দিয়া, কাহাকেও বা উঠাইয়া দিয়া তথায় আপনাদের জায়গা করিয়া লইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিলের সমকক্ষ আর একজন দুর্দ্দান্ত তাহাকে কি বলাতে বিল তখন ভগিনীর নিকট অভিযোগ করিল —ভগিনী ডোরা সেই ব্যক্তিকে ধম্কাইয়া বলিলেন, “জ্যাক্ সাবধান!—আমার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বস!” ভগিনী ডোরার প্রশান্তমূর্ত্তি এবং গম্ভীরভাবে ত্রস্ত হইয়া জ্যাক্ যেন কেঁচোর মত আসিয়া

তাঁহার এক পার্শ্বে বসিল। উপাসনা হইতে লাগিল। ভগিনী ডোরা, জ্যাক্ ও বিল এই দুই দুর্দ্দান্ত পুরুষের মধ্যস্থলে বসিয়া ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন! সাধুতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ভগিনী ডোরা যে দুইজন পুরুষের মধ্যস্থলে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন, তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলেই ভয় হয়। তাহাদিগকে ধম্‌কায় কাহার সাধ্য? অন্য সময় বা অবস্থা হইলে তাহারা হত্যা করিতে কথনই কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এখন ইহারা অতি শান্তভাবে উপাসনায় যোগ দিতে লাগিল।

ভগিনী ডোরার যথন এই বীরত্বের কথা স্মরণ করা যায়, তথন অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এ কি প্রেম! এ কি ধর্ম্মের তেজ! এ কি সাহস! ধর্ম্ম না থাকিলে স্ত্রীলোকের সাধ্য কি যে, সেই গভীর নিশীথ রাত্রিতে নরকের গভীর কূপ হইতে রাক্ষসসমান নরনারীকে জোর করিয়া উঠাইয়া আনিতে পারে। যাহারা ক্ষণকাল পূর্ব্বে আসুরিকভাবে উন্মত্ত হইয়া পশুর মত নৃশংসব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিল, তাহারাই কি না শেষে শিশুর মত একটী স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া চলিল! আমরা জানি না, কেমন করিয়া এ ঘটনার বর্ণনা করিব। রোগী-আশ্রমের চিকিৎসক মহাশয়

এই সকল ধর্ম্ম-প্রচার-ব্যাপারের বড় একটা ধার ধারিতেন না, কিন্তু তিনি যখন এক দিন রাত্রিতে ভগিনী ডোরার এই দুঃসাহসিক কার্য্য দর্শন করিলেন, তখন মোহিত হইয়া বলিলেন, "এই যথার্থ কাজ! ইহাতে বীরত্ব আছে।" যাহা হউক, তাঁহার জীবনে এই এক নূতন ব্যাপার! ভগিনী ডোরা যদি জীবনে আর কোনও কাজ না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার এই কাজেই জীবন ধন্য ও নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত! সংসারের কয়জন লোক গরিব নিরক্ষর ও দুর্নীতি-পরায়ণ লোকদিগের জন্য ভাবিয়া থাকে? মানুষ যাহাদের উপকার করিতে যায়,তাহারা যদি তাহার কথা শুনিয়া কাজ করে, তাহা হইলেও না হয় তাহার কাজ করিতে উৎসাহ হয়; কিন্তু যেখানে ভাল কথা বলিলে অপমানিত বা প্রাণ হারাইতে হয়, তথায় কাজ করা কতই কঠিন।

এইরূপ এক দিন নয়, কত দিন তিনি এই প্রকার রাত্রিতে একাকী কুৎসিত পল্লীতে, কুৎসিত স্থানে ও কুৎসিত লোকের বাড়ীতে গিয়া তাহাদিগকে ভগবানের নাম শুনাইয়া আসিতেন, এবং সদুপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে যথাবিহিত চেষ্টা করিতেন।

এই প্রকারে যে সকল সময় হাতে হাতে প্রচুর ফল পাওয়া যায়, তাহা নহে। ধর্ম্মের পথ ও নীতির পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে নর নারীর বড় অধিক সময় লাগে না, কিন্তু পাপের পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে বহু শ্রম, সময় ও অধ্যবসায় আবশ্যক ; সুতরাং ডোরা যে এই প্রকারে এক উদ্যমেই বহু লোককে ফিরাইয়া ধর্ম্মের ও পুণ্যের পথে আনিতে পারিতেন,তাহা নহে। কিন্তু এইখানেই ডোরার চরিত্রের আরও বিশেষ মহত্ত্ব। একদিকে তিনি এই কার্য্যে পদে পদে বাধা পাইতেন,এমন কি প্রতি রাত্রিতে তিনি প্রাণহানির আশঙ্কা জানিয়াও বাহির হইতেন, আর এক দিকে যে বহুসংখ্যক নরনারী দেখিতে দেখিতে কুপথ ছাড়িয়া সৎপথে পদার্পণ করিত তাহাও নহে। অথচ ডোরার অধ্যবসায়ের ন্যূনতা নাই। এই প্রকারে যে সকল নরনারী তাঁহার সদুপদেশে কুৎসিত জীবন যাপনে বিরত হইয়া, সাধু জীবন যাপন করিতে বাসনা করিত, তিনি তাহাদিগকে আপন অর্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। যত দূর সম্ভব, তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেন।

ভগিনী ডোরা গাড়োয়ান প্রভৃতিকেও সাধু পথে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত যত্নবতী হইতেন। ইহা-

দিগকে প্রায়ই মদ্যপান করিয়া নিতান্ত দুর্বৃত্ত ও দুরাচার হইয়া পথে পথে বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিত। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে কোন কোন হতভাগ্য সাধুপথে জীবনযাপন করিতে শিখিয়াছিল। এইরূপে একজন বৃদ্ধ গাড়োয়ান তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত হয়, সে বলিত, "ভগিনি! তুমি যখন কোথায়ও যাইবে, আমার গাড়ীতে যাইবে। কিন্তু একটী কথা—তুমি ওয়াল্‌সলের ভিতর যেখানে যখন যাইবে, তোমাকে খালি সেইখানেই লইয়া যাইব, কিন্তু ওয়াল্‌সলের বাহিরে কোথায়ও লইয়া যাইব না।" অর্থাৎ ভগিনী ডোরা ওয়াল্‌সল্ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, বৃদ্ধের প্রাণে তাহা সহ্য হইত না। মুটে, কুলী, পথের গাড়োয়ান সকলেই ভগিনী ডোরাকে দেখিয়া চিনিতে পারিত। ভগিনীও তাহাদের অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন। ভগিনী যেন তাহাদেরই কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! তাঁহার পুরাতন রোগীরা তাঁহার সন্তানস্থানীয় হইয়াছিল। তাঁহার শক্তি, সময় ও অর্থ সকলই তাহাদের আরামের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হইলে ভগিনী ডোরা তাহা

দের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইতেন। একবার কোন পরিবারের একটী যুবা পুরুষ একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বালিকার স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি ছিল যাহা দ্বারা যুবকের পিতা মাতার মনে আশঙ্কা হইল যে, বালিকার দ্বারা তাঁহাদের সন্তানের উন্নতির পথে ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে এবং তাহার কর্ত্তব্য প্রতিপালনেও বিলক্ষণ অসুবিধা উপস্থিত হইবে। এই পরিবারের বাসস্থান ওয়াল্‌সলের কিছু দূরে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কার্য্যোপলক্ষে যুবককে ওয়াল্‌সল্ নগরে আসিয়া বাস করিতে হয়। উপরিউক্ত ভার্য্যা তখন ভগিনী ডোরার সহিত পরিচিত হইলেন। ভগিনীর উদার ও নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া নববধূর হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল—কিছু দিন পরে তিনি যেন এক নূতন জীবন পাইয়া গেলেন। তাঁহার চরিত্রের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!

বেৎসী নাম্নী একটী রমণীর পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগিনী ডোরা তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার পায়ের চিকিৎসা করিতেন। রমণীর স্বভাব ভাল ছিল না, সুতরাং ডোরার আরও কাজ বাড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে উপদেশাদি দ্বারা সাধু পথে আনিবার জন্য

বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিন বৈকালে ভগিনী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন উত্তরই পাইলেন না। ইতিমধ্যে কতকগুলি লোক কোলাহল করিয়া ভগিনীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল "বেৎসী দেশ বেড়াইতে গিয়াছে।" কেহ বলিল, "ভগিনি! বেৎসী তার বন্ধুগণের সঙ্গে বাস করিতেছে; আমি আপনাকে তার বিষয় সমস্ত বলিতেছি।"

ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য ভগিনী ডোরা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই ঠিক্ করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে অনেক গোলযোগের পর তিনি জানিতে পারিলেন যে, বেৎসীর পায়ের অসুখ একটু ভাল হওয়াতে, সে পথ দিয়া চলিয়া যাইতে ছিল, হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানের সম্মুখে গিয়া দেখিল যে, একটা সুন্দর পা-জামা ঝুলান রহিয়াছে; তখন সে পথের এদিক ওদিক তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে দ্রব্যটী অপহরণ করিল। কিন্তু তার দুরদৃষ্টবশতঃ একটী বালক আড়ালে থাকিয়া চুপে চুপে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং যেমন

বেৎসী পাজামাটী চুরী করিয়াছে অমনি সে একজন চৌকিদার ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিল—বেৎসী কয়েদে গেল।

ভগিনী ডোরা দেখিলেন অনেক লোক এই বিষয় লইয়া গোলমাল করিতেছে। তিনি এই সুযোগে তাহাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি একখানা খালি গরুর গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, একবার একজন লোক তাহার একটী অল্পবয়স্ক পুত্রকে লইয়া এক কৃষকের শস্যক্ষেত্রে গিয়া দেখিল, অতি সুন্দর সুপক্ক শস্য ফলিয়া রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ সেই শস্য অপহরণ করিবার মানস করিল। সে এদিক ওদিক তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আপনার পুত্রকে বলিল, "দেখ এই শস্য লইয়া পলায়ন করিবার বেশ সুযোগ উপস্থিত। যত পার শস্য সংগ্রহ করিয়া লও, কেহই আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না।" তখন সেই সুমতি বালক পিতাকে বলিল, "বাবা! তুমি একটা দিক্ দেখ নাই—সে দিক্ হইতে আমাদিগকে বেশ দেখা যাইতেছে! তুমি উপরের দিকে তাকাও নাই!" ভগিনী বলিলেন, "সেইরূপ যদি বেৎসী উপরের দিকে তাকাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে

পা-জামাটী চুরী করিতে সাহসী হইত না।" সমাগত লোকেরা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া খুব সুখী হইল। তিনি তখন গাড়ী হইতে নামিয়া তৎক্ষণাৎ জেলখানায় গিয়া ব্রেৎসীর নিকট সেই উপদেশ প্রদান করিলেন।

প্রায় প্রতি রবিবারেই তিনি ভাল করিয়া চিকিৎসালয়ের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনার আয়োজন করিতেন। পথের গাড়োয়ান, কুলী, মুটে, কয়লা ও লৌহ প্রভৃতি খাতের লোকেরা এই সকল রবিবারের কথা আজও অতি আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। আবার সময়ে সময়ে পর্ব্বোপলক্ষে তিনি পুরাতন রোগীদিগকে যতদূর পাওয়া যাইত খুঁজিয়া খুঁজিয়া আনিতেন, আর আশ্রমের যে সমস্ত রোগী উঠিতে বসিতে পারিত তাহাদিগের সকলকে একত্র করিয়া, উত্তম ভোজ দিতেন। এই ভোজ উপলক্ষে তাহাদিগকে ভাল গ্রন্থ পড়িয়া শুনান হইত, কখনও বা উপদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু সর্ব্বাগ্রেই অতি ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকট বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা হইত। যে সকল দরিদ্র ও মূর্খ লোকের জন্য ভগিনী ডোরা এই সমুদয় আয়োজন করিতেন, তাহারা অতীব উৎসাহ ও আনন্দের সহিত এই উৎসবে যোগ দান করিত।

আমরা মুখে অনেক ভাল কথা বলি; আমাদের শাস্ত্রে যে সকল ভাল ভাল উপদেশ লেখা আছে তাহা উচ্চারণ করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। উচ্চ উচ্চ কথা বলি, উচ্চ উচ্চ উপদেশ দিই, কিন্তু নিজের জীবনে যে কতখানি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলি, তাহা দেখি না। ভগিনী ডোরার নিকট এমন অনেক লোক আসিত যাহারা ধর্ম্ম মানিত না। তাহারা বিশ্বনিন্দুকের মত সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই নিন্দা করিত। তাহারা বলিত, "কে কি ধর্ম্মে বিশ্বাস করে তাহা আমরা শুনিতে চাই না; কে কেমন লোক তাহা বুঝিয়াই আমরা তাহার ধর্ম্মের গুণাগুণ বিচার করিব।" সুতরাং ভগিনী ডোরা তাহাদের নিকট এক প্রকার পরীক্ষাধীন থাকিতেন। কিন্তু অতিশয় দুষ্টপ্রকৃতির লোকও ভগিনী ডোরার নিকট বাস করিয়া তাঁহার প্রেম ও মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহাকে দেবী বলিয়া মনে করিত। অনেকেই তাঁহার জীবন দেখিয়া ধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হইত।

যে কোন ধর্ম্মপথের পথিক হউক না কেন, ডোরা যাহাকে সরল বিশ্বাসী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতেন, তিনি তাহাকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার কোন প্রকার কুসংস্কার থাকিলে তিনি তাহা উপেক্ষা করিতেন। যদি

কেহ ধর্ম্মের কথা লইয়া কাহাকেও ঠাট্টা করিত, তিনি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

ক্রমে ক্রমে ভগিনী ডোরার জীবন মধুময় হইয়া উঠিল। পরমেশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি এবং তাঁহার সেবা করাই আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরমেশ্বর নিরাকার, আমাদের সকলের রক্ষা কর্ত্তা, তিনি আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিতেছেন তাই আমরা বাঁচিয়া আছি—আমরা তাঁহার সেবা কি করিতে পারি? তবে তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সেবা করিলেই তাঁহার সেবা করা হয়। ভগিনী ডোরা পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসক ছিলেন। তাঁহার হস্ত যেমন রুগ্ন ও অসহায় দীন দরিদ্র নরনারীর সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিত, তাঁহার অন্তর তেমনি প্রতিনিয়ত সেই আদি পুরুষ ভগবানের চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি ক্রমে ইহলোকে বাস করিয়াই যেন পরলোকের চিত্র আপনার মানসপটে নিয়ত চিত্রিত দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিল। প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া গেল। আরও যেন কাজ করিতে পারিলে তিনি বাঁচিয়া যান। দিবা নাই রাত্রি নাই, ভগিনী ডোরা অগাধ পরিশ্রমের সহিত জগতের

দুঃখভার হরণ করিবার জন্য প্রাণ মন ও শরীর সমর্পণ করিলেন। তিনি বীরপুরুষের ন্যায় মহা উদ্যমে পূর্ণ হইয়া গেলেন। যতই কাজ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রার্থনা জীবন্ত হইতে লাগিল, বিশ্বাস গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, এবং ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল। ভগিনী ডোরার মৃত্যুর পর তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার বিষয়ে বলিয়াছেন, "মানুষে মহাত্মা ঈশার যতদূর সাদৃশ্য থাকা সম্ভব, ভগিনী ডোরার জীবনে তাহা দেখা যায়।"

তিনি কি আশ্চর্য্য স্বর্গীয় বলে বলী হইয়া যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে রত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে; এই নিমিত্ত তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—"কাজ হ'ল না" "কাজ হ'ল না" বলিয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। শরীরটাও তাঁহার পক্ষে ভার বোধ হইতে লাগিল। স্নান আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে যে সময়টুকু যাইত, তাহাও যেন তাঁহার পক্ষে অপব্যয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই সময় তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন "এই শরীরটাকে রক্ষার জন্য এক মুহূর্ত্ত

ব্যয় করিতেও যেন আমার মন সরে না, নিদ্রাতেও আবার খানিকটা সময় দিতে হয়, ইহাও এক মহা কষ্ট। এই শরীরটাই আমাকে আমার ভাই ভগিনীর সেবা করিতে দিল না!"

তিনি এখন গাড়ী করিয়া সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত মহা উৎসাহে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছোট বড় সকল লোকের বাড়ীতেই যাইতে আরম্ভ করিলেন। রোগীর মৃত্যু শয্যায় বসিয়া তাহাকে ধর্ম্মের কথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার চরিত্রের আর একটী অতি চমৎকার মহত্ত্ব ছিল। লোকের জীবন যখন উন্নত হয়, যখন তাঁহার পবিত্র জীবন ও উন্নত ধর্ম্ম ভাব দেখিয়া চারিদিক্ হইতে লোকে মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহার চরিত্রের সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে আসিতে থাকে, তখন তাঁহার পক্ষে এক সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম-পরায়ণা ভগিনী ডোরা সে বিষয়ে খুব সাবধান ছিলেন। তিনি পাপাসক্ত অজ্ঞ নরনারীকে ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে অব্যবহিত ও সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্বয়ং সরিয়া দাঁড়াইতেন। তিনি পরমেশ্বরকে আড়াল করিয়া

দাঁড়াইতে ভয় পাইতেন। সাধারণতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ লোকের পথ আড়াল করিয়া দাঁড়ান, কিন্তু ভগিনী ডোরা কখনই সেরূপ করিতেন না।

ওয়াল্‌সল্ নগরের কুৎসিত পল্লীগুলি ক্রমেই তাঁহার পরিচিত হইল। পাপাসক্ত রমণীরা এখন আর তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি রাত্রিতে তাহাদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাহাদের সঙ্গে তাঁহার গাঢ় প্রেম সংস্থাপিত হইল। অনেকেই পাপ পথ পরিত্যাগ করিল। ওয়াল্‌সলে এমন ইতর লোক আর কেহই রহিল না যাহার সহিত তিনি পরিচিত হইলেন না। এই জন্য তিনি অনেক সময় দুর্বৃত্ত লোকের আশু মৃত্যু হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া দিতে সমর্থ হইতেন।

ওয়াল্‌সল্ নগরে মার্শলেন্ নামে একটী অতি কুৎসিত স্থান আছে। এস্থানের নাম শুনিলেই লোকে ভয় পায়। এমন কি পুলিসের লোকেও সেখানে যাইতে ভীত হয়। ভগিনী ডোরা এক দিন রাত্রিতে এই স্থানের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নানা বর্ণের কতকগুলি ইতর লোক একত্রিত হইয়াছে, আর তাহাদের

মধ্যস্থলে ভয়ানক রক্তারক্তি মারামারি হইতেছে—পুলিস দূরে সরিয়া রহিয়াছে—প্রাণ ভয়ে সেই ভীষণ কাণ্ডের মধ্যে যাইতে সাহস করিতেছে না। ভগিনী ডোরার সাহস অদ্ভুত। তিনি বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তখনই মোড় ফিরিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একটা গৃহের দরজার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। যাহারা মারামারি করিতেছিল তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র লজ্জিত হইয়া দুই পাশে সরিয়া গেল। তিনি তখন তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। জননী যেমন দুরন্ত বালককে ভৎ´সনা করেন, তিনিও ঠিক্ তেমনি স্নেহের সহিত তাহাদিগের মধ্যে পড়িয়া দুই জনকে দুই দিকে সরাইয়া দিলেন।

একি দুর্জ্জয় শক্তি! এখানে যাহারা বিবাদ মারামারি করিতেছিল তাহারা এমনি দুর্দ্দান্ত যে,তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু বলাই সঙ্গত। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন,তাঁহার মনে হইল যেন দুই ভীষণ হিংস্রক জন্তুতে লড়াই হইতেছে! কিন্তু কি সাহস! সেই পশুসমান মানুষগুলাকে যেন কাণ ধরিয়া সরাইয়া দিলেন, আর তাহাদের মুখে

একটীও কথা বাহির হইল না। এ বল ধর্ম্মের বল—ধর্ম্মের বলের কাছে পাশব বল চিরকালই পরাভূত।

তিনি এইরূপে যে কত সময় আপনাকে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মধ্যে ফেলিতেন তাহার সংখ্যা হয় না। মদের দোকানে ইতর লোকে মদ খাইয়া খুনাখুনি করিতেছে, মাথা ফাটাইতেছে, ভগিনী ডোরা রাত্রিতে সে স্থান দিয়া যাইতে যাইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

তিনি যে সকল অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতেন তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা সহজ কথা নহে। তিনি বলিতেন, "মানুষকে যদি দেখি যে, সে অপরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে বুঝি যে, সে অপরকে ভালবাসে। ভালবাসার পাত্রের জন্য প্রাণ দিতে যে সঙ্কুচিত হয়, তাহার আবার ভালবাসা কি?"

"লোকে যতই কেন মন্দ হউক না, প্রত্যেকের অন্তরেই পরমেশ্বর বাস করিতেছেন।" ভগিনী এই বিশ্বাস করিয়া মানব মাত্রেরই উদ্ধার কামনায় তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। মানবের আত্মা কথনই চির-দিনের জন্য পাপের অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিতে পারে না।

রাত্রিতে এই প্রকারে ভ্রমণ করিয়া করিয়া ডোরা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়াতে কিছু দিন ভুগিয়া

যখন তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ওরূপে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা বলিতেছ রাত্রিতে রাত্রিতে বেড়াইয়া আমার অসুখ হইয়াছে, কিন্তু আমি বলি যে, যখন রাত্রি আসিবে তখন যে আর আমি কাজ করিবার অবসর পাইব না!"

যাহা হউক তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়াতে তিনি অবসর লইতে বাধ্য হইলেন। ১৮৭৮ সালের আগষ্ট মাসে ভগিনী ডোরা ওয়াল্‌সল্ নগর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার যায়গায় অপর রমণী নিযুক্ত হইলেন। বহুকাল পরিশ্রম করিয়া একটু বিশ্রামের আশায় তিনি দেশ ভ্রমণের জন্য পারিস ও লণ্ডন নগরে গমন করিলেন। তিনি যেখানে যান সেই খানেই নিজের কাজ করিয়া বেড়ান। চিকিৎসকের ব্যবসায় তাঁহার সর্ব্বত্রই চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার শরীরের ভিতর রোগ প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে দিন দিন দুর্ব্বল করিতে লাগিল; শেষে তাঁহাকে কাজের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিল। তিনি যখন লণ্ডননগরে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কাশ রোগ প্রকাশ পাইল। বহু পূর্ব্ব হইতেই ভগিনী ডোরা এই রোগ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু

রোগের ভাবনায় যদি ব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে কোন কাজই করিতে পারিতেন না। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে এইরূপ রোগ লইয়া কাজ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি যখন ভয়ানক পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কমিটীর সভ্যেরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও লোক নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ভগিনী ডোরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার ভয় পাছে লোকে জানিতে পারে যে, শরীরের অসুস্থতা বশতঃ তিনি আর পূর্ব্বের মত খাটিতে পারিতেছেন না। ভগিনী ডোরা খুব কাজ করিতে পারিতেছেন না, একথা তিনি প্রাণ থাকিতে কাহাকেও জানিতে দিতে রাজি হইতেন না। তিনি বলিতেন, "মর্চ্চে ধ'রে মরার চেয়ে, ক্ষয় হ'য়ে মরা ভাল!"

যাহা হউক, লণ্ডননগরে অবস্থান কালে তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইল। তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। ডাক্তারেরা তাঁহার রোগ নির্দ্দেশ করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে চাহিলেন, তিনি তাহাতেও সম্মত হইলেন না। অসুখে তাঁহার মন ম্লান হইল।

তিনি ওয়াল্‌সল্‌ প্রত্যাগমন করিয়া “আপনার লোকদিগের মধ্যে থাকিয়া মরিব” এই বাসনা করিলেন; সুতরাং তিনি ওয়াল্‌সলেই নীত হইলেন।

রোগশয্যা ও মৃত্যু।

নূতন ওয়াল্‌সল্‌ চিকিৎসালয়ের নিকট একটী গৃহে তাঁহাকে রাখা হইল। এবারে আর বাঁচিবার আশা নাই। পীড়া সাংঘাতিক। এই রোগেই তাঁহাকে ইহজীবনের কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে—তাঁহার এই ধারণা হইল। চিকিৎসকগণও তাহাই বলিতে লাগিলেন। সুতরাং ভগিনী ডোরা এখন সেই জীবনমরণের সঙ্গী একমাত্র পরমেশ্বরের চিন্তনে নিযুক্ত রহিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন, “পরমেশ্বরের হুকুম হইয়াছে, আমি এবারে নিশ্চয়ই মরিব সুতরাং এখন ঘরকন্না গুছাইয়া লইতে হইতেছে। আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করুন। রোগের যাতনা যতই বৃদ্ধি হইবে, আমি যেন ততই আরও ভাল করিয়া তাঁহার চরণ ধরিতে পারি। এই দারুণ রোগ যন্ত্রণার সময় যেন

আমার ভক্তি ও বিশ্বাস ম্লান না হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।”

ওয়াল্‌সল্ নগরের লোকের তাঁহার প্রতি এতই গাঢ় অনুরাগ হইয়াছিল যে, তাহাদের মনে হইতে লাগিল যেন ভগিনী ডোরার বিচ্ছেদের ক্লেশ তাহারা সহিতে পারিবেনা। যিনি তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, যাঁহাকে দেখিলে তাহাদের প্রাণের নিরানন্দ দূরে পলায়ন করিত, যাঁহাকে তাহারা এই কুটিলতাময় সংসারের দেবতা বলিয়া মনে করিত, তাঁহার মৃত্যু হইবে একথা যেন তাহারা ভাবিতেও ইচ্ছা করিত না। যখন চারিদিকে তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, “না, এমন কি হইবে? ভগিনী ডোরা এত শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন?” ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে আমাদের শোক তাপ হরণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার কাজ না ফুরাইতে ফুরাইতে কেন তিনি চলিয়া যাইবেন!” কিন্তু তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার নয়। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিলেন, “মৃত্যু নিশ্চিৎ, তবে এখন কতদিন বাঁচিবেন, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না।”

ভগিনী ডোরা এই সময়ে যে সকল পত্র লিখিতেন,

তাহাতে বেশ জানিতে পারা যায়, তিনি দিন দিন পরমেশ্বরের গভীর প্রেমে গভীর হইতে গভীরতররূপে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। একদিন তাঁহার একজন আত্মীয়কে তিনি এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন "আমি মৃত্যু শয্যায় শয়ান। আমি আজ তোমাদের একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, তাহা যত্নের সহিত আজীবন প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবে, কথাটী এই—তুমি জীবন-পথে যে কোন কাজই কর না কেন, কিন্তু একটী লক্ষ্য স্থির রাখিতে ভুলিও না। সে লক্ষ্য ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করা। আমরা আমাদের নিজের ইচ্ছা ও শক্তির অনুরূপ কাজ করিবার জন্য এই সংসারে আসি নাই। যিনি আমাদের এ সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নাম ও তাঁহার মহিমা যাহাতে বিঘোষিত হয়, তাঁহার আদেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয়, আমাদের পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট কাজ।" এমন উচ্চভাব, এমন গভীর ঈশ্বরানুরাগ না থাকিলে কি ডোরা কখনও এরূপ পরসেবার জন্য সন্ন্যাসিনী হইয়া বাস করিতে পারিতেন? হায়! আমরা অন্ধ, তাই আমাদের জীবনে পরমেশ্বরের লীলা বুঝিতে পারি না। আমরা সংসারে শুধুই শূন্য মাত্র!

রোগের তীব্র যাতনা ভগিনী ডোরার শরীরকে দিবানিশি জ্বালাতন করিতে লাগিল। যতই যাতনা অসহ্য হইতে লাগিল, তিনি ততই যেন ক্ষুদ্র শিশুটীর মত ভয়ে জড়সড় হইয়া পরম স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতেন, "যাতনা বেশী হওয়াই ত ভাল, কেন না প্রহারের যাতনা যত অধিক হয়, শিশু ততই 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকে! আমি এখন পরমেশ্বরের ক্রোড়ে বাস করিতেছি!"

ভগিনী ডোরার পীড়ার মধ্যে আর একটী চিন্তা তাঁহার মনে ক্লেশ দিতেছিল। তাঁহার পরিবর্ত্তে আশ্রমের কাজ কাহার উপর দেওয়া হইবে—তাঁহার মত যত্ন করিয়া কে কাজ করিবে? নূতন চিকিৎসালয় প্রস্তুত হইয়া গেল। ভগিনী ডোরার নামানুসারে এবারে রোগী-আশ্রমের নামকরণ করা হইল। ইহাতে তাঁহার মনে খুবই আনন্দ হইল বটে, কিন্তু একজন উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়িকার অভাবে তাঁহার মনে অশান্তি আসিতে লাগিল। এই সময় একজন বন্ধু—যিনি পূর্ব্বে তাঁহার নিকট কাজ শিখিয়াছিলেন, তিনি কিছু দিনের জন্য তত্ত্বাবধায়িকার কাজ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কমিটী তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলেন, ভগিনী ডোরা এই সংবাদ পাইয়া কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই বহুলোকের সমাগম হইত। তিনি সমাগত লোকদিগের সহিত অতি প্রফুল্লভাবে কথা বার্ত্তা কহিতেন। রোগের যাতনার সময় কেবলই প্রার্থনা করিতেন। আর বলিতেন, "যদি এবারে বাঁচি, তাহা হইলে ভগবানের নাম ও তাঁহার মহিমা আরও ভাল করিয়া প্রচার করিব।" হায়! হায়! সে সকল কাজ তাঁহার আর ভাল করিয়া করা হইল না! তাঁহার মনের সাধ মনেই থাকিয়া গেল। ভগবানের লীলা মানবজীবনে কখন যে কি কার্য্য করে, তাহা কে বলিতে পারে। আমরা সংসারে সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, যিনি যে পরিমাণে সংসারের নরনারীর সেবায় রত—যিনি ভগবানের দাস ও ভক্ত তাঁহার শরীরে সেই পরিমাণে এমন কঠিন, দুরারোগ্য ও তীব্র যন্ত্রণাদায়ক রোগ তিনি প্রেরণ করেন যে, সে ভীষণ পীড়ার কথা মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ভগিনী ডোরা যখন হৃদয়-বিদারক ভীষণ যাতনায় অস্থির হইতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেন, "কোথায় প্রভু! তুমি আমার

এই দারুণ রোগের যাতনার সময় তোমার পবিত্র মুখখানি লুকাইও না। এমন সময় তোমার মুখ না দেখিলে কেমন করিয়া এই ভীষণ রোগের বিষম যাতনা সহ্য করিব!"

অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর তিন মাস অতীত হইতে চলিল, আর বিলম্ব নাই। মৃত্যুর যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হায়! হায়! দয়াময় ঈশ্বর,তোমার বিধান আমরা বুঝিতে পারি না কেন? যে দুঃখিনী রমণী সংসারের সকল সুখের বাসনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল তোমারই উদ্দেশে তোমার দীন দুঃখী সন্তানগণের চির-সেবিকা ছিলেন,তাঁহার রোগের সময় তুমি সান্ত্বনা ও শান্তি না দিয়া কেন তাঁহাকে সহস্র বৃশ্চিকের দংশনে রাখিলে? কেন তুমি তাঁহার অন্তরে শান্তি ও প্রফুল্লতাময় হইয়া বিরাজ না করিতেছ? কি তোমার বিধান, তাহা কেন আমাদিগকে বুঝিতে দিতেছ না? দুর্ব্বল মানব রোগের এত তীব্র যাতনার মধ্যে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? এই সঙ্কটের সময় সে তোমার চিন্তায় কি প্রকারে ডুবিয়া থাকে? আমি পাপী ও অবিশ্বাসী— আমার অতি ক্ষুদ্র সর্ষপকণা সদৃশ বিশ্বাসে এই ব্যাপার ধারণা করিতে পারি না। এ যে বিষম পরীক্ষার সময়!

কেন তোমার ভক্তসন্তানগণকে এত কঠিন পরীক্ষায় ফেল! তাঁহাদিগকে লইয়া তুমি এমন বিষম খেলা কেন খেল, আমি যে বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা—তুমি যাহাদিগকে ভাল বলিয়া জান—যাহারা তোমার প্রিয় পুত্র কন্যা—তাহাদিগকে ভাজিয়া পুড়াইয়া সমস্ত অবস্থায় কেমন তাহারা তোমার অনুগত থাকে, তাহাই দেখাইয়া দাও। জলে ডুবাইয়া, আগুনে পুড়াইয়া, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া সকল অবস্থাতেই তাহাদের মুখ হইতে ঐ একই কথা—"জয় দয়াময়!" "জয় দয়াময়ের জয়!" শুনিতে ভাল বাস। বুঝিয়াছি, তুমি এই সংসারে ত এমন পূর্ণবিশ্বাসী নরনারী বেশী পাওনা যাহারা সুখে দুঃখে শোকে সকল অবস্থাতেই ভাল করিয়া তোমার দয়ার সাক্ষী দিতে পারে! তাই যখন একটী ভক্ত সন্তান পাও, তখন তাহার দ্বারা ভাল করিয়া তোমার মহিমা আমাদের মত হতভাগ্যদের কাছে প্রচার করিয়া লও। 'মা! সংসারে দেখিতে পাই বাজীকরেরা তাহাদের ছোট ছোট ছেলেদিগকে দড়ির উপর তুলিয়া দিয়া নাচিতে বলে। দর্শকেরা তাহা দেখিয়া অবাক্ হয়। তুমিও কি তাহাই কর! কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী তাহারা

পরীক্ষা দিক্ তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি তোমার দুর্ব্বল সন্তানগণকে যেন এই কঠোর পরীক্ষায় ফেলিয়া না দাও!

আজ ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ সাল, মঙ্গলবার প্রাতঃকাল। ভগিনী ডোরা বলিলেন, "আমার মৃত্যু আসন্ন।" তাঁহার একজন রমণী বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর আপনাকে লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন!" অমনি ভগিনী ডোরা বলিয়া উঠিলেন, "আমি তাঁহাকে ঐ দেখিতেছি—তিনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন!" তিনি এমনই জীবন্ত ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন যেন পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত! নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সেই পূর্ব্ববর্ণিত বালিকাকে পুষ্প গুচ্ছ হস্তে দণ্ডায়মান দেখিবার জন্য অজ্ঞাতসারে সেই দিকে তাকাইলেন। রোগের যন্ত্রণা অসহ্য! সকলেই সেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান! কিঞ্চিৎ পরে ভগিনী ডোরা বলিলেন, "আমি সংসারে একাকী ছিলাম, একাকী মরিব; তোমরা গৃহ হইতে চলিয়া যাও।" তাঁহারা গেলেন না দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "আমি একাকী মরি, তোমরা গৃহ পরিত্যাগ

কর।" অগত্যা তাঁহারা সকলেই চলিয়া আসিলেন, কেবল তাঁহার অতি স্নেহের পাত্রী একটী রমণী আড়ালে থাকিয়া দ্বারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রোগযন্ত্রণা নির্ব্বাণ হইয়া আসিল; ধীরে, ধীরে, ধীরে বেলা আড়াই প্রহরের সময় ভগিনী ডোরার শেষ নিঃশ্বাস বায়ু মহা আকাশে মিশিয়া গেল!

সপ্তম অধ্যায়।

সমাধি।

"পুড়ে নারী উড়ে ছাই,
তবে তাহার গুণ গাই!"

ওয়াল্‌সল্ নগরবাসী সকলে ভগিনী ডোরার মৃত্যুতে হর্ষ প্রকাশ করিল! রোগ শয্যায় প্রায় তিন মাস ধরিয়া তিনি যে ভীষণ যাতনা সহ্য করিতেছিলেন, মৃত্যু আসিয়া যে তাঁহাকে সেই ভয়ঙ্কর যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, ইহাতে প্রথমতঃ তাঁহাকে যাহারা আন্তরিক ভাল বাসিত, তাহারা আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

ডোরার মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইবামাত্র ভজনালয় হইতে অনবরত গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি হইতে

লাগিল। দলে দলে শত শত লোক ভগিনী ডোরার সেই পবিত্র মুখ খানি দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। কিন্তু হায়! কাহারও মনোরথ পূর্ণ হইল না। তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, চিকিৎসক ও তাঁহার বাড়ীর অতি প্রিয় সেই পুরাতন দাসী ভিন্ন কেহই সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

চিকিৎসালয় কমিটীর সভ্যগণ উপযুক্ত আড়ম্বরের সহিত ভগিনী ডোরার মৃত দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাত্বিকপ্রকৃতি ভগিনী ডোরার অনুমতি ছিল যে,তাঁহার মৃতদেহ যেন কিছুমাত্র আড়ম্বরের সহিত সমাধিস্থ না হয়। যিনি জীবিতাবস্থায় আড়ম্বর পূর্ণ জীবন যাপনকে ঘৃণা করিতেন, তিনি যে আপন মৃত শরীরকে লইয়া আড়ম্বর করিতে দিবেন না ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে তাঁহার মনে একটী সাধ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি সম্ভব ও সুবিধা হয় তাহা হইলে তাঁহার পুরাতন রোগী, রেলওয়ের শ্রমজীবীর দ্বারা যেন তাঁহার মৃত শরীর বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।" যাঁহারা ইংরাজদিগের মৃতদেহ বহন করিবার প্রণালী দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন ভগিনী ডোরা এই আড়ম্বরকে কত ঘৃণা করিতেন। যে

প্রকার মূল্যবান সজ্জায় বিভূষিত করিয়া, উৎকৃষ্ট বাজী সংযোজিত যানদ্বারা শব বহন করা হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে তুলনায় কুলীর স্কন্ধে যাওয়া অতিশয় হীনাবস্থা ব্যঞ্জক। কিন্তু ভগিনী ডোরার যখন তাহাই ইচ্ছা তখন আর ত কথা নাই। শ্রমজীবিগণ যখন ভগিনীর এই শেষ সাধের কথা শুনিতে পাইল, তখন তাহারা মহা উল্লাসে প্রায় বিংশতি জন রেলওয়ের কুলী শব বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

আজ ২৮শে ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ন। প্রেমের প্রতিমা ভগিনী ডোরার মৃতদেহ অদ্য অপরাহ্ণে সমাধিস্থ করা হইবে। নিরূপিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই চারিদিক হইতে কুলী, গাড়োয়ান ইত্যাদি শ্রমজীবিগণ দলে দলে আসিয়া জমিতে লাগিল। আজ রাজপথের দুই ধারে যে সকল গৃহ, তাহাদের একটীরও জানালা বা দরজা খোলা নাই। সমস্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ। যেন আজ গৃহগুলি শূন্য হইয়া সকলেই সেই স্বর্গীয় দেবকন্যার জন্য শোকে ম্লানমুখে নীরবে রোদন করিতেছে! সমস্ত লোক একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবশেষে যখন শব লইয়া সকলে সমাধিস্থানে গমন করিতে লাগিলেন তখন নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানের তাবৎ ছোট, বড়,

পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা, সকলেই এক বিষাদের রেখা মুখে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে অতি শান্তভাবে ও নীরবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। কি অপরূপ শোভা! পথের গাড়োয়ান গাড়ী থামাইয়া সতৃষ্ণনয়নে মৃতদেহের দিকে নয়ন রাখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল! আজ কয়েক দিন ধরিয়া ওয়াল্‌সল্‌ নগরে যে শোকের মেঘ উঠিয়াছিল, আজ যেন সেই মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সকলের হৃদয় ভাসাইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

ভগিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময় আরও তিনটী দুঃখী শ্রমজীবীর মৃতদেহ তথায় আনীত হইল। কি চমৎকার ঘটনা! ভগিনী ডোরা মরণেও যেন সেই দীন দুঃখীদের সহিত এক সঙ্গেই থাকিতে চান! সেই শবগুলিকে এক সঙ্গে মন্ত্রঃপূত করা হইল।

ভগিনী ডোরার সেই সুন্দর দেহ খানি আজ পৃথ্বীধূলায় নিহিত হইল। সমাধির উপর প্রস্তরফলকে এই কয়েকটী কথা লিখিত হইল।

"ভগিনী ডোরা, ১৮৭৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর শান্তিধামে গমন করিয়াছেন।"

পরিশিষ্ট।

ভগিনী ডোরার চরিতমাধুরী সমাপ্ত হইল। তাঁহ জীবনের সদ্‌গুণরাশি যথাসম্ভব বিবৃত হইল। কিন্তু তদী চরিত্রের দুই একটী দোষের উল্লেখ না করিলে গ্রন্থখা অসম্পূর্ণ থাকে।

ভগিনী সংসারের সুখ ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করি কষ্টের ব্রত অবলম্বন করিয়াও দুই তিন বার বিবাহে জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই দুর্ব্বলতার কথ স্মরণ হইলে বড়ই ক্লেশ হয়। তার পর তিনি সুর পানের বিরোধী হইলেও কচিৎ কচিৎ যখন বড়ই অবস হইয়া পড়িতেন তখন একটু একটু সুরাপান করিতেন তাঁহার জীবনীতে এইরূপ সুরাপানের একটী উল্লে আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি ওয়াল্‌সল্‌ রোগী-আশ্রমের কার্য্য ভার পরিত্যাগ করিলে,তাহার কার্য্য সুচারুরূপে কখনই চলিতে পারিত না, ইহা তাঁহার বেশ ধারণা ছিল এবং এই জন্য কয়েকবার তাঁহার মতানুসারে কা না হওয়াতে তিনি চিকিৎসক ও কমিটীর সভ্যগণে সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া যান।

তাঁহার অদ্ভুত সাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়

গিয়াছে। এইরূপ জানা যায় যে, তিনি একবার গাড়ী করিয়া একদিন রাত্রিতে যখন একমাত্র গাড়োয়ানকে সঙ্গে করিয়া এক কুৎসিত পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতে-ছিলেন, একজন পাষণ্ড তাঁহার মাথায় লাঠি মারিতে গিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে লাঠি তাঁহার শরীর স্পর্শ করে নাই। ইহাতেও তিনি ভয় না পাইয়া সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেন। তিনি বলিতেন, "সে নিশ্চয়ই ভগিনীকে চিনিতে পারে নাই। ভগিনীকে কি কেহ মারিতে পারে!" আর একবার তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য একজন ডাকাত ওয়াল্‌সলের রোগী-আশ্রমে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহার ভয়ে তিনি ভীত না হইয়া বরং তাহাকে ধমকাইয়া আশ্রমের বাহিরে তাড়াইয়া দেন এবং সেই ডাকাত শেষে তাঁহার সাহস দেখিয়াঅত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আশ্রমের ব্যয়ের জন্য দশটী টাকা পাঠাইয়া দেয়।

রোগী আরামের জন্য তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার একটী রোগীর শ্বাসনালীতে এক প্রকার দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া শ্বাস রোধ হয়। সে ব্যক্তি চিকিৎসালয়ে আসিলে ডাক্তার তাহার শ্বাস-নালী কাটিয়া দিলেন এবং ভগিনী ডোরা সেই স্থানে

বিষাক্ত পদার্থ মুখদ্বারা শুষিয়া লইলেন। এই বিষে লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। ভগিনীকেও এই অপরাধের জন্য বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

ওয়াল্‌সল্‌ নগরবাসী দরিদ্রলোকদিগের তাঁহার প্রতি যে গভীর অনুরাগ ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথাপি এ বিষয়ে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে পারি না।

যখন ভগিনী ডোরার কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের কথা হয়, তখন একজন শ্রমজীবী এই বলিয়া নিজের অভিমত ব্যক্ত করে। "আমার একান্ত অভিপ্রায় যে অন্য কোন প্রকার চিহ্ন সংস্থাপন না করিয়া ভগিনী ডোরার একটী পূর্ণাবয়ব প্রস্তরমূর্ত্তি প্রকাশ্য-স্থানে রাখা হয়। কেন না, লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে 'এ কাহার মূর্ত্তি'? তখন আমরা গৌরব করিয়া বলিব, 'কেন আমাদের ভগিনী ডোরার প্রতিমূর্ত্তি!'" ভগিনী ডোরার প্রতি লোকের এতই শ্রদ্ধা! ডোরার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তিনি সেই সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভগিনী ডোরার সম্বন্ধে ওয়াল্‌সল্‌ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী লোকের মুখে এমন সকল গল্প শুনা যায় যে,

তাহাতে ভগিনী ডোরাকে অমানুষিক জীব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ক্ষমতা ও সদ্‌গুণরাশি দেখিয়া লোকে এতই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, একজন নারী, পৃথিবীর জীব হইয়া—এই পাপপূর্ণ, সংসার-সুখ-মুগ্ধ-সমাজের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী হইয়া এই প্রকার অমানুষিক কার্য্য করিতে পারে তাহাদের সে ধারণা ছিল না। সুতরাং তাহারা ডোরাকে মানবী বলিয়াই ভাবিতে পারিত না।

